

সৃষ্টি



চলে গেলেন কিংবদন্তি ফুটবলার জাকারিয়া পিন্টু-৮

কিংবদন্তি ফুটবলার জাকারিয়া পিন্টু পরিণত বয়সেই চলে গেলেন। রেখে গেছেন গৌরবোজ্জ্বল এক ইতিহাস। তিনি অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী। 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'-এর অধিনায়ক হিসেবে তিনি অমলিন হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে গড়েছেন অনন্য এক নজির। ফুটবলার হিসেবে তাঁর ক্যারিয়ার যথেষ্ট বর্ণাঢ্য। তবে নেতৃত্বের যে মাইলফলক তিনি গড়েছেন, তা আর কারও পক্ষে স্পর্শ করা সম্ভব হবে না।

৯টি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি	২	৩ বলে ৩ উইকেট	৩৬
সম্পাদকীয়	৩	আশরাফুলের নতুন ইনিংস	৩৭
আমরা ক্রীড়ামোদি	৪	বিদায় 'লাল দুর্গের' রাজা	৩৮
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্রীড়ায়	৬	রাজবাড়ীর মেয়ে কুমার স্বপ্ন	৪০
চলে গেলেন জাকারিয়া পিন্টু	৮	ক্রীড়াঙ্গনে জবাবদিহিতার অঙ্গীকার	৪১
প্রতিপক্ষে জাকারিয়া পিন্টু	১২	অ্যাথলেটিকসের হারানো	৪২
একনজরে জাকারিয়া পিন্টু	১৩	বাংলাদেশের ব্র্যান্ড হবে বিপিএল	৪৪
১০ হাজার ক্লাবে মুমিনুল	১৪	জাতীয় কুস্তির দুই বিভাগেই	৪৬
'ফাইফার' অর্জনে উদ্ভাসিত	১৫	ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের	৪৯
সহজ প্রতিপক্ষ, কঠিন চ্যালেঞ্জ	১৬	কুইজমালা	৫০
টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের	১৮	আক্ষেপ নিয়ে বিদায়	৫১
হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে	২০	সিলেট বিভাগের প্রথম শিরোপা	৫২
টেস্টে পিছিয়ে থাকার কারণ	২২	লাল বলের ক্রিকেট ছাড়লেন ইমরুল	৫৪
ঢাকায় সাফে মেয়েদের আরেকটি	২৩	শব্দজট	৫৬
ফেডারেশন কাপে নতুনত্ব	২৪	স্কুল হ্যান্ডবলের শিরোপা	৫৭
একান্ত ব্যক্তিগত	২৫	নতুন ফরম্যাটে ফেডারেশন কাপে	৫৮
ফুটবলার জাকারিয়া পিন্টুকে	২৬	এ ছবি কার	৫৯
বছরের শেষ ম্যাচে স্বস্তির জয়	২৮	ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৬০
কিংসের আরেকটি ইতিহাস	৩০	জাতীয় ক্লাব ভারোত্তোলনে	৬২
বিপিএলের 'মহড়া' টুর্নামেন্ট	৩২	সৃষ্টি হলো ফুটবলে এগিয়ে	৬৩
ফটোফিচার	৩৪	ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা	৬৪
মৌসুম সেরার স্বীকৃতি	৩৫		



হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক ২০

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ কি ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে যাচ্ছে? ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সিরিজ হারার পর এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রথম টেস্টে সুবিধা করতে পারেনি।



বছরের শেষ ম্যাচে ২৮

প্রত্যাশা ছিল সফরকারী মালদ্বীপ জাতীয় ফুটবল দলের সিরিজ জয়। প্রথম ম্যাচে হেরে তা পূরণ হয়নি। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে হারিয়ে সিরিজে সমতা এনে স্বস্তি এনে দিয়েছে।



জাতীয় কুস্তির দুই ৪৬

জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ৩৬তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষ ও ১০ম জাতীয় মহিলা কুস্তি প্রতিযোগিতা। তিন দিনের এ আসরে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ আনসার।



সিলেট বিভাগের প্রথম ৫২

জাতীয় ক্রিকেট লিগে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সিলেট বিভাগ। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের ২৬ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম শেষ হাসি হাসতে সমর্থ হলো দলটি।

৯টি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা

মোরসালিন আহমেদ

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পর নানামুখী সংস্কারের মাধ্যমে সব খাত থেকে দুর্নীতি নির্মূলে চেষ্টা করছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ থেকে ক্রীড়াঙ্গনও বাইরে ছিল না। সেই তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের সর্বত্র ক্রীড়ায় পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে। রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন গড়ার লক্ষ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার বিদ্যমান কমিটি ভেঙে দিয়ে ২১ আগস্ট নতুন কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এরপর ২৯ আগস্ট ৫ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ফেডারেশনগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, সার্চ কমিটির সুপারিশে ১০ সেপ্টেম্বর ৪৫টি ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতিকে অব্যাহতি ও অপসারণ করা হয়। তারপর কিছু বাধ্যবাধকতা থাকায় বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) বাইরে রেখে পরে দেশের সব কটি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি ও সংগঠকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে ক্রীড়াঙ্গনের নানা রকম অসঙ্গতি, অনিয়ম, দুর্নীতি আর অভাব-অনুযোগ পান সার্চ কমিটি। ফলে দীর্ঘ সময় নিয়ে নানা রকম যাছাই-বাছাই শেষে সার্চ কমিটি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ৯টি ফেডারেশনের (ব্রিজ, টেনিস, স্কোয়াশ, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার, বাস্কেটবল, দাবা ও হকি) বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি ভেঙে অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করার সুপারিশ করলে তা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে। একই সঙ্গে অবশিষ্ট অ্যাডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সার্চ কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একনজরে ৯টি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি

হকি ফেডারেশন

সভাপতি : এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। সহসভাপতি : গ্রুপ ক্যান্টেন মোহাম্মদ আলমগীর (অব.), শাহিন মাহমুদ, আসিফ মাহমুদ। সাধারণ সম্পাদক : লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.)। যুগ্ম সম্পাদক : কাজী আবু জাফর তপন। কোষাধ্যক্ষ : খাজা মাজের নাদিম। সদস্য : হোসেন ইমাম শান্তা, কাউছার আলী, শহিদ উল্লাহ দোলন, ইশতিয়াক সাদেক, বায়েজিদ হায়দার, বদরুল ইসলাম দিপু, মো. ইকবাল হোসেন, পারভীন নাছিম। নাজার পুতুল, সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিনিধি, নৌ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিনিধি ও বিকেএসপি প্রতিনিধি।

অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন

সভাপতি : মেজর জেনারেল ড. নাসিম আশফাক চৌধুরী। সহসভাপতি : বিকেএসপি ডিজি, আবদুন নাসের খান, মো. ইকবাল হোসেন। সাধারণ সম্পাদক : মো. শাহ আলম। যুগ্ম সম্পাদক : কিতাব আলী, মিজানুর রহমান। কোষাধ্যক্ষ : ড. সাকিব আহমেদ



খান। সদস্য : মজিবুর রহমান মল্লিক, ফরিদ খান চৌধুরী, বেগম ফিরোজা খাতুন, শর্মিষ্ঠা রায়, এম এম নজির আহমেদ, শিরিন আক্তার, মুজিবুর রহমান, মো. রিয়াজুল ইসলাম, সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিনিধি, নৌ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিনিধি ও বিমান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিনিধি।

বাস্কেটবল ফেডারেশন

সভাপতি : ডা. শামীম নেওয়াজ। সহসভাপতি : শাখাওয়াত হোসেন, আসিফ আজিজ। সাধারণ সম্পাদক : মেজর মোহাম্মদ আতিকুল হাফিজ (অব.)। যুগ্ম সম্পাদক : মোহাম্মদ ফয়সাল আজিম, আসম আনামুল হাসান তাইমুর। কোষাধ্যক্ষ : মোহাম্মদ তানভীর তিতাস। সদস্য : মো. জাহিদুল ইসলাম বুলু, ইকবাল হোসেন এমি, জহির উদ্দিন, নাজমুল, অনারারি ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান (অব.), বেগম আসরিন মুখা, আইয়ান আনোয়ার, অপূর্ব জাহাঙ্গীর ও অনিরুদ্ধ তালুকদার বর্গ।

টেনিস ফেডারেশন

সভাপতি : আবদুল হাই সরকার। সহসভাপতি : আশরাফুজ্জামান খান (পুটন), মোহাম্মদ সেলিম, মোহাম্মদ শাকিল খান। সাধারণ সম্পাদক : ইশতিয়াক আহমেদ কারেন। যুগ্ম সম্পাদক : মুয়াম্মার আহমেদ, মোহাম্মদ আশিকুর রহমান। কোষাধ্যক্ষ : এম এ জিন্নাহ। সদস্য : মো. শফিকুল আলম, আশরাফ কায়সার, আবদুর রব শামীম, আহমেদ জিয়াউর রহমান, বেগম হোসেন আরা রিনা, মোহাম্মদ শরিফুল আলম, মো. জহিরুল আলম ভূঁইয়া, সাজ্জাদ আলম, এম ফরিদ আহমেদ, অর্ণব সাহা ও বিকেএসপি প্রতিনিধি।

কাবাডি ফেডারেশন

সভাপতি : আইজিপি। সহসভাপতি : হাফিজুর রহমান খান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহার হোসেন, আবদুল্লাহ আল নোমান। সাধারণ সম্পাদক : এস এম নেওয়াজ সোহাগ। যুগ্ম সম্পাদক : মো. ইসরাইল হাওলাদার, আবদুল হক। কোষাধ্যক্ষ : মনির হোসেন। সদস্য : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বি এম ইউসুফ আলী, শরিফ মোহাম্মদ আরিফ মিহির, আসাদুজ্জামান শাহিন, মাসুদুর রহমান চুন্নু, বাদশাহ মিয়া, সুবিমল চন্দ্র দাস, সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিনিধি, বিজিবি ক্রীড়া ও প্রশিক্ষণ বোর্ড প্রতিনিধি ও পুলিশ ক্রীড়া সংস্থা প্রতিনিধি।

দাবা ফেডারেশন

সভাপতি : সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ। সহসভাপতি : ড. সোয়েব রিয়াজ আলম, ড. আরিফ দৌলাহ। সাধারণ সম্পাদক : ফিদেমাষ্টার ড. তৈয়বুর রহমান সুমন। যুগ্ম সম্পাদক : লোকমান হোসেন মোল্লা লাভলু, নাজনিন ইসলাম। কোষাধ্যক্ষ : মীর সাজেদ উল বাশার। সদস্য : আবু সাঈদ চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, দুলাল মাহমুদ, রাহাত হোসেন, অনন্য রায়হান, শামীম আকন্দ ও মো. আরিফুজ্জামান।

স্কোয়াশ ফেডারেশন

সভাপতি : মেজর জেনারেল মো. হাসান উজ জামান। সহসভাপতি : রাশেদ চৌধুরী, মিজা সালমান ইম্পাহানি। সাধারণ সম্পাদক : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জি এম কামরুল ইসলাম (অব.)। যুগ্ম সম্পাদক : তারেক মাসুদ খান। কোষাধ্যক্ষ : কামরান টি রহমান। সদস্য : মেজর এম তানিম হাসান (অব.), এরশাদ হোসেন, রামজুল সিরাজ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিমুল গনি (অব.), ফাইয়াজ রহমান, সাজ্জাদ আরেফিন আলম, সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা ডিজি ও বিকেএসপি ডিজি/প্রতিনিধি।

বিলিয়ার্ড ও স্নুকার ফেডারেশন

সভাপতি : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সরকার মুহাম্মদ শামসুদ্দিন (অব.)। সহসভাপতি : আজিজ আল মাসুদ, তাজবির সালেহীন। সাধারণ সম্পাদক : রিয়াসাত করিম ভূঁইয়া। যুগ্ম সম্পাদক : সুলতান মঈন আহমেদ রবিন। কোষাধ্যক্ষ : মনজুরুল হক মনজুর। সদস্য : স্কোয়াড্রন লিডার মো. খালেদ বিন সালাম (অব.), নূর উদ্দিন জাভেদ, মো. হাসানুজ্জামান, নিজাম উদ্দিন আহমেদ, সুব্রি মোহাম্মদ, সাইফুস সামি আলমগীর, জাহেদুন নবী, আসিফ হানিফ ও শাহ নেওয়াজ শিপন।

ব্রিজ ফেডারেশন

সভাপতি : সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। সহসভাপতি : সাঈদ আহমেদ রবি, মো. আবুল কাশেম। সাধারণ সম্পাদক : নাসিমুল হাসান। যুগ্ম সম্পাদক : মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। কোষাধ্যক্ষ : মো. জাহিদ হোসেন। সদস্য : শাহ জিয়াউল হক, মো. শওকত হোসেন ভূঁইয়া, নাজমুল হক কিরন, আসিফুর রহমান রাজীব, শেখ আমিন, মাওলা আল মামুন, রাশেদুল হাসান রিপন, মো. আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ এহসানুজ্জামান, মাহমুদুল হাসান সুমন ও তানভীর আহমেদ ইমন।

শ্রদ্ধা, জাকারিয়া পিন্টুকে

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স

মো. শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

গ্রুপ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ



যতই ঢাকঢোল পিটানো হোক গৌরব করার মতো বড় কোনো চলে। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন থেকে আছি। যেসব সাফল্য নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ নামটি হলেও মূলত সেটা হয়ে থাকে বিপরীত পারলেও বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি করার কারণে আমরা বিশ্বের নজর কাড়ি কিংবা জনবহুল দেশ হিসেবে অলিম্পিকে পদক না জিততে পারায় আমাদের নিয়ে পরিহাস করা হয়। এটাই কিন্তু পরম বাস্তবতা।

না কেন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য আমাদের নেই বললেই আমরা যোজন যোজন পিছিয়ে আমরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি, কোনো গুরুত্ব নেই। তাহলে কি কি একদমই আলোচিত হয় না?

কারণে। নিজেরা খেলার মাধ্যমে না পারলেও বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি করার কারণে আমরা বিশ্বের নজর কাড়ি কিংবা জনবহুল দেশ হিসেবে অলিম্পিকে পদক না জিততে পারায় আমাদের নিয়ে পরিহাস করা হয়। এটাই কিন্তু পরম বাস্তবতা।

তবে যে বিষয়ে আমরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে সম্মানিত হতে পারতাম, বরাবরই সেটাকে দারুণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’টি হতে পারত আমাদের গৌরব ও অহংকারের। মো. জাকারিয়া পিন্টুর নেতৃত্বে এই দলটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে এই দলের স্বীকৃতি আদায় করতে পারলে দুনিয়ার মানুষের কাছে বরাবরই সমাদৃত হতে পারতাম। কিন্তু এ বিষয়ে কাউকে আগ্রহী মনে হয়নি। এমনকি নিজের দেশেই এই দলটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি পায়নি। এ ব্যাপারে জাকারিয়া পিন্টুর যথেষ্ট মনস্তাপ ও নিদারুণ ক্ষোভ ছিল। ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর স্বীকৃতি অর্জনের জন্য তাঁর চেষ্টার কমতি ছিল না। শেষ পর্যন্ত জীবদ্দশায় এই স্বীকৃতি তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

জাকারিয়া পিন্টুর ফুটবল ক্যারিয়ার অত্যন্ত বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য। রক্ষণভাগের অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন জাতীয় পর্যায়ে, ক্লাবসহ বিভিন্ন দলের হয়ে দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। মুষ্টিমেয় যে কজন ফুটবলার পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক, এটাও কম গৌরবের নয়। খেলোয়াড়ি জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদক ‘স্বাধীনতা পদক’, জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার। একজন ফুটবলার হিসেবে যে সম্মান, স্বীকৃতি ও ভালোবাসা পেয়েছেন, তা সবার ভাগ্যে জোটে না। ব্যক্তিগত স্বীকৃতি পাওয়া নিয়ে তাঁর কোনো আফসোস ছিল না। ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর স্বীকৃতি না পাওয়াটা তাঁর আক্ষেপ হয়ে থেকে গেল। সেই আক্ষেপ নিরসন করা গেলে তিনিও সম্মানিত হবেন। ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’টিকে জাতীয়ভাবে সম্মানিত করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হলে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা ও মহিমা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে। কিন্তু রয়ে যাবেন জাকারিয়া পিন্টু। তাঁর প্রতি আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।

e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

ফুটবল জগতের এক কিংবদন্তি



জাকারিয়া পিন্টু, বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে এক অমলিন নাম, যার জীবন ও কর্ম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রাক্তন পরিচালক, এবং বাংলাদেশের ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। জাকারিয়া পিন্টুর ফুটবল জীবন ছিল অসাধারণ। তিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলে জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য হয়ে ওঠেন এবং তার খেলা ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও দক্ষ। পিন্টুর পায়ের দক্ষতা, বল কন্ট্রোল এবং খেলোয়াড়ি মনোভাব তাঁকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল। তিনি তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সম্মান অর্জন করেছিলেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসেবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, তিনি এবং তাঁর দল দেশের স্বাধীনতার জন্য ফুটবল মাঠে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ সময় তাঁদের খেলাধুলার মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়, যখন পাকিস্তানি বাহিনী দেশজুড়ে দমনপীড়ন চালাচ্ছিল, তখন বেশ কিছু বাংলাদেশি খেলোয়াড় একত্র হয়ে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠন করেন। পিন্টু ছিলেন দলের অধিনায়ক এবং তার নেতৃত্বে এই দল নানা জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, বিশেষ করে কলকাতার ময়দানে খেলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এই দল ফুটবলের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলে। জাকারিয়া পিন্টু শুধু ফুটবল জগতেই নয়, বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশকে স্বাধীন করতে বিভিন্ন সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফুটবল মাঠে যেমন তার নেতৃত্ব ছিল প্রশংসনীয়, তেমনি যুদ্ধের ময়দানে তিনি ছিলেন এক সাহসী যোদ্ধা। জাকারিয়া পিন্টু তার খেলার জীবনের পর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। ক্লাবের প্রতি তার অবদান ছিল অসীম। তিনি ক্লাবের উন্নয়ন এবং ফুটবলের মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। পিন্টুর নেতৃত্বে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দেশের ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। বাংলাদেশের ফুটবল জগতের এই কিংবদন্তি ১৮ নভেম্বর ২০২৪ এ মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু দেশের জন্য এক বড় ক্ষতি। তার মৃত্যুতে গোটা জাতি এবং বিশেষত ফুটবলপ্রেমীরা শোকস্তব্ধ। তবে তার অবদান এবং স্মৃতি চিরকাল বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসে জীবন্ত থাকবে। জাকারিয়া পিন্টু ছিলেন একাধারে ফুটবল কিংবদন্তি, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী নেতা। তার জীবন ও কর্ম এক মূর্তিমান প্রেরণা। তার সাহস, নেতৃত্ব এবং খেলাধুলার প্রতি নিবেদন বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় হয়ে থাকবে।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক



বাঘিনী ফুটবলারদের অভিনন্দন

অভিনন্দন
দ্বিতীয়বার
বাংলার
নেপালে
ফুটবল
দর্শকের
সামনে



বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে
সম্মানিত করার জন্য
বাঘিনী ফুটবলারদের।
অনুষ্ঠিত সাফ নারী
চ্যাম্পিয়নশিপে হাজারো
ঋতুপর্ণা, মনিকা চাকমার

যে খেলা ফাইনালের দিন প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ ও অতুলনীয় ছিল। বাংলাদেশ দল যে বিদেশের মাটিতে নেপালের দর্শকের সামনে এমন খেলা খেলবে, তা অনেকেই হয়তোবা ভাবতেও পারেননি। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছেন বিধায় সেদিন এমন সাফল্য এসেছে। তাই তো প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে এদেশের সব শ্রেণির মানুষ আমাদের বাঘিনীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আগের মতো ছাদ খোলা বাসে করে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে, যা তাদের প্রাপ্য ছিল। আমাদের ছেলেরা যেটা করে দেখাতে পারছেন না, সেটা করে দেখিয়েছেন আমাদের মহিলা ফুটবলাররা। এখন শোনা যাচ্ছে ঋতুপর্ণা চাকমাকে ইউরোপের কোনো একটা ক্লাব খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে, এমনটা হলে তা হবে আমাদের ফুটবল ইতিহাসের জন্য বিরাট কিছু। মেয়েদের টানা শিরোপা তাদেরকে যেমন সম্মানিত করতে পেরেছে, ঠিক তেমনি তারা বাংলাদেশ নামক দেশটিকেও অনেক সম্মানিত করতে পেরেছেন। তাদেরও এখন থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করি। বাফুফের আরও সার্বিক সহযোগিতা পেলে তারাও একদিন হয়তোবা বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবে। তাই তাদের এখন থেকে যত্ন নেওয়া উচিত। আশা রাখি, বাফুফের নতুন সভাপতি এ ব্যাপারে বিভিন্ন টেকনিকালি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের মেয়েদের আরও অনেক দূরে এগিয়ে যেতে কোনো কষ্ট না হয়। নব্বই দশকের পুরুষ ফুটবল দলের যে নব জাগরণ ছিল, তা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে বিভিন্ন কারণে। মহিলা ফুটবলের বর্তমান সময়ে যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন কোনোভাবেই হারিয়ে না যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ রইলো বাফুফে এবং বর্তমান সরকারের প্রতি। নেপালের মতো দেশ সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ছয়বার ফাইনাল খেলে যেখানে একবারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি, সেখানে আমাদের মেয়েরা টানা দুই বার দক্ষিণ এশিয়ার শিরোপা ধরে রাখতে পেরেছেন, তা আমাদের জন্য বিরাট এক মাইলফলক বটে। আর এবারের প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় এবং ফাইনালে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ। এটাও একটা বড় অর্জন। সব কিছু মিলিয়ে বর্তমানে অসম্ভব সুন্দর সময় কাটাচ্ছেন আমাদের মহিলা ফুটবলাররা। সামনেও যাতে এ সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়, সেটার জন্য তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইলো। আশা রাখি, আমাদের বাঘিনীরা সামনে আমাদের এবং আমাদের দেশকে আরও সম্মানিত করবেন।

মোহাম্মদ জাহেদ মিয়া, প্রবন্ধ-টুকু সাহেব ভিলা, টেক্সটাইল, বাড়ি-৫৬, রোড-৫, গ্রিন ভ্যালী সোসাইটি, বায়জিদ, চট্টগ্রাম-৪২০৯।

তহুরা খাতুনের কাছে আরও সাফল্যের অপেক্ষা

তহুরা খাতুন বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের অন্যতম তারকা। তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা একটি অনন্য অর্জন, যা দেশের ফুটবল ইতিহাসে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তহুরা খাতুনের ফুটবল যাত্রা শুরু হয় তাঁর গ্রামের ছোট মাঠে। দ্রুতই তাঁর প্রতিভা নজরে আসে এবং তিনি জাতীয় যুব দলে জায়গা পান। এরপর, তাঁকে জাতীয় দলের জন্য নির্বাচিত করা হয়, যেখানে তাঁর স্কিল এবং গতি তাঁকে বিশেষভাবে পরিচিতি এনে দেয়। তহুরা প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করার সুযোগ পান ২০১৬ সালে। তারপর থেকে গোলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে, দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যেখানে তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাঁকে প্রমাণ করে যে তিনি বাংলাদেশের নারীদের ফুটবলের প্রতীক। তহুরার ৫০তম গোলটি আসে



একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে, যা বাংলাদেশের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে। এটি শুধু তাঁর জন্যই নয়, বরং দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্যও একটি বিশেষ মুহূর্ত। তাঁর গোলের ফলে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের নাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও উচ্চতায় পৌঁছায়। তহুরার এই অর্জন কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং তিনি যুব মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁর গল্প নতুন প্রজন্মের জন্য একটি উদাহরণ, যে কঠোর পরিশ্রম এবং সংকল্পের মাধ্যমে সবকিছু অর্জন সম্ভব। তহুরা খাতুনের ৫০ গোলের মাইলফলক বাংলাদেশের নারী ফুটবলের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তাঁর এই সাফল্য দেশের ফুটবলকে আরও উন্নতির দিকে ধাবিত করবে এবং নতুন সম্ভাবনাকে উন্মোচন করবে। তহুরার যাত্রা শুধু শুরু, ভবিষ্যতে আরও অনেক সাফল্য অপেক্ষা করছে। রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

এখনো এমন পারফরম্যান্স সত্যিই জাতিকে ভাবায়

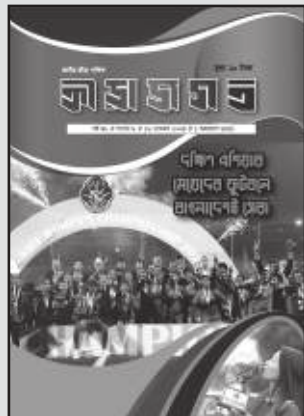
টেস্ট ক্রিকেটকে বলা হয় খেলোয়াড় কে পরিপক্ব সাহায্য করে এই টেস্ট বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস হিসাব করলে এখন ২৩ এই ২৩ বছরে আমরা টেস্ট সফল্য অর্জন করতে পারিনি, শুধু উল্লেখযোগ্যভাবে হয়তোবা বলতে গেলে কয়েক মাস আগে পাকিস্তানকে ঘরের মাঠিতে হোয়াইট ওয়াশ করাটাই হবে এদেশের টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সফল্য। বাইরের মাঠিতে নিউজিল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর বিপক্ষেও ম্যাচ জেতার অভিজ্ঞতা আমাদের থাকলেও তার ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখা আমাদের জন্য কেন জানি সম্ভবপর হয়ে উঠেনি পরবর্তী সময়গুলোতে, এটাই আমাদের সমস্যা। আর এখনো আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা যায়, এক সিরিজ ভালো খেললে তার পরবর্তী সিরিজে আবার বাজে পারফরম্যান্স করে বসে আমাদের খেলোয়াড়েরা। যেমন পাকিস্তান এর বিপক্ষে দারুণভাবে খেলে সিরিজ জিতে আসলেও তার পরবর্তী সিরিজ ভারতের বিপক্ষে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খুবই বাজেভাবে টেস্ট সিরিজে পরাজিত হয়েছে আমাদের ক্রিকেটাররা। যেটা জাতি কখনো আশা করেনি। বাংলাদেশ দল নিজের ভেন্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তো এমন খারাপ খেলেছে যার জন্য হাজারো দর্শক শ্রোতা খুবই মনে কষ্ট পেয়েছে। কেননা, বাংলাদেশ নিজ দেশে, নিজ মাঠিতে খেলা চলছিল তাই অনেক দর্শক গিয়েছিল খেলা দেখতে এবং প্রিয় দলকে সাপোর্ট করতে। কিন্তু দর্শকদের নিরাশ হতে হয়েছে শান্তদের এমন পারফরম্যান্সে। খেলাতে হারজিত রয়েছে তাই বলে এমন পারফরম্যান্স করে এই টেস্ট ক্রিকেটে হেরে বসবে তা কখনো কেউ আশা করেনি। টেস্ট ক্রিকেট যে ধৈর্যের খেলা তা আমাদের ব্যাটসম্যানরা প্রতিনিয়ত ভুলে যায় হয়তোবা তা না হলে এমন ব্যাটিং কেউ করতো না। তাই বিসিবি প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ রাখতেছি এই টেস্ট ক্রিকেট এর প্রতি একটু বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য। সবকিছুর পরিবর্তন ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে দেশে। তাই এই টেস্ট ক্রিকেটেও আমরা পরিবর্তন চাই, কিভাবে কি করলে, কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রাণের খেলা টেস্ট ক্রিকেট এগিয়ে যেতে পারবে তার জন্য একটু চেষ্টা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরোধ রাখতেছি দেশবাসীর পক্ষ থেকে। আশা করি সংশ্লিষ্ট সবাই এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখবেন

মোহাম্মদ হুজায়ফাহ মিয়া

ঠিকু ভিলা, টেক্সটাইল, বায়জিদ, চট্টগ্রাম ৪২০৯।



ক্রিকেট খেলার প্রাণ। একজন খেলোয়াড় হয়ে উঠতে পূর্ণ ক্রিকেট-এর মাধ্যমে। পায় ২০০০ সালে। প্রায় বছর পার হয়ে গেলে। ক্রিকেটে তেমন উল্লেখযোগ্য



১৬ নভেম্বর ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ



বাংলাদেশের ক্রিকেটে সমস্যা সর্বত্রই

বাংলাদেশের ক্রিকেটে সবখানেই। কিন্তু বাস্তবে দেশের ক্রিকেটে সব কাজক্ষিত সাফল্য না ঘনীভূত হয়েছে। এই এগিয়ে আসতে হবে ক্রিকেট



আশার কথা শোনা যায় তাঁর কতটাই অর্জিত হয়। সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও থাকায় সমস্যা যেন আরও সমস্যা সমাধানে শুধু বিসিবি নয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে। দীর্ঘদিন খেলে

ক্রিকেটের কোনো ফরম্যাটে অভিজ্ঞ হয়ে উঠার পর কোনো ক্রিকেটারকে দেওয়া হয় অধিনায়কের দায়িত্ব। এমন পরিস্থিতিতে ক্রিকেটাররাও অধিনায়কের দায়িত্ব নেন ভালো কিছু করার প্রত্যাশা নিয়ে। পরবর্তীতে তাঁর নেতৃত্বে দল ভালো কিছু করলেও তাদের পারফরম্যান্স হুমকির মধ্যে পরে যায়। এমন পর্যায়ে ক্রিকেটাররা আর অধিনায়কের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে চায় না। ক্রিকেটাররা অনেক আশা নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রত্যাশা জাগিয়ে থাকলেও পরবর্তীতে দায়িত্ব পালনে কেন এতো অনীহা আর অবহেলা। উদাহরণ হিসেবে আনা যায় মুমিনুল হক যিনি বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে একজন টেস্ট স্পেশালিস্ট। ক্রিকেটের অন্যান্য ফরম্যাটে তাঁকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও বাংলাদেশের টেস্ট একাদশে তিনি একজন নিয়মিত সদস্য। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট জিতে সেই দেশে ক্রিকেটের যেকোনো ফরম্যাটে প্রথমবারের মতো জয় পায়। ঠিক একইভাবে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে বাংলাদেশ পাকিস্তানে প্রথম টেস্ট জয় করে সিরিজ জিতলেও পরবর্তী সিরিজ গুলোতে দলের ব্যর্থতায় তার ক্যারিয়ারও যেন হুমকির মধ্যে পতিত হয়। তাই মুমিনুল হকের মতো তিনিও আর অধিনায়কের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে চান না। তাহলে কি বাংলাদেশের ক্রিকেটে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা ঝুঁকিপূর্ণ। এমন পরিণতি শুধু ক্রিকেটারদের মধ্যেই নয় বিদ্যমান আছে কোচদের মধ্যেও। প্রতিটি কোচই বাংলাদেশকে কিছু না কিছু সাফল্য এনে দিয়েছেন। ক্রিকেট সাফল্য-ব্যর্থতায় কোচদের নিয়েও অনেক কথা হয়। দলের সফলতায় তাদের অবদান বিশেষভাবে মূল্যায়িত হয় আর ব্যর্থতায় বিদায় নিতে হয় করুণভাবে। বারবার কোচ পরিবর্তন করায় দলের সাফল্য কতটা এসেছে তা ভেবে দেখা দরকার। আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাতনামা অনেক ক্রিকেটার বাংলাদেশের ক্রিকেটে কোচের দায়িত্ব পালন করায় বাংলাদেশের অনেক ক্রিকেটার তাদের থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের কেউ প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করতে চায় না। বিশ্বের অনেক দেশেই ক্রিকেটাররা নিজের ক্যারিয়ার শেষ করে পরে দেশের ক্রিকেটে কোচের দায়িত্ব পালন করে সাফল্য এনে দিয়েছেন। অথচ বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা বলেন, বাংলাদেশের কেউ দেশের ক্রিকেটে প্রধান কোচের দায়িত্ব পালনে যোগ্য নয়। তাহলে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা কবে দেশের ক্রিকেটে দায়িত্ব পালন করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্য দেশের ক্রিকেটে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রধান কোচ নিয়োগে সঠিক সিদ্ধান্ত বিসিবি প্রধানকেই নিতে হবে। দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যেও কিছু সমস্যা আছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেক আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটার আছে। বিশ্বের অনেক দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি গুলোতে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ডাক পাওয়ায় সহজেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্রিকেটার নিজের পছন্দের ফরম্যাটে খেলতে আগ্রহী। তারপরও তরুণ ক্রিকেটারদের ভিড়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা দলে জায়গা পান না। এতো সমস্যার বাইরেও ক্রিকেটের ব্যর্থতায় আরও কিছু কারণ বিদ্যমান। কখনও দলের পরাজয়ের পেছনে দায়ী করা হয় পিচকে। বিদেশে খেলতে গিয়ে দলের ব্যর্থতার জন্য প্রতিপক্ষের কন্ডিশনকে দায়ী করা হয়। সকল সীমাবদ্ধতাকে ছাঁপিয়ে দলের সাফল্যের জন্য সবাইকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশ যে লক্ষ্য নিয়ে খেলতে যায় তা অর্জিত হলেই যেন দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়। ক্রিকেটে সমস্যা শুধু যে বাংলাদেশেই তা নয়। শক্তিশালী দলগুলোর ক্রিকেটেও এমন সমস্যা বিদ্যমান। তাহলে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যাখ্যা ঊষধ দিবো কোথা বলে বিসিবি কে নিশ্চুপ থাকলে চলবে না। সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করতে হবে সবাইকেই। তখন সর্বত্রই সমস্যার মতো আসবে সর্বত্রই সমাধান।

তোহা বকর, প্রবাহ ভবন (টিএন্ডটি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত)

উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া।



নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ
ইউনুসের নেতৃত্বাধীন
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের
১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

জানিয়েছেন, ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে
জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। এ ক্ষেত্রে
কেউ যদি কোনো দুর্নীতি করে থাকেন, তাহলে
তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু
তা-ই নয়, এখন থেকে প্রতিটি ফেডারেশনকে
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট
রিপোর্ট দিতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনের এ অভিভাবক
আরও বলেন, জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের
মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে
উৎখাত করার পর খেলাধুলাসহ সব খাত থেকে
দুর্নীতি নিমূলে চেষ্টা করছে অন্তর্বর্তীকালীন
সরকার। গত ১৭ নভেম্বর ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে
সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে যুব
ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
এ কথা বলেন। তিনি জানান, ক্রীড়া ক্ষেত্রে
উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও ফেডারেশনগুলো
পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন কমিটির বিরুদ্ধে
অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ব্যবস্থা
নেওয়া হচ্ছে। এমন কী, নতুন কমিটি গঠন করে
সংকট ও স্থবিরতা নিরসনের চেষ্টা চলছে। ফলে



অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্রীড়ায় ১০০ দিন

মোরসালিন আহমেদ

আবারও নানা রকম খেলাধুলা মাঠে ফিরতে শুরু
করেছে। সবার মধ্যে স্বস্তি ফিরছে। ক্রীড়ার সঙ্গে
সম্পৃক্ত সবাই নতুন ক্রীড়াঙ্গন গড়ার স্বপ্ন দেখছেন।
পরিশেষে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্রীড়ায়
১০০ দিনের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলো তুলে
ধরেন।

স্পোর্টস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

খেলোয়াড়দের পিক পারফরম্যান্সের ধারা বজায়
রাখার স্বার্থে ১৮ আগস্ট বাংলাদেশ স্পোর্টস
ইনস্টিটিউট (বিএসআই) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা
হয়। অগ্রগতি: ২১ আগস্ট বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা
প্রণয়ন করার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন
করা হয়। বিকেএসপি আইন, ২০২০-এ নতুন
ধারা সংযোজনের মাধ্যমে রামু কেন্দ্রের জন্য জমি,
অবকাঠামো, জনবলসহ বিএসআইয়ের জন্য
বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রামু কেন্দ্রের
অবকাঠামো সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য
স্বল্পমেয়াদি ৬৫ কোটি টাকার একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত
করা হয়েছে। প্রস্তাবনা গঠিত কারিগরি কমিটি
আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে কক্সবাজারের
রামুতে বিকেএসপি সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে
চূড়ান্ত পরিকল্পনা দাখিল করবে।

বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অ্যাডহক
কমিটি গঠন
দেশের প্রতিটি বিভাগ/জেলা/উপজেলা ক্রীড়া

সংস্থার বিদ্যমান কমিটি ভেঙে দিয়ে ২১ আগস্ট
নতুন কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অগ্রগতি: ৩টি বিভাগীয় (খুলনা, রাজশাহী,
চট্টগ্রাম) ক্রীড়া সংস্থা, ১৯টি জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও
১২টি উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির
প্রস্তাব পাওয়া গেছে, যা অনুমোদনের জন্য
প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সার্চ কমিটি গঠন

ক্রীড়াঙ্গনে অসঙ্গতি অনুসন্ধান ২৯ আগস্ট
৫ সদস্যবিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করে
ফেডারেশনসমূহ সংস্কারের উদ্যোগ ঘোষণা
করা হয়। অগ্রগতি: ১০ সেপ্টেম্বর ৪৫টি ক্রীড়া
ফেডারেশনের সভাপতিকে অব্যাহতি/অপসারণ
করা হয়। সার্চ কমিটি ১-২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মোট
১২১টি বিশেষ সভা ও ৩১টি সাধারণ সভা করে।
এ ছাড়া উপদেষ্টার উপস্থিতিতে ২টি মতবিনিময়
সভা করা হয়। ইতিমধ্যে ৯টি ফেডারেশনের
(ব্রিজ, টেনিস, স্কোয়াশ, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস,
বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার, বাস্কেটবল, দাবা ও হকি)
বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক
কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট অ্যাডহক
কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সার্চ কমিটির কার্যক্রম
চলমান রয়েছে।

স্পোর্টস ভিলেজ

ঢাকার পূর্বাচলে মেগা প্রজেক্ট হিসেবে স্পোর্টস

ভিলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
এ-সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি চলমান রয়েছে।
যেখানে ৫৫টি ফেডারেশন সহাবস্থানের মাধ্যমে
সব ধরনের আধুনিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সুবিধা
পাবে।

স্টেডিয়াম সংস্কার

দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ৩০ কোটি ৫২ লক্ষ
টাকা ব্যয়ে ৪টি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম (মিরপুর
শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, সিলেট স্টেডিয়াম,
চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, এম
এ আজিজ স্টেডিয়াম) সংস্কারের কাজ চলমান
রয়েছে।

খেলার মাঠ উদ্বোধন

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের
জন্য জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পাশে 'শহীদ
ফারহান ফাইয়াজ' খেলার মাঠ ১৬ নভেম্বর
উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের সময় ক্রীড়া
উপদেষ্টা বলেন, 'জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে
যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ত্যাগ কখনো শোধ
করা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের সাধের মধ্যে
যতটা সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ আছে, সেটা
আমরা চেষ্টা করছি।'

স্টেডিয়ামের নামকরণ

বিভিন্ন সময় নির্মিত টাঙ্গাইল জেলা সদর ও কুষ্টিয়া

জেলা সদর স্টেডিয়ামের নামকরণ যথাক্রমে টাঙ্গাইলে শহিদ মারুফ স্টেডিয়াম এবং কুষ্টিয়ায় শহিদ আবরার ফাহাদ স্টেডিয়াম নামকরণ করা হয়।

স্টেডিয়াম সংলগ্ন দোকানসমূহের ভাড়া বরাদ্দবিষয়ক তদন্ত কমিটি

ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্টেডিয়াম এবং স্টেডিয়াম-সংলগ্ন বিভিন্ন মার্কেটের ভাড়া/বরাদ্দ-সংক্রান্ত ২২ সেপ্টেম্বর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ১২ নভেম্বর একটি রিপোর্ট দাখিল করে। তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিসিবি দিয়ে সংস্কার শুরু

ক্রীড়া উপদেষ্টা দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় মাত্র ১০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) সংস্কারের মধ্য দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে বড় পরিবর্তন এনে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। অনেকের ধারণা ছিল আলোচিত ক্রিকেট বোর্ডে সংস্কারে বিলম্ব হতে পারে! কিন্তু এ ধারণা ভুল প্রমাণিত করেন। সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসেবে দুজন পরিচালক পদে পরিবর্তন আনেন। সেই সঙ্গে সভাপতি পদে পরিবর্তন এসেছে। ২১ আগস্ট বিসিবির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন নাজমুল হাসান পাপন। কথা ছিল অনলাইনে যোগ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু সভা শুরুর আগে ই-মেইল করে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন এ সাবেক যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী। তাঁর পরিবর্তে নতুন বোর্ড প্রেসিডেন্ট হন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ। উল্লেখ্য, পাপন ২০১২ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। শুরুতে সরকার মনোনীত সভাপতি ছিলেন। এরপর ২০১৩ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি হন। ১২ বছর দায়িত্ব পালনের পর সভাপতি পদ থেকে বিদায় নেন। বিসিবির সংস্কারের মধ্য দিয়েই মূলত ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপর বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনেরও (বাফুফে) সংস্কারের জোর দাবি উঠেছিল। কিন্তু ফিফার বাধ্যবাধকতা থাকায় নির্বাচনের মাধ্যমে সাবেক ফুটবলার তাবিথ আউয়াল সভাপতি নির্বাচিত হন। এর আগে টানা ১৬ বছর সভাপতির পদে ছিলেন তারকা ফুটবলার কাজী সালাউদ্দিন। তিনি অবশ্য এবার নির্বাচনে অংশ নেননি।

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের অভূতপূর্ব সাফল্যে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা নারী দলকে সংবর্ধনা দেন। একই সঙ্গে নারী ফুটবলারদের নানা রকম সমস্যার কথা শুনে দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। এর আগে ৩১ আগস্ট নেপাল থেকে নারী দলের দেশে ফেরার দিন বাফুফে ভবনে ক্রীড়া উপদেষ্টা ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে এক কোটি টাকা

অর্থ পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এমন কি, ১১ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সেই অর্থের চেক পেয়ে যান সাবিনা খাতুনরা। উল্লেখ্য কাঠমান্ডুতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বাংলাদেশ ২-১ গোলে স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি শিরোপা অক্ষুণ্ণ রাখে। এ ছাড়া সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের মাটিতে স্বাগতিকদের প্রথমবারের মতো টেস্টে হোয়াইটওয়াশ করায় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলকে এমন অসাধারণ অর্জনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্রিকেট দলকে সম্মাননা জানান। শুধু তা-ই নয়, সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ক্রীড়া উপদেষ্টা চ্যাম্পিয়ন দল দেশে আসার দিনই সংবর্ধনার পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেন। যদিও ঘোষিত অর্থ পুরস্কার ফুটবলাররা তখন বন্যারতদের জন্য প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে প্রদান করেন।

খেলোয়াড়, সংগঠক, রেফারি ও কোচদের সঙ্গে মতবিনিময়

ক্রীড়া উপদেষ্টা ২৭ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগঠক, কোচ, রেফারি ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে তিনি বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন।

৩২ ফেডারেশনের অর্থ ছাড় স্থগিত

নিয়ম অনুযায়ী এনএসসিতে নির্ধারিত সময়ে অডিট রিপোর্ট জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ৩২টি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের অর্থছাড়

সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। নির্ধারিত সময়ে অবশ্য ২৩টি ফেডারেশনই অডিট রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। উল্লেখ্য, এনএসসি আইন ২০১৮ সালের ২৩ নম্বর ধারায় প্রতিটি ফেডারেশন-অ্যাসোসিয়েশনের আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী ও অডিট প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা থাকলেও এ বিষয়ে তেমন একটা মানা হতো না। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় অর্থছাড় স্থগিত করা হয়।

শহীদদের নামে উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণের ঘোষণা

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে 'শহীদদের' নামে উপজেলা পর্যায়ে ২২০টির বেশি স্টেডিয়াম স্থাপনের ঘোষণা করেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পাশে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য শহীদ ফারহান ফাইয়াজ খেলার মাঠ উদ্বোধন করতে এসে ১৬ অক্টোবর এ ঘোষণা দেন। তিনি জানান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এ স্টেডিয়ামগুলো স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিবিধ

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে 'ক্রীড়া সামগ্রী নীতিমালা-২০১৬' সংশোধনপূর্বক 'ক্রীড়া সামগ্রী নীতিমালা-২০২৪' প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখ্য যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া -এর যোগ্য নেতৃত্বে গত তিন মাসে ক্রীড়াঙ্গনে যেসব পরিবর্তন এসেছে, নতুনত্বের ছোঁয়া লেগেছে তাতে করে ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞ মহল আগামী দিনের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে ভীষণ আশাবাদী।

এএফসি থেকে স্বীকৃতি পেলেন গোলরক্ষক কোচ নয়ন

নিজের এবং দলের জন্য অনেকটা নীরবেই কাজ করে যাচ্ছেন নুরুজ্জামান নয়ন। সাবেক এই গোলরক্ষক কাজের দারুণ এক স্বীকৃতি পেয়েছেন। এশিয়ার ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) থেকে সম্মাননা পেয়েছেন। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের হয়ে দীর্ঘদিন ধরে গোলরক্ষক কোচের দায়িত্বে রয়েছেন। জাতীয় দলেও খন্ডকালীন সময়ের জন্য কাজ করেছেন। দেশের ফুটবলে অবদান রাখাই তার মূল লক্ষ্য। সে হিসেবে নুরুজ্জামান নয়নের লক্ষ্যটা অনেকটাই পরিষ্কার। দেশের সর্বোচ্চ গোলরক্ষক কোচ হওয়ার লক্ষ্যটাও তাঁর পুরোন। সেজন্য মাঠে-ময়দানে গোলরক্ষক কোচ হয়ে কাজ করার পাশাপাশি অর্জনের খাতায় একের পর এক ডিগ্রি অর্জন করে চলেছেন। শুধু কোচিংয়ের জন্যই নয়, এত সব ডিগ্রি লাভের পেছনে আরও একটি কারণ রয়েছে। সামনের সময়গুলোতে মানসম্পন্ন গোলরক্ষক তৈরিতে দারুণ ভূমিকা রাখতে চান। সবশেষ মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশের একমাত্র গোলরক্ষক হিসেবে এএফসি গোলকিপিং টিউটরস কোর্স করেছেন নয়ন। এরই মধ্যে সার্টিফিকেটও তাঁর হাতে চলে এসেছে। তারপরই নিজের লক্ষ্যটা



পরিষ্কার করেছেন।

খেলোয়াড়ী জীবন শেষে ২০১১ সাল থেকে সরাসরি কোচিংয়ে যুক্ত রয়েছেন নয়ন। বাংলাদেশের প্রথম গোলরক্ষক কোচ হিসেবে এএফসি এবি ও সি ডিপ্লোমা কোর্স করেছেন আগেই। এ ছাড়া কোচিংয়ে সাধারণ অন্য সমমানের একাধিক লাইসেন্সও রয়েছে তাঁর। বর্তমানে বসুন্ধরা কিংসের হয়ে কাজ করছেন, অভিজ্ঞতা আছে জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করারও। সবশেষ ভুটানে ছিলেন রাকি হোসেন-আনিসুর রহমান জিকোদের সঙ্গে।

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল



১৯৭০ সালে ইরানে আরসিডি টুর্নামেন্টে প্রতিপক্ষকে
ট্যাকল করছেন জাকারিয়া পিন্টু

চলে গেলেন কিংবদন্তি ফুটবলার জাকারিয়া পিন্টু

কাজী ইমরুল কবীর সুমন



এক জীবনে অনেক কিছু পেয়েছেন কিংবদন্তি ফুটবলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জাকারিয়া পিন্টু। দেশের সর্বোচ্চ ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ পেয়েছেন। পেয়েছেন ‘জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার’। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন। অধিনায়ক ছিলেন বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একমাত্র অংশগ্রহণকারী দল ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়তে ভারতের মাটিতে ফুটবল খেলে এ দলটি। এই দলের সব ফুটবলার গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধা। ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডের ৮ বারের ফুটবল অধিনায়ক ছিলেন। মোহামেডানের পরিচালক ছিলেন। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্রের। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্বও পালন করেন। জার্মানির বিশ্বকাপ লিজেড বেকেনবাওয়ারের সঙ্গে ছিল মধুর সম্পর্ক। বেকেনবাওয়ার এবং এডিডাসের সহযোগিতায় ‘পিন্টু ফুটবল একাডেমি’ গড়ে নতুন ফুটবলার তৈরিরও চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিশু-কিশোরদের কল্যাণে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এত কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরও জাকারিয়া পিন্টু ভুগেছেন অস্বস্তিতে। নিজের স্বীকৃতি ও পুরস্কারের চাইতেও তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল

দলটিকে। দলটির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন। সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে যোগাযোগ করেছেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। তাতে সফল হননি।

দেশের কিংবদন্তি এই ফুটবলারের বিদায় বেলায় অনেকেই তাঁর না পাওয়ার কথাগুলো সামনে তুলে আনেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে জাকারিয়া পিন্টু ভাইয়ের সেই অতৃপ্ত চাওয়ার কথা জানান তাঁর একমাত্র ছেলে তানভীর। সে কথার সূত্র ধরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি কবি হাসান হাফিজ ভাই বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি, এ বছর স্বাধীনতা পদক দেওয়ার সময় যেন ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অবদানের কথা স্মরণ করে দলটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেন মূল্যায়ন করা হয়। ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’ শুধু একটি দল নয়, এটি একটি ইনস্টিটিউশন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই দলটির স্বীকৃতি দিতে না পারলেও নির্বাচিত সরকার যেন দলটির স্বীকৃতি দেয় সে দাবিটি আমাদের থাকবে।’

‘আর আসা হবে না’। রাজধানীর তেজগাঁওয়ের ইন্দিরা রোডে জাকারিয়া পিন্টুর বাসার সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোগী প্রতাপ শঙ্কর হাজরা। ভেতরে গ্যারেজে লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়িতে শুয়ে ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু। পিন্টু ও প্রতাপ ছিলেন মানিকজোড়। সেই ১৯৬২ সাল থেকে একসঙ্গে ছিলেন। সম্পর্কের শুরু খেলার মাঠ থেকে।

এরপর মাঠের বাইরেও অব্যাহত থাকে। এবার জুটি ভেঙে গেল। প্রতাপ শঙ্কর বলেন, ‘আমার বন্ধুত্বের পুরো অংশটাই জুড়ে ছিলেন পিন্টু ভাই’। বয়সে একটু বড় হলেও প্রতাপ শঙ্করকে ফুটলের বিশুদ্ধ সঙ্গী বানিয়েছিলেন জাকারিয়া পিন্টু। কি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল, কি জাতীয় দল সব-জায়গাতেই দুজনেই একে অপরের পরিপূরক ছিলেন। নিজে অধিনায়ক না হয়ে বরং জাকারিয়া পিন্টুকে মোহামেডানের অধিনায়ক বানাতে গো ধরতেন। এমন দিনও গেছে, জাকারিয়া পিন্টুকে অধিনায়ক না বানাতে প্রতাপ শঙ্করসহ অনেকেই খেলবেন না বলে জেদ ধরতেন। প্রতাপ শঙ্কর শুধু নামে নয়, তাঁর গুনে সবাইকে প্রতাপের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতেন। স্বাধীনতার পর এই দুই মানিকজোড় মোহামেডান ছেড়ে অন্য দলে আর খেলেননি।

‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর সহ-অধিনায়ক ছিলেন প্রতাপ শঙ্কর হাজরা। ভারতের মাটিতে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন দুই বন্ধু। দেশ স্বাধীনের আগেই ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ান। সে ম্যাচগুলোয় পাওয়া অর্থ মুক্তিযোদ্ধা ফান্ডে দান করেন। ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর সেই অনুদানের অর্থে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র কেনা হয়। সেই অস্ত্রে হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেন। স্বাধীনতার পর ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর

ফুটলারদের বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বিএনপি সরকার। দলের দুজন ফুটবলার মো. জাকারিয়া পিন্টু ও কাজী সালাহউদ্দিনকে ‘স্বাধীনতা পদক’ দেওয়া হয়েছে। জাকারিয়া পিন্টু, প্রতাপ শঙ্কর হাজরা, আইনুল হক, কাজী সালাহউদ্দিন, মো. কায়কোবাদ, মেজর জেনারেল খন্দকার নূর উন নবী (অব.), কে এম নওশেরুজ্জামানসহ বেশ কয়েকজনকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তবে দলটির সম্মিলিত কোন স্বীকৃতি জোটেনি বলে আফসোস ছিল জাকারিয়া পিন্টুর। বেশ কয়েকবারই তিনি পুরো দলটির স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন।

কাজী সালাহউদ্দিন সভাপতি থাকাকালীন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন একবার দলটির সকল সদস্যকে সম্মাননা জানায়। এসব স্বীকৃতি আর মূল্যায়নের ধার ধারেন না প্রতাপ শঙ্কর হাজরা। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে, আমাদের যে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাতি স্বীকৃতি দিয়েছে, সেটাই অনেক বড় কথা। আমরা বিদেশের মাটিতে ফুটবল নিয়ে লড়াই করেছি। তবে, যাঁরা সরাসরি রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছেন, তাদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। তাদের অবদানের সঙ্গে অন্যদের ভূমিকা গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। আমরা আমাদের সামর্থ্য দেশের জন্য যা করেছি, তার চেয়ে প্রতিদান অনেক বেশি পেয়েছি’। এটা



১৯৬৩ সালে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন ঢাকা মোহামেডান দলে বসা বাঁ থেকে প্রথম জাকারিয়া পিন্টু

প্রতাপ শঙ্করের অভিমান না কষ্ট, বুঝতে পারা গেল না। এতদিন যে পিন্টুর সঙ্গে থেকে দলীয় স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেছেন, এখন তিনিই অন্য রকম কথা বলছেন। আসলে একটা বয়সে এসে এসব চাওয়া-পাওয়ার গুরুত্ব থাকে না।

বিএনপির শাসনামলে জাকারিয়া পিন্টু, প্রতাপ শঙ্কর হাজরারা চেষ্টা-তদবির করে ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর খেলোয়াড়দের গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেন।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে সম্মানজনক ভাতারও ব্যবস্থা করান। মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামের দোতলায় দলটির জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দও নেন। চেষ্টা করেন দলটির দলীয় স্বীকৃতি আদায়ের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল, ফায়ার সার্ভিসসহ অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারি স্বীকৃতি পেলেও ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর ভাগ্যে সেটা জুটেনি। আওয়ামী লীগ শাসনামলে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলটি কোনো সুবিধাই পায়নি। এই দলের সদস্য কাজী সালাহউদ্দিন দীর্ঘদিন ফুটবল ফেডারেশনের দায়িত্বে থাকলেও দলটিকে সরকারী স্বীকৃতি এনে দেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হননি।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে জাকারিয়া পিন্টুকে নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হয়েছে। এ জন্য একটা সময় তিনি ঘরের বাইরে যাওয়া কমিয়ে দেন। জাকারিয়া পিন্টুর ক্রীড়াবিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রকাশনা ও বই আছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় তাঁর বিশ্লেষণমূলক লেখাগুলো সবারই মনোযোগ কেড়ে নেয়।

জাকারিয়া পিন্টুর ছোট ভাই সাবেক ফুটবলার মঈন ভাই বলেন, ‘সবাই চলে যাচ্ছে একে একে। পিন্টু ভাই কি মাপের খেলোয়াড় ছিলেন, আমরা যাঁরা মাঠে তাঁর সঙ্গে খেলেছি, তাঁরাই সেটা বলতে পারব। অন্যদের সেটা উপলব্ধি করা কঠিন’।

জাকারিয়া পিন্টুর জানাজায় এসেছিলেন তাঁর অন্যতম সতীর্থ সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম। মোহামেডান ও পাকিস্তান জাতীয় দলে একসঙ্গে খেলেছেন তাঁরা। প্রিয় সতীর্থ পিন্টু সম্পর্কে হাফিজ বলেন, ‘তিনি ছিলেন মোহামেডানের চীনের প্রাচীর। মোহামেডান



একান্ত আলাপচারিতায় জাকারিয়া পিন্টু



১৯৬৯ সালে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন ঢাকা মোহাম্মেডান দলে দাঁড়ানো ডান থেকে তৃতীয় জাকারিয়া পিন্টু

ক্লাবের অনেক জয় ও ড্রয়ে ছিল তাঁর অবদান। তিনি কত বড় মাপের খেলোয়াড় ছিলেন, তা এই সময়ে অনেকের পক্ষে বোঝা খুব দুক্লহ। পাকিস্তান জাতীয় দলে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। পাকিস্তান দলের চেয়ে মোহাম্মেডানের জার্সিতে খেলা কঠিন ছিল। ফলে খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর উচ্চতা কোন পর্যায়ে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খেলার পাশাপাশি ব্যক্তি পিন্টুর বর্ণনাও দেন সাবেক

ফুটবলার হাফিজ উদ্দিন, ‘অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন পিন্টু ভাই। খুব ধর্মভীরুও ছিলেন।’

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান অগ্রজ পিন্টুকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে বলেন, ‘ষাটের দশক থেকে পিন্টু ভাইকে দেখেছি। তাঁর মতো সুশৃঙ্খল খেলোয়াড় বাংলাদেশে তেমন নেই। বর্তমান

সময় তো একেবারেই নেই।’

খেলা ছাড়লেও মোহাম্মেডান ক্লাবই ছিল জাকারিয়া পিন্টুর ভালোবাসার জায়গা। প্রবীণ বয়সেও মোহাম্মেডান ক্লাবে আসতেন প্রায় নিয়মিতই। মোহাম্মেডানের সাবেক সভাপতি মোসাদ্দেক আলী ফালু এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘সমর্থক থেকে আমি ক্লাবের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি অনেক দিন। পিন্টু ভাইয়ের ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা ছিল অন্য রকম। বৃদ্ধ বয়সে ক্লাবের সাফল্যে উৎসব করতেন, আবার খারাপ ফলাফলে বেদনাক্রান্ত হতেন।’

মোহাম্মেডানের সাবেক হকি খেলোয়াড় সাজেদ এ এ আদেল বলেন, ‘পিন্টু ভাই মোহাম্মেডান হকি দল নিয়েও নানা সময় নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি চাইতেন ষাটের দশকে ফুটবলের মতো সব ডিসিপ্লিনেই মোহাম্মেডান এক নম্বর থাকুক।’

তৃতীয় জানাজা শেষে মোহাম্মেডান ক্লাব থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরত্বে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বায়ুফে) ভবনে নেওয়া হয় জাকারিয়া পিন্টুর লাশ। সেখানেই অনুষ্ঠিত হয় তাঁর চতুর্থ জানাজা। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার উপস্থিতি থাকা কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি আসতে পারেননি, প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস জরুরি সভা ডাকায়। তবে সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ বায়ুফের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন জানাজায়। জানাজা শেষে বায়ুফে সম্মান জানিয়েছে জাতীয় দলের প্রথম অধিনায়ককে। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় দল বা জাকারিয়া পিন্টুর কোনো স্মৃতি বায়ুফে ভবনে নেই। বিষয়টি সমর্থন করে বায়ুফের



স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু ও সহ-অধিনায়ক প্রতাপ শঙ্কর হাজারা

নতুন সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘তিনি আমাদের ফুটবল অঙ্গনের অন্যতম কিংবদন্তি। বাফুফের নির্বাহী সভায় আমরা এটি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব’। বিশ্বের অনেক স্টেডিয়াম ও গ্যালারির নামকরণ হয় ওই দেশের কৃতি খেলোয়াড়দের নামে। বাংলাদেশে এই চর্চা খুবই কম। বাংলাদেশের কোনো ফুটবল স্থাপনায় পিন্টুর নাম ব্যবহার নিয়ে সরকারের কোটেই বল ঠেলে দিলেন বাফুফে সভাপতি, ‘স্টেডিয়ামগুলো সরকারের অধীনে। আমরা নির্বাহী সভায় আলোচনা করে এই বিষয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারি’।

বাফুফে ভবন থেকে দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয় পিন্টুর লাশ। অনুষ্ঠিত হয় তাঁর পঞ্চম ও শেষ জানাজা। জানাজায় মিডিয়া জগতের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই ক্লাবের অন্যতম সদস্য ছিলেন পিন্টু। ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল’-এর এই অধিনায়কের সতীর্থ ও সমবয়সী ছিলেন সাংবাদিক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। ঠিক মতো হাঁটতে না পারলেও প্রিয় বন্ধুর জানাজায় অংশ নিতে লাঠি ভর করে প্রেসক্লাবে চলে আসেন বর্ষীয়ান এই ক্রীড়া সাংবাদিক। জানাজা শেষে কামরুজ্জামান বলেন, ‘পিন্টু আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। আমরা একই বছরে (১৯৩৮ সালে) জন্মেছিলাম। যদিও সার্টিফিকেটে কম দেওয়া আছে আমাদের। ওর সঙ্গে ৬৭ বছরের সম্পর্ক আমার। ১৯৫৭ সালে এক সঙ্গে ফুটবল দলে খেলেছি। বিদেশেও খেলেছি। সবশেষ দুই সপ্তাহ আগেও প্রেসক্লাবে পিন্টুর সঙ্গে আমার

দেখা হয়েছিল। একসঙ্গে কত কথা বলেছি। পরে অবশ্য ওর ভাগ্নে নিয়ে গেছে অনেক কষ্টে। পৃথিবীতে জাকারিয়া পিন্টু একটাই জন্মেছিল। সেই পিন্টুও চলে গেল। মুক্তিযুদ্ধ যেমন গৌরবের, তেমনি পিন্টুও আমাদের গৌরবের। সেই গৌরব চলে গেল। আর ফিরে আসবে না’। সুপারস্টার হিসেবে জাকারিয়া পিন্টুকে উল্লেখ করেন বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের প্রথম অধিনায়ক, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আবাহনী লিমিটেড ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক আব্দুস সাদেক। তিনি বলেন, ‘জাকারিয়া পিন্টুর এই সাফল্যের ধারে কাছে কেউ যেতে পারবে না। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি’।

সোনালী অতীত ক্লাবের সাবেক সভাপতি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুটবলার হাসানুজ্জামান বাবলু বলেন, ‘লিজেন্ডরা কখনো মারা যান না। তাঁরা যুগে যুগে বেঁচে থাকেন তাঁদের কর্মে। জাকারিয়া পিন্টু ভাইও বেঁচে থাকবেন তাঁর অসামান্য কাজের জন্য’।

জাকারিয়া পিন্টুর শেষবিদায়ে অংশ নিতে পারেননি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব লিমিটেড ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মিজান উদ্দীন আহমেদ। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি। সেখান থেকেই ফোনে বলেন, ‘পিন্টু ভাই স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলটির স্বীকৃতি আদায়ের জন্য

এমন কেউ নেই, যাঁর কাছে যাননি। দুর্ভাগ্য, জীবদ্দশায় তিনি দলটির স্বীকৃতি আদায় করে যেতে পারেননি। তবে তিনি দলের খেলোয়াড়দের গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে দিয়ে যান। এমনকি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্রের তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন’।

জাকারিয়া পিন্টুর হৃদযন্ত্রের সমস্যা ছিল। বাইপাস করা ছিল হাটে। বয়সের কারণে শরীরও ভেঙে পড়ছিল। শেষ দিকে খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ল্যাবএইড হাসপাতালে নেওয়া হয়। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। আবার সমস্যা দেখা দিলে কদিন পর নেওয়া হয় ধানমন্ডির ইবনে সিনা হাসপাতালে। সেখানে জানা যায় লিভার ও কিডনিতেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে জটিল পরিস্থিতি। এ অবস্থায় আর সারভাইভ করতে পারলেন না। চিকিৎসকদের ভাষ্যমতে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের বিশেষ সম্মানিত স্থানে দাফন করা হয় জাকারিয়া পিন্টুকে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নির্দেশে এই স্থানটি বরাদ্দের ব্যবস্থা করে দেন তাঁর প্রেস সেক্রেটারি মো. শফিকুল আলম। পাঁচটি জানাজা শেষে মিরপুরে দাফন করা হয় জাকারিয়া পিন্টুকে। মোহাম্মেডান ক্লাবে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জানাজার আগে রাষ্ট্রীয়ভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জাকারিয়া পিন্টুকে।

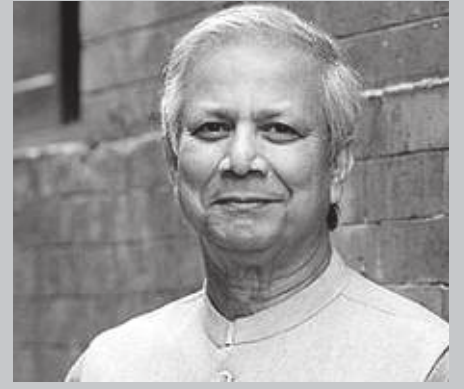
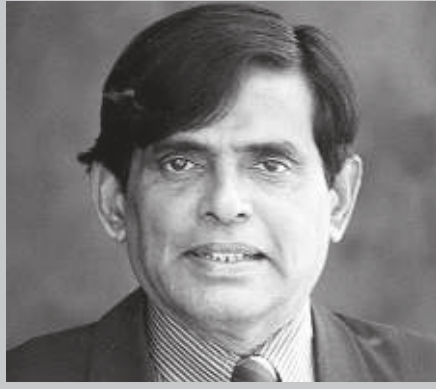


স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের নেতৃত্ব দেন জাকারিয়া পিন্টু



তখনও পরিচয় হয়নি। গত শতকের মাঝ সত্তরে, স্কুল জীবন শেষ করেছি। টাঙ্গাইল লিগে আমাদের ইস্ট ইন্ড ক্লাবের খেলা। ছোট মামা (ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা খন্দকার রফিকুল আলম)

ডেকে বললেন, নতুন ফ্ল্যাগ বানাতে হবে। এবং স্টেডিয়ামে দিয়ে আসবে। কাজটা তুমি করবে। নতুন ফ্ল্যাগ বানিয়ে গিয়েছি স্টেডিয়ামে। সংস্থার কর্মচারী দেখে বললো ভাই, আপনাদের প্রতিপক্ষ দলের সবাই ঢাকার প্লয়ার। জাতীয় দলের ফুটবলার। সবার নাম জানি না। তবে, জাকারিয়া পিন্টু এসেছেন। একটি বড় ব্যাগ নিয়ে আসবেন, অনেক গোল খেতে হবে। ব্যাগে ভরে নিয়ে যাবেন। বললাম, তাই। আজ ক্লাবের ফ্ল্যাগটা আমি উড়াবো। ফ্ল্যাগ উড়িয়ে বললাম, ওদের বলো জমাট ম্যাচ হবে। আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। ম্যাচ হারবো না। তরুণ প্রাণের আবেগ আর ক্লাবের প্রতি মমতা ঢেলে জোড় গলায় বলে ফিরে এসেছি। ক'জন প্লয়ার আগে ভাগে এসে গেছে। খাবার খেয়ে তৈরি হচ্ছে। বললাম, সেরা ম্যাচ খেলতে হবে। ওদের দলে সব তারকা ফুটবলার। তাদের বিরুদ্ধে ভালো খেলে নজর কাড়তে হবে। ঢাকা লিগে খেলার সুযোগ তৈরি করতে হবে। তখন জেলা লিগের ভালো পারফরমারদের ঢাকা লিগের ক্লাবগুলো তুলে আনতো। টাঙ্গাইল লিগে আমাদের ইস্ট ইন্ড ক্লাব ও কালেক্টরেট একাদশ (ডিসি একাদশ) দারুণ ম্যাচটি ছিল ১৯৭৬ সালের এক সুন্দর বিকেলে। হাজার হাজার ফুটবল অনুরাগী ভির জমিয়েছে। সকাল থেকে শহর জুরে মাইকে খেলার কথা জানিয়েছে।



প্রধান উপদেষ্টার শোক প্রকাশ

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাসস জানায়, এক শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকারিয়া পিন্টু হাসপাতালে মারা গেছেন জানতে পেরে আমি মর্মান্বিত ও শোকাহত’।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের কিংবদন্তি অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু ১৯৭১ সালে যুদ্ধকালীন সরকারের জন্য অর্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন সংগ্রহের জন্য ভারতজুড়ে ছুটে বেড়িয়েছেন। তিনি যখন মাঠে খেলতেন না, তখনও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মুখ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন’।

‘স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হন। কিংবদন্তি এ খেলোয়াড় সেন্ট্রাল ব্যাক পজিশনে খেলতেন, একইসঙ্গে তিনি লাল-সবুজ জার্সিতে একজন অসাধারণ ডিফেন্ডার ছিলেন। দুই দশকের ক্যারিয়ার শেষ করার পর দেশের ক্রীড়া অঙ্গনকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেন তিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন পুরোদস্তুর স্পোর্টসম্যান’। ‘আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং ক্রীড়া অঙ্গনের সংশ্লিষ্টজন, যাদের কাছে জাকারিয়া পিন্টু একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি ছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমার সমবেদনা’।

জাকারিয়া পিন্টুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

প্রতিপক্ষে জাকারিয়া পিন্টু

দিলু খন্দকার

আর ঘোষক ডিসি একাদশে জাকারিয়া পিন্টু খেলবেন জানাতে ভুল করেননি। সাথে একঝাঁক তারকা ফুটবলার। সবার নাম বলে বলে ফুটবল প্রিয়দের মাঠে টানার চেষ্টা করছেন। আমাদের ক্লাবের পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিন্টু বাটু আশরাফ নীলু নওশেরের নাম বলে গেলো। আমাদের তরুণ ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেলো, লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে গেলো প্রতিপক্ষের তারকাদের নাম শুনে শুনে। সময় গড়িয়ে গেলো। রেজিস্ট্রি পাড়ার ক্লাব আঙ্গিনা থেকে রিক্সায় ক’মিনিটের রাস্তা স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামের রাস্তায় দর্শকের ঢল। হাজারো দর্শকের ভির ঠেলে স্টেডিয়ামে এসে অবাক। স্টেডিয়াম প্রায় পূর্ণ। হাজার হাজার দর্শক। তারকায় ঠাসা কালেক্টরেট একাদশের গোলপোস্টের নিচে দেশ সেরা কিপার সান্টু, ডিফেন্সে জাকারিয়া পিন্টু, আইনুল, আশরাফ, বাটু, মোকশেদ। মাঝমাঠে রামা, ভানু, শরীফ, শংকর। আর পুরোভাগে নীলু, নওশের। অন্য দিকে ইস্ট ইন্ড ক্লাবের জার্সি গায়ে রফিকুল আলম, বুলবুল হায়দার, তাবলিক, নজরুল, তাহের, বাবুল খান, আব্দুল হক, দুলাল চৌধুরী, পলু। হাজারো অনুরাগীর উপস্থিতি ম্যাচের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। তারকায় ঠাসা দলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আর আক্রমণে তরুণ

ফুটবলারদের উৎসাহিত করে। অনুপ্রাণিত করে। কালেক্টরেট দলকে পেছন থেকে নেতৃত্ব দেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু। ডিসি একাদশ লিড নেয় ঢাকা লিগের তুখোর ফরোয়ার্ড নীলুর দর্শনীয় হেডে ১-০। কিন্তু মাঠ জুড়ে দাপট তরুণদের, ইস্ট ইন্ড ক্লাবের। গোল হজম করে দমে না গিয়ে আক্রমণের ঝাঁক ঢেলে দেয় পিন্টুর রক্ষণদুর্গে। এবং জোরালো কাউন্টার অ্যাটাক থেকে তারকায় ঠাসা দলের গোলমুখে বাবুলের ভাসিয়ে দেওয়া বলে চোখ ধাঁধানো হেডে আব্দুল হক বল জালে রাখেন দেশ সেরা কিপার সান্টুকে অসহায় করে গো ...ও....ল, ১-১। খেলায় সমতা। পুরো মাঠ যেনো একসাথে বাহবা জানায় তরুণ ফুটবলারদের। এরপর আর গোল হয়নি। রেফারির লম্বা বাঁশি ঘোষণা করে ম্যাচ শেষ হয়। একটু পর জাকারিয়া পিন্টু এসে বাহবা জানান তাবলিক তাহের পলুদের। উঠতি ফুটবলারদের। আগামী প্রজন্মের তরুণ ফুটলারদের। এবং ঢাকায় গিয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ করার কথা বলেন। খুব কাছ থেকে দেখে বেশ অবাক হয়েছি, তারকা ফুটবলার রাখ ঢাক না করে আমাদের মাঝে এসে সবার সাথে কথা বলেন। ভালো খেলার তারিফ করলেন। সেদিন তারকা ফুটলার পিন্টুর এমন আস্থানে অবাক হয়েছি।

এরপর, জাকারিয়া পিন্টুর অনেক ম্যাচ দেখেছি ঢাকা স্টেডিয়ামে মোহামেডানের সাদা কালো জার্সি গায়ে। তারপর অনেক বার দেখা আর কথা হয়েছে পিন্টু ভাইয়ের সাথে। দিনে দিনে সখ্যতা বেড়েছে। মোহামেডান ক্লাব, ফুটবল ফেডারেশন, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, ক্রীড়া জগত, দৈনিক বাংলা, প্রেস ক্লাব, বিএসজেএ, বিএসপিএ এবং তার বাসার ড্রয়িং রুমে গল্প আর আড্ডায় সব সময় জাকারিয়া পিন্টু আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। আন্তরিকতা আর মমতা ঢেলে দিয়ে কথা বলেছেন। আলোচনার পুরোটা ফুটবল নিয়ে। প্রচণ্ড স্মৃতি শক্তি, বিভিন্ন ম্যাচের কথা বলে দিতেন। যখনই সময় পেয়েছি শুনেছি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের গল্প। আবেগ আপ্ত সংগ্রামের কথা বিশ্বাসীর সামনে তুলে ধরার কাজে ফুটবলারদের যে বিরাট অবদান, সে জন্য ফুটবল যোদ্ধাদের কাছে বাঙালি চিরকাল স্মরণ করবে। আর সে দলের অধিনায়ক হিসেবে জাকারিয়া পিন্টু, অমর হয়ে থাকবেন। ফুটবল ও ঢাকা মোহামেডানের প্রতি পিন্টু ভাইয়ের প্রগাঢ়, প্রেম, তা অনন্য। তবে, ফুটবল অস্ত্রাণ ও ভীষণ সাদামাটা অসাধারণ ফুটবলার পিন্টু ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রায় তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

একনজরে জাকারিয়া পিন্টু

নাম : জাকারিয়া পিন্টু

জন্মতারিখ : ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি
(সনদপত্র অনুসারে)

জন্মস্থান : নওগাঁ

সন্তান : এক ছেলে তিন মেয়ে

স্কুল জীবন : নওগাঁ শহরের কৃষ্ণদেব হাইস্কুল এবং
বরিশালের মঠবাড়িয়া হাইস্কুল

প্রথম কোচ : ওস্তাদ গোলাম কিবরিয়া

প্রথম অধিনায়ক : ১৯৫৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র
অবস্থায় আন্তঃস্কুল দলে অধিনায়ক

পজিশন : রক্ষণভাগ

কলেজ জীবন : ১৯৫৮ সালে ভর্তি হন ঢাকার জগন্নাথ
কলেজে। তাঁর নেতৃত্বে জগন্নাথ কলেজ আন্তঃকলেজ
প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং গভর্নরস কাপ স্যার এফ
রহমান শিল্ড জয় করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন : ১৯৬০ সালে বরিশাল বিএম
কলেজে স্নাতকে ভর্তি হন। তাঁর নেতৃত্বে বিএম
কলেজ শের-এ-বাংলা শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন এবং
আন্তঃকলেজ ফুটবলে রানার্সআপ হয়। ১৯৬৮ সালে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়
ফুটবল দল এবং সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল
দলের অধিনায়ক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত
বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট পাকিস্তান জোনে চ্যাম্পিয়ন হয়।

প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ : ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয়
বিভাগের ফুটবল দল ইস্টএন্ড ক্লাবের ট্রায়ালে আমন্ত্রণ
পান। ট্রায়ালে তাঁর খেলায় মুগ্ধ হয়ে প্রথম বিভাগে
খেলার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে
ইস্টএন্ড ক্লাবের হয়ে খেলেন। ১৯৫৮ সালে যোগ দেন
ঢাকা ওয়াডারার্সে। তিন বছর ওয়াডারার্সে খেলেন হাফ
ব্যাক হিসেবে। ১৯৬০ সালে ওয়াডারার্স ঢাকা লিগে
চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৬১ সালে যোগ দেন মোহামেডান
স্পোর্টিং ক্লাবে। প্রথম বছরেই মোহামেডান লিগ,
স্বাধীনতা দিবস ও বরিশালের শের-এ-বাংলা শিল্ডে
চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মোহামেডানে
একটানা খেলেন। এর মধ্যে মোহামেডান ১৯৬১,
১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৬৯ ও ১৯৭৫ সালে
লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া মোহামেডান আগা
খান গোল্ডকাপে ১৯৬৪ ও ১৯৬৮ সালে চ্যাম্পিয়ন
হয়। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন
মোহামেডানের অধিনায়ক। মোহামেডানের স্টপার
হিসেবে খেলেই বেশি পরিচিতি পেয়েছেন।

জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ : ১৯৬০ সালে পূর্ব
পাকিস্তান দলের হয়ে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে
প্রথমবার অংশ নেন। করাচিতে অনুষ্ঠিত এ
প্রতিযোগিতায় প্রথমবার পূর্ব পাকিস্তান দল চ্যাম্পিয়ন
হয়।

পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দল : ১৯৬২ সালে এশিয়ান
যুব ফুটবলে খেলার জন্য পাকিস্তান দলে ডাক পেলেও
যাওয়া হয়নি। ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ফুটবল
দলের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান
জাতীয় দলে খেলার গৌরব অর্জন করেন। পাকিস্তান
দলের হয়ে তুরস্কের আরসিডি ট্রফি খেলেন। ১৯৭০



সালে নেপালে কিং মহেন্দ্র কাপ ফুটবলে পূর্ব
পাকিস্তান দলের নেতৃত্ব দেন। সেবারই
প্রথম পূর্ব পাকিস্তান দল বিদেশ থেকে কাপ
জিতে সক্ষম হয়। ইরানের তেহরানে
অনুষ্ঠিত ফ্রেন্ডশিপ কাপে অংশ নেন।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ
শুরু হলে কোলকাতায় গঠিত 'বাংলাদেশ একাদশ' তথা
'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'-এর অধিনায়ক ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল : ১৯৭২ সালের ১৩
ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি একাদশ এবং বাংলাদেশ একাদশের
মধ্যে ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রথম ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত
হয়। বাংলাদেশ একাদশের নেতৃত্ব দেন। সফরকারী
কোলকাতা মোহনবাগানের সঙ্গে খেলায় বাংলাদেশ
নির্বাচিত একাদশের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৭২ সালেই
আসামের গৌহাটিতে সর্বভারতীয় লোকপ্রিয় বরদুলাই
শীল্ড ফুটবলে তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা একাদশ অংশ নেয়।
ওই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হন। ১৯৭৩ সালে
মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ১৯তম মারদেকা ফুটবল
প্রতিযোগিতায় প্রথমবার অংশ নেয় বাংলাদেশ জাতীয়
ফুটবল দল। এই দলেরও অধিনায়কত্ব করার গৌরব
অর্জন করেন।

প্রশিক্ষক : ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে কিছুদিন মোহামেডান
স্পোর্টিং ক্লাবের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফুটবল প্রশিক্ষকের
ওপর স্বল্পমেয়াদি ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে
বাংলাদেশ সফরকারী দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে প্রীতি
ফুটবল ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ ছিলেন।

সংগঠক : ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ফুটবল
ফেডারেশনের (বাবুফে) যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। এ
ছাড়া বিভিন্ন সময় বাবুফের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব
পালন করেন। ১৯৮০ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ৭ম
এশিয়ান কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী
বাংলাদেশ জাতীয় দলের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯৮০
থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের
পরিচালক (ক্রীড়া) ছিলেন। এ ছাড়া সাফ গেমস,
বাংলাদেশ গেমস, অলিম্পিক ডে রানের বিভিন্ন
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য
হচ্ছে ১৯৯৫ সালে ভারতের মাদ্রাজে সপ্তম সাফ
গেমসে এবং ২০০৪ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে
নবম সাফ গেমসে বাংলাদেশ কন্টিনেন্টের ডেপুটি
শেফ-ডি-মিশন ছিলেন। ১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত
ষষ্ঠ সাফ গেমস এবং ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ বাংলাদেশ
গেমসে গেমস মশাল বহন ও প্রজ্জ্বলন করেন। ১৯৮৪
সালে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমস, ১৯৯১ সালে
শীল্ডার কলম্বোয় পঞ্চম সাফ গেমস, ১৯৯৩ সালে
জাপানে প্রি-অলিম্পিকে ফুটবল টুর্নামেন্ট, ১৯৯৪
সালে জাপানের হিরোশিমায় দ্বাদশ এশিয়ান গেমসে
অফিশিয়াল অবজারভার ছিলাম। জাতীয় ক্রীড়া
পুরস্কার বাছাই কমিটির একজন সদস্য।

পুরস্কার ও সম্মাননা : ১৯৭৮ সালে জাতীয় ক্রীড়া
পুরস্কার এবং ১৯৯৫ সালে দেশের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি
স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া অসংখ্য
পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।



১০ হাজারি ক্লাবে মুমিনুল

মো. মুলতানুর রহমান

মোট ১০০১৬ রান, গড় ৩৯.৪৩, সেঞ্চুরি ২৯, হাফ সেঞ্চুরি ৪৬, সর্বোচ্চ ২৫৮)। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রান পূর্ণ করতে তুষার ইমরানের লেগেছিল ১৫৪ ম্যাচের ৩০৭ ইনিংস, নাসিম ইসলামের ১৬৪ ম্যাচের ২৭৮ ইনিংস। দ্রুততম হিসেবে মুমিনুল ১৫২ ম্যাচের ২৬৭ ইনিংসে ওই মাইলফলক ছুঁয়েছেন। যেখানে শুধু টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর রান ৪৪১২ (৬৮ ম্যাচের ১২৭ ইনিংসে, গড় ৩৭.৭০, সেঞ্চুরি ১৩, হাফ সেঞ্চুরি ২১, সর্বোচ্চ ১৮১)। বড় কোনো ইনজুরিতে না পড়লে বয়স ও ফর্ম বিবেচনায় ফাস্ট ক্লাস ক্রিকেটে তুষার ইমরানকে ছাপিয়ে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চূড়ায় স্থান করে নেওয়া মুমিনুলের পক্ষে মোটেও অসম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ৯ হাজার রানের মাইলফলক পেরিয়েছেন আরও ৫ জন-মার্শাল আইয়ুব (১৬৭ ম্যাচে ৯৫৮৩), শামসুর রহমান শুভ (১৫৩ ম্যাচে ৯৩৮০), অলক কাপালি (১৭২ ম্যাচে ৯১৩৮), মোহাম্মদ আশরাফুল (১৮৩ ম্যাচে ৯১১২) ও ফরহাদ হোসেন (১৬১ ম্যাচে ৯০৬৫)। প্রায় ৩৬ বছর বয়সী মার্শাল ও শামসুর এখনো খেলে যাচ্ছেন এবং অলক, আশরাফুল ও ফরহাদ অবসর নিয়েছেন।

যেখানে মুমিনুল অষ্টম...

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজারের মতো একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও অন্য একটা মাইলফলক পেরিয়েছেন মুমিনুল হক। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি; তিন সংস্করণ মিলিয়ে অষ্টম বাংলাদেশি খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০০০ রানের ল্যান্ডমার্ক স্পর্শ করেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। মুমিনুলের (১০২ ম্যাচের ১৫৭ ইনিংসে ৫০২৯ রান, গড় ৩৪.৬৮) আগে লাল-সবুজ দলের হয়ে ওই মাইলফলক অতিক্রম করা ৭ জন ব্যাটসম্যান হলেন- মুশফিকুর রহিম (৪৬৮ ম্যাচের ৫২১ ইনিংসে ১৫৩০০ রান, গড় ৩৪.১৫), তামিম ইকবাল (৩৮৭ ম্যাচের ৪৪৮ ইনিংসে ১৫১৯২ রান, গড় ৩৫.৪১), সাকিব আল হাসান (৪৪৭ ম্যাচের ৪৯১ ইনিংসে ১৪৭৩০ রান, গড় ৩৩.৮৬), মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (৪২৬ ম্যাচের ৪২৯ ইনিংসে ১০৮৪৭ রান, গড় ৩১.৪৪), লিটন কুমার দাস (২৩০ ম্যাচের ২৬২ ইনিংসে ৭৩২৮ রান, গড় ২৯.৪২), মোহাম্মদ আশরাফুল (২৫৯ ম্যাচের ৩১০ ইনিংসে ৬৬৫৫ রান, গড় ২২.৭৯) ও হাবিবুল বাশার সুমন (১৬১ ম্যাচের ২০৪ ইনিংসে ৫১৯৪ রান, গড় ২৬.২৩)।

(এই প্রতিবেদনের সব পরিসংখ্যান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় টেস্টের আগপর্যন্ত)

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নামের পাশে ৯৯৫৫ রান নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেছিলেন মুমিনুল হক। অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে ক্যারিবীয় বোলারদের সামলে প্রথম ইনিংসে ৫০ রান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১১ রানে আউট হয়ে যান ৩৩ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। প্রথম ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি করার পথে ব্যক্তিগত ৪৫ রানের মাথায় ফাস্ট ক্লাস ক্রিকেটে মুমিনুলের ক্যারিয়ারের মোট রান সংখ্যা স্পর্শ করে পাঁচ অঙ্কের কোটা। তুষার ইমরান ও নাসিম ইসলামের পর বাংলাদেশের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে লঙ্গার ভার্শন তথা লাল বলের ক্রিকেটে ১০ হাজার রান ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়ার প্রথম ইতিহাস গড়েছিলেন তুষার ইমরান। ২০১৮ সালের ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের (বিসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে দক্ষিণাঞ্চলের জার্সি গায়ে মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে বিকেএসপির ৩ নম্বর মাঠে সেঞ্চুরি করার পথে ওই কীর্তি গড়েছিলেন তিনি। ২০২১ সালে পেশাদার ক্রিকেট ক্যারিয়ার শেষ করা তুষারের নামের পাশে ফাস্ট ক্লাস ক্রিকেটে লেখা রয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ১১৯৭২ রান (১৮২ ম্যাচের ৩০৭ ইনিংসে, গড় ৪২.৭৫, সেঞ্চুরি ৩২, হাফ সেঞ্চুরি ৬৩, সর্বোচ্চ ২২০)। স্টাইলিস্ট এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান এর মধ্যে ২০০২ থেকে ২০০৭ সময়কালে অনিয়মিতভাবে বাংলাদেশের হয়ে



খেলেছেন ৫টি টেস্ট, যদিও ব্যাট হাতে মোটেই সামর্থ্য ও সম্ভাবনার বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারেননি (৫ ম্যাচের ১০ ইনিংসে ৮.৯০ গড়ে ৮৯ রান, সর্বোচ্চ ২৮)।

গত বছরের ৩ নভেম্বর তুষার ইমরানের পাশে নাম লেখান নাসিম ইসলাম। ঢাকা মহানগরের হয়ে খেলা নাসিম জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) চতুর্থ রাউন্ডে সিলেট বিভাগের বিপক্ষে কক্সবাজারে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করেন। প্রায় ৩৮ বছর বয়সী এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান এখনো খেলছেন। এবারের এনসিএলে রংপুর বিভাগের হয়ে খেলা নাসিমের ফাস্ট ক্যারিয়ারের রান ১১ হাজার ছুঁই ছুঁই (১৭৮ ম্যাচের ২৮৯ ইনিংসে ১০৯৩৫ রান, গড় ৪২.৮৮, সেঞ্চুরি ৩৩, হাফ সেঞ্চুরি ৪৭, সর্বোচ্চ ২২১)। বাংলাদেশের জার্সি গায়ে ৮ টেস্ট (১৫ ইনিংসে ৩২.০০ গড়ে ৪১৬ রান, সেঞ্চুরি ১, হাফ সেঞ্চুরি ১, সর্বোচ্চ ১০৮) খেলেছেন তিনি। ২০১২ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিজের সর্বশেষ সিরিজে সেঞ্চুরি (মিরপুরে প্রথম ইনিংসে ২৫৫ বলে ১০৮) করার পর ইনজুরির কারণে সেই যে বাদ পড়েন, এরপর 'রহস্যজনক' কারণে আর কখনোই ডাক পাননি। ঘরোয়া ক্রিকেটে বছরের পর বছর রানবন্যা বইয়ে দেওয়ার পরও নাসিম ইসলামকে আর টেস্ট দলে সুযোগ না দেওয়া বাংলাদেশের ক্রিকেটের অন্তত আক্ষেপগুলোর একটি।

একটা ক্ষেত্রে অবশ্য পূর্বসূরি দুজনকে ছাপিয়ে গেছেন মুমিনুল হক (১৫২ ম্যাচের ২৬৮ ইনিংসে

‘ফাইফার’ অর্জনে উদ্ভাসিত তাসকিন

মো. মনির উদ্দিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম
হেরেছে বাংলাদেশ।
কষ্টের অর্জনে হেলায় ব্যর্থ
ব্যাটসম্যানরা। অ্যান্টিগা
বাংলাদেশের আশার আলো
আহমেদ। ডানহাতি এই
প্রথমবারের মতো
‘ফাইফার’-এর
প্রথম ইনিংসেও
২৬ ওভারে ৭৬ রান
ইন্ডিজের প্রথম ২
রিচার্ডস স্টেডিয়ামে
বুঝি সব চমক জমা
চতুর্থ দিন সকালে
ব্যাটিংয়ে না
স্বাগতিকদের
আমন্ত্রণ

ছড়াতে
পেসার।
গতি,

জুড়ানো

বোলিং করেন
মিকাইল লুইসকে
ইন্ডিজের ইনিংসে
পর কেয়ার রোচকে
মাত্র ১৫২ রানে গুটিয়ে
এর মধ্যে তাসকিনের শিকারে
কাভিম হজ, জাস্টিন গ্রিভস ও
‘আধা ডজন উইকেট’ বুলিতে পুরে

টেস্টে বড় ব্যবধানই
টাইগার বোলারদের
করে দিয়েছেন স্বীকৃত
টেস্টে হতাশার মধ্যে
জ্বালিয়েছেন তাসকিন
পেসার টেস্ট ক্যারিয়ারে
পেয়েছেন আকাজক্ষিত
দেখা।

ভালো বল করেছিলেন,
দিয়ে দখল করেন ওয়েস্ট
উইকেট। স্যার ভিভিয়ান
দ্বিতীয় ইনিংসের জন্যই
রেখেছিলেন তাসকিন।
বাংলাদেশ নিজেরা
নেমে ইনিংস ঘোষণা করে
দ্বিতীয় দফায় ব্যাটিংয়ের
জানালাে শুরু থেকেই ক্যারিবিয়
ব্যাটসম্যানদের সামনে আতঙ্ক

থাকেন এই ডানহাতি
অনুকূল কন্ডিশনে
সুইং আর বাউন্সের
প্রদর্শনীতে চোখ
তাসকিন। ওপেনার
আউট করে ওয়েস্ট
ধস নামানোর সূচনা
ফিরিয়ে স্বাগতিকদের
দিয়ে তবেই থামেন।
পরিণত হন কেসি কার্টি,
সামার জোসেফ। একাই
নেওয়ার পর সব



মিলিয়ে তাঁর বোলিং ফিগার দাঁড়ায় ১৪.১-১-৬৪-৬। দেশের বাইরে বাংলাদেশের
তৃতীয় সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড এটি। দিনশেষে তাসকিন বলছিলেন, ‘অবশ্যই
এটা আমার জন্য খুব স্পেশাল। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথমবার ৫ উইকেট পেলাম।
আগেও কয়েকবার সুযোগ ছিল, কিন্তু ৫ উইকেট পূরণ করতে পারিনি। এটি তাই
আমার জন্য খুবই স্পেশাল।’

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটনে টেস্ট অভিষেকের
পর এই সংস্করণে আট বছরের ক্যারিয়ারে ১৬তম ম্যাচের ৩০তম ইনিংসে এবারই
প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটের দেখা পেলেন তাসকিন। অবশ্য এর আগে ৩ বার
নিয়োজিত ইনিংসে ৪ উইকেট (২০২১ সালে এপ্রিল-মে মাসে পাল্লেকলে টেস্টে
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৩৪.২-৭-১২৭-৪, ২০২১ সালের জুনে জিম্বাবুয়ের
বিপক্ষে হারারে টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪-৪-৮২-৪ এবং ২০২৩ সালের
জুনে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯-২-
৩৭-৪)।

২০১৪ সালের জুনে মিরপুরে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেকেই
৫ উইকেট নেওয়া তাসকিন ২০২২ সালের মার্চে সেম্বুরিয়েনে দক্ষিণ
আফ্রিকায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ের দিনেও
পেয়েছিলেন ৫ উইকেট। এ ছাড়া বাংলাদেশের জার্সি গায়ে টি-টোয়েন্টিতে
২ বার শিকার করেছেন ৪ উইকেট করে (২০২২ সালের অক্টোবরে হোবার্টে
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-০-২৫-৪ ও ২০২৩ সালের মার্চে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে
চট্টগ্রামে ২-০-১৬-৮)। টেস্টে ‘ফাইফার’ পেতে তাঁকে অনেকটা সময় অপেক্ষা
করতে হলো।

এর মধ্যে ঘটেছে অন্য রকম এক ঘটনা! গত বছরের জুনে মিরপুর টেস্টে
আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ ব্যাটসম্যান জাহির খানকে ফিরিয়ে ৫
উইকেটের উদযাপন করে ফেলেছিলেন তাসকিন আহমেদ! কিন্তু আম্পায়ার
জানােন, সেটি ছিল ‘নো বল!’ পরে ওই ওভারেই শর্ট বলে কনুইয়ে চোট পেয়ে
মাঠ ছেড়ে যান জাহির এবং ম্যাচেরও সমাপ্তি ঘটে সেখানেই। পেতে পেতেও
তাসকিনের ৫ উইকেট পাওয়া আর হলো না। সম্ভুত থাকতে হয় ৪ উইকেট
নিয়েই।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের অষ্টম পেস বোলার হিসেবে
ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করলেন তাসকিন আহমেদ। তাঁর আগে এমন গৌরবময়
অর্জনের দেখা পাওয়া অন্য ৭ জন হলেন- মঞ্জুরুল ইসলাম, শাহাদাত হোসেন,
রুবেল হোসেন, রবিউল ইসলাম, ইবাদত হোসেন, সৈয়দ খালেদ আহমেদ ও
হাসান মাহমুদ। তাঁদের মধ্যে শাহাদাত সর্বোচ্চ ৪ বার এবং রবিউল ও হাসান ২
বার করে ‘ফাইফার’ অর্জন করেছেন, অন্যরা ১ বার করে। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত
মোট ১৩ বার ৫ উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের পেসাররা। এর মধ্যে শাহাদাতের
৩ বার (বগুড়া, মিরপুর ও চট্টগ্রাম) বাদে সব ঘটনাই বিদেশের মাঠে, তা ছাড়া
রবিউল (একবার, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে), ইবাদত ও হাসান (একবার, পাকিস্তানের
বিপক্ষে)- এই তিনজনের কীর্তি অনেক বেশি আনন্দের ছিল বাংলাদেশ ম্যাচ
জয়ের গৌরব নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে বলে। অন্য ১০ বারই পরাজয় কপালে
জুটেছে টাইগারদের।

টেস্টে বাংলাদেশি পেসারদের ১৩ বার ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার...

বোলার	ফিগার	প্রতিপক্ষ	ভেন্যু	ম্যাচ শুরুর তারিখ
মঞ্জুরুল ইসলাম	৩৫.০-১২-৮১-৬	জিম্বাবুয়ে	বুলাওয়ে	১৯ এপ্রিল ২০০১
শাহাদাত হোসেন	২১.৩-২-৮৬-৫	শ্রীলঙ্কা	বগুড়া	৮ মার্চ ২০০৬
শাহাদাত হোসেন	১৫.৩-৮-২৭-৬	দ.আফ্রিকা	মিরপুর	২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
শাহাদাত হোসেন	১৮.০-২-৭১-৫	ভারত	চট্টগ্রাম	১৭ জানুয়ারি ২০১০
রুবেল হোসেন	২৯.০-১-১৬৬-৫	নিউজিল্যান্ড	হ্যামিল্টন	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০
শাহাদাত হোসেন	২৮.০-৩-৯৮-৫	ইংল্যান্ড	লর্ডস	২৭ মে ২০১০
রবিউল ইসলাম	১৯.০-১-৭১-৬	জিম্বাবুয়ে	হারারে	১৭ এপ্রিল ২০১৩
রবিউল ইসলাম	৩৩.০-১১-৮৫-৫	জিম্বাবুয়ে	হারারে	২৫ এপ্রিল ২০১৩
ইবাদত হোসেন	২১.০-৬-৪৬-৬	নিউজিল্যান্ড	মস্কানুই	১ জানুয়ারি ২০২২
খালেদ আহমেদ	৩১.৩-৩-১০৬-৫	ও.ইন্ডিজ	গ্রস আইলেট	২৫ জুন ২০২২
হাসান মাহমুদ	১০.৪-১-৪৩-৫	পাকিস্তান	রাওয়ালপিন্ডি	৩০ আগস্ট ২০২৪
হাসান মাহমুদ	২২.২-৪-৮৩-৫	ভারত	চেন্নাই	১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪
তাসকিন আহমেদ	১৪.১-১-৬৪-৬	ও.ইন্ডিজ	অ্যান্টিগা	২২ নভেম্বর ২০২৪



ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শেষ ১১ ওয়ানডেতেই জয়ী বাংলাদেশ টানা ৪টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও শেষ হাসি হেসেছে।
ক্যারিবিয়দের বিপক্ষে এই সংস্করণে দাপট অব্যাহত রাখতে পারবে তো টাইগাররা?

মহজ প্রতিপক্ষ, কঠিন চ্যালেঞ্জ

মো. মাহবুবুর রশিদ



এবারের ওয়েস্ট
ইন্ডিজ সফরের
ওয়ানডে
সিরিজকে
আইসিসি

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি সিরিজ হিসেবেই নিচ্ছে বাংলাদেশ। কারণটাও সহজে অনুমেয়, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ওই টুর্নামেন্টের আগে বাংলাদেশের আর কোনো ওয়ানডে ম্যাচ নেই। মজার ব্যাপার হলো, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে যদিও বাংলাদেশ আছে, কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ নেই! থাকবে কিভাবে, ক্যারিবিয়রা যে আট দলের ওই বৈশ্বিক আসরে খেলার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি! অথচ, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের মাটিতে 'জন্ম' নেওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে শিরোপাজয়ী দলগুলোর একটি কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০০৪ সালে ইংল্যান্ডের মাঠে ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ক্যারিবিয়রা।

সম্প্রতি আফগানিস্তানের বিপক্ষে শারজায় ওয়ানডে সিরিজ হেরে বাংলাদেশ নেমে গেছে এই সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়ের নয় নম্বরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো আরও একধাপ পিছিয়ে, দশে। এখনকার র‍্যাঙ্কিং অনুসরণ করে সেরা আট দল বেছে নিলে নবম চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের আর খেলা হতো না, ওই জায়গায় ঢুকে যেত শ্রীলঙ্কা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার মতো ওয়ানডের দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জায়ান্ট দল নেই, অথচ বাংলাদেশ আছে; চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সুযোগ পাওয়ার 'সম্মান' রক্ষা

করতে পারবে তো টাইগাররা? উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সবশেষ আসরে সেমিফাইনাল খেলেছিল বাংলাদেশ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সমীকরণ নাহয় পরে মেলানো যাবে। আপাতত 'ক্যারিবিয়-পরীক্ষা' নিয়েই যত চিন্তা। প্রথমে টেস্ট সিরিজ ও শেষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফল যাই হোক না কেন, এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাংলাদেশের আশা-ভরসার মূল জায়গা কিন্তু ওয়ানডে সিরিজ। কারণ, পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে ক্যারিবিয়রা যে বাংলাদেশের 'সহজ' প্রতিপক্ষ! এতটাই সহজ যে, গত এক দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সামনে পেলে বলা যায় জিম্বাবুয়ের পর্যায়েই নামিয়ে এনেছে বাংলাদেশ! বিশ্বাস না হলে পরিসংখ্যান দেখুন। যদিও একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দু'দলের দ্বৈরথে জয়-পরাজয়ের পাল্লা সমানে সমান। এবারের আগ পর্যন্ত ৪৪ ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশের জয়সংখ্যা ২১, ওয়েস্ট ইন্ডিজও জিতেছে ২১ ম্যাচ; বাকি ২ ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। উভয় দলের ১১টি দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজের মধ্যে ৬টিতেই শেষ হাসি হেসেছে টাইগাররা, ক্যারিবিয়রা জয়ের মুখ দেখেছে ৫টি সিরিজে। এর মধ্যে শেষ দশ বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওপর একচেটিয়া ছড়ি ঘুরিয়েছে বাংলাদেশ।

সেই ২০১৪ সালের আগস্টে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর দু'দলের মধ্যকার টানা ৪টি দ্বিপক্ষীয় সিরিজের ট্রফি জিতে নিয়েছে টাইগাররা। সবশেষ ২০২২ সালের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে তামিম ইকবালের নেতৃত্বে ৩-০

ব্যবধানে ক্যারিবিয়দের হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ জিতে এসেছে বাংলাদেশ। তারপর এই সংস্করণে দু'দলের আর দেখা হয়নি। এ ছাড়া ২০১৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ ১১ ওয়ানডেতেই একটানা জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ!

এতটা দাপুটে অবস্থার মধ্যেও এবারের সিরিজে কিন্তু স্বস্তি নেই টাইগার শিবিরে। কারণ, পছন্দের সংস্করণেও যে বেশ খারাপ অবস্থা যাচ্ছে বাংলাদেশের। শেষ ৫টি দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজের মধ্যে কেবল একটি জিতেছে লাল-সবুজ বাহিনী, হেরেছে অন্য ৪টি সিরিজে। তাছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে সেরা দলটাও পাচ্ছে না বাংলাদেশ। নানা কারণে ভঙ্গুর দল নিয়েই ওয়ানডে সিরিজে মোকাবেলা করতে হবে। ওদিকে অল্প কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোম গ্রাউন্ডে ওয়ানডে সিরিজ জিতে চনমনে মেজাজে রয়েছে ক্যারিবিয়রা। অবশ্য ২০২৪ সালে ৯ ওয়ানডের মধ্যে কেবল ৩টিতে জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, হেরেছে ৬ ম্যাচে। অন্যদিকে এ বছর ৬ ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের জয়-পরাজয় সংখ্যা সমান, ৩-৩।

এবার বুঝেছেন নিশ্চয়, প্রতিপক্ষ যদিও 'সহজ', চ্যালেঞ্জ কেন কঠিন। অতীত যতই সুখস্মৃতির হোক না কেন, বাস্তবতা বলছে দীর্ঘ দশ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ হারের আশঙ্কার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ! ঘুরে দাঁড়িয়ে শঙ্কার চোরাশ্রোত ঠেলে জয়ের বন্দরে নোঙ্গর করতে পারবে তো টাইগাররা?



দীর্ঘ দশ বছর পর বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতে মুখিয়ে রয়েছে ক্যারিবীয়রা...

ওয়ানডে সিরিজের সূচি...

প্রথম ওয়ানডে : ৮ ডিসেম্বর, সেন্ট কিটস
দ্বিতীয় ওয়ানডে : ১০ ডিসেম্বর, সেন্ট কিটস
তৃতীয় ওয়ানডে : ১২ ডিসেম্বর, সেন্ট কিটস

ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ফলহীন
আফগানিস্তান	২০১৪-২০২৪	১৯	১১	৮	০
অস্ট্রেলিয়া	১৯৯০-২০২৩	২২	১	২০	১
বারমুডা	২০০৭-২০০৭	২	২	০	০
কানাডা	২০০৩-২০০৭	২	১	১	০
ইংল্যান্ড	২০০১-২০২৩	২৫	৫	২০	০
হংকং	২০০৪-২০০৪	১	১	০	০
ভারত	১৯৮৮-২০২৩	৪১	৮	৩২	১
আয়ারল্যান্ড	২০০৭-২০২৩	১৬	১১	২	৩
কেনিয়া	১৯৯৭-২০০৬	১৪	৮	৬	০
নেদারল্যান্ডস	২০১০-২০২৩	৩	১	২	০
নিউজিল্যান্ড	১৯৯০-২০২৩	৪৫	১১	৩৩	১
পাকিস্তান	১৯৮৬-২০২৩	৩৯	৫	৩৪	০
স্কটল্যান্ড	১৯৯৯-২০১৫	৪	৪	০	০
দ. আফ্রিকা	২০০২-২০২৩	২৫	৬	১৯	০
শ্রীলঙ্কা	১৯৮৬-২০২৪	৫৭	১২	৪৩	২
আ.আমিরাত	২০০৮-২০০৮	১	১	০	০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৯৯-২০২২	৪৪	২১	২১	২
জিম্বাবুয়ে	১৯৯৭-২০২২	৮১	৫১	৩০	০
মোট	১৯৮৬-২০২৪	৪৪১	১৬০	২৭১	১০

ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রত্যেক দেশের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

প্রতিপক্ষ	সময়কাল	ম্যাচ	জয়	হার	ফলহীন
আফগানিস্তান	২০১৭-২০১৯	৯	৫	৩	১
অস্ট্রেলিয়া	১৯৭৫-২০২৪	১৪৬	৬১	৭৯	৩
বাংলাদেশ	১৯৯৯-২০২২	৪৪	২১	২১	২
বারমুডা	২০০৮-২০০৮	১	১	০	০
কানাডা	২০০৩-২০১০	৪	৪	০	০
ইংল্যান্ড	১৯৭৩-২০২৪	১০৮	৪৮	৫৪	৬

ভারত	১৯৭৯-২০২৩	১৪২	৬৪	৭২	৪
আয়ারল্যান্ড	২০০৭-২০২২	১৫	১১	৩	১
কেনিয়া	১৯৯৬-২০০৩	৬	৫	১	০
নেপাল	২০২৩-২০২৩	১	১	০	০
নেদারল্যান্ডস	২০০৭-২০২৩	৬	৫	০	০
নিউজিল্যান্ড	১৯৭৫-২০২২	৬৮	৩১	৩০	৭
ওমান	২০২৩-২০২৩	১	১	০	০
পাকিস্তান	১৯৭৫-২০২২	১৩৭	৭১	৬৩	০
পাপুয়া নিউগিনি	২০১৮-২০১৮	১	১	০	০
স্কটল্যান্ড	১৯৯৯-২০২৩	৪	৩	১	০
দ.আফ্রিকা	১৯৯২-২০২৩	৬৪	১৬	৪৫	২
শ্রীলঙ্কা	১৯৭৫-২০২৪	৬৭	৩২	৩২	৩
স.আ.আমিরাত	২০১৫-২০২৩	৫	৫	০	০
যুক্তরাষ্ট্র	২০২৩-২০২৩	১	১	০	০
জিম্বাবুয়ে	১৯৮৩-২০২৩	৪৯	৩৬	১১	১
মোট	১৯৭৩-২০২৪	৮৭৯	৪২৩	৪১৫	৩০

* এ ছাড়া ১০টি ম্যাচ টাই করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১১টি দ্বিপাক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ

সময়কাল	আয়োজক	ম্যাচ	বাংলাদেশ	জয়ী	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	সিরিজের ফল
অক্টোবর ১৯৯৯	বাংলাদেশ	২	০	২	ও. ইন্ডিজ ২-০	ব্যবধানে জয়ী
নভে-ডিসে. ২০০২	বাংলাদেশ	৩	০	২	ও. ইন্ডিজ ২-০	ব্যবধানে জয়ী
মে ২০০৪	ও. ইন্ডিজ	৩	০	৩	ও. ইন্ডিজ ৩-০	ব্যবধানে জয়ী
জুলাই ২০০৯	ও. ইন্ডিজ	৩	৩	০	বাংলাদেশ ৩-০	ব্যবধানে জয়ী
অক্টোবর ২০১১	বাংলাদেশ	৩	১	২	ও. ইন্ডিজ ২-১	ব্যবধানে জয়ী
নভে-ডিসে. ২০১২	বাংলাদেশ	৫	৩	২	বাংলাদেশ ৩-২	ব্যবধানে জয়ী
আগস্ট ২০১৪	ও. ইন্ডিজ	৩	০	৩	ও. ইন্ডিজ ৩-০	ব্যবধানে জয়ী
জুলাই ২০১৮	ও. ইন্ডিজ	৩	২	১	বাংলাদেশ ২-১	ব্যবধানে জয়ী
ডিসেম্বর ২০১৮	বাংলাদেশ	৩	২	১	বাংলাদেশ ২-১	ব্যবধানে জয়ী
জানুয়ারি ২০২১	বাংলাদেশ	৩	৩	০	বাংলাদেশ ৩-০	ব্যবধানে জয়ী
জুলাই ২০২২	ও. ইন্ডিজ	৩	৩	০	বাংলাদেশ ৩-০	ব্যবধানে জয়ী



ইংল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সবশেষ দু'টি টি-টোয়েন্টি সিরিজে পরাজিত হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশকে হারাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের নতুন শুরু

মো. মাহবুবুর রশিদ



টি-টোয়েন্টি বিশ্ব কাপের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ২ বার (২০১২ ও ২০১৬) শিরোপা জয়ের রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের। অথচ, ক্যারিবীয়রা চলতি বছরের জুনে ঘরের মাঠের বৈশ্বিক আসরে (যুগ্মআয়োজক ছিল যুক্তরাষ্ট্রও) সেমিফাইনালেই উঠতে পারেনি! বাংলাদেশের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও বিদায়ঘন্টা বেজে যায় সুপার এইট পর্বের।

বাংলাদেশ দল এখন পূর্ণাঙ্গ সফরে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে সফর শুরুর পর আছে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এবং সবশেষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ১৬, ১৮ ও ২০ ডিসেম্বর ৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে কিংসটাউনের আর্নস ভেল গ্রাউন্ডে।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে প্রথম সাক্ষাতেই জয়ের মুখ দেখেছিল বাংলাদেশ। সেটি ২০০৭ সালের কথা। ওই বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসর। বাংলাদেশ নিজেদের প্রথম ম্যাচে জোহানেসবার্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৬৫ রানের টার্গেট টপকে মোহাম্মদ আশরাফুলের ২৭ বলে ৬১ রানের বিক্ষোভক ইনিংস ও আফতাব আহমেদের ৪৯ বলে অপরাজিত ৬২ রানের ওপর ভর করে ৬ উইকেটে

জিতে ক্রিকেটবিশ্বে হাইচই ফেলে দিয়েছিল। সেই থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৬টি ম্যাচ খেলে ৫ জয়ের বিপরীতে ৯ ম্যাচ হেরেছে টাইগাররা, অন্য ২ ম্যাচ ফলহীন থেকেছে। এই সংস্করণে দু'দলের মধ্যকার ৬টি দ্বিপাক্ষীয় সিরিজের (৩টি ১ ম্যাচের, ৩টি ৩ ম্যাচের) মধ্যে ৪টি জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ শেষ হাসি হেসেছে ২টি সিরিজে। ২০১১ সালের অক্টোবরে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে মুশফিকুর রহিমের দাপটে (২৬ বলে অপরাজিত ৪১) এক বল আগে ৩ নাটকীয়ভাবে ৩ উইকেটে জিতে ১ ম্যাচের সিরিজ নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ। এরপর ২০১৮ সালের জুলাই-আগস্টে তখনকার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে তাদেরই মাঠে প্রথম ম্যাচ হারলেও দুর্দান্ত কামব্যাকের নজীর দেখিয়ে টানা দুই জয়ে সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় করে টাইগাররা। সবশেষ ২০২২ সালের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজেদের আঙিনায় বাংলাদেশকে ২-০ তে পরাজিত করেছে। এরপর আর দু'দল এই সংস্করণে মুখোমুখি হয়নি।

ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে এবারের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মাঠে দেখা যাবে নতুন চেহারার এক বাংলাদেশকে। এই সংস্করণে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পঞ্চপাণ্ডব মুক্ত' যুগে পা রাখতে যাচ্ছে লাল-সবুজ বাহিনী। বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত-সমালোচিত এই পাঁচ ক্রিকেটারকে টি-টোয়েন্টিতে আর দেখা যাবে না, একজনকেও না, কখনোই না! 'একে একে শুখাইছে ফুল...নিবিছে দেউটি'

-মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাধবধ কাব্যের প্রথম সর্গের জনপ্রিয় চরণের মতো করে বললে বাকি ছিলেন যিনি, ভারতের বিপক্ষে সবশেষ তিন ম্যাচের সিরিজ খেলে এই ফরম্যাট থেকে ঘোষণা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন 'সাইলেন্ট কিলার' খ্যাত সেই মাহমুদউল্লাহ রিয়াদও। ভারতের সঙ্গে টেস্ট সিরিজ চলাকালীনই সাকিব আল হাসান মিরপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষ টেস্ট খেলার ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আগেই নিজের ক্যারিয়ারের সমাপ্তি টেনে দিয়েছেন। গত জুনে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপে সবশেষ বাংলাদেশের রঙিন জার্সি গায়ে খেলতে দেখা গেছে এই বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডারকে। এর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সমালোচনার তোড়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর চলে যান ফর্মের সঙ্গে ধুকতে থাকা মুশফিকুর রহিম। আর বাঁহাতি ওপেনার তামিম ইকবাল ২০২০ সালের মার্চের পর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে অনেকদিন বাইরে থেকে টালবাহনা করার পর ২০২২ সালের জুলাইয়ে এক ফেইসবুক বার্তায় নিজেকে 'সাবেক' ঘোষণা দিয়ে টি-টোয়েন্টি অধ্যায়ের ইতি টানেন। অন্যদিকে মাশরাফি মর্তুজা টি-টোয়েন্টি থেকে আকস্মিকভাবে অবসর নিয়েছেন সেই ২০১৭ সালের এপ্রিলে, শ্রীলঙ্কা সফরে সিরিজ চলাকালীন। কথিত আছে যে, তৎকালীন কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের চাপে পড়েই সরে যেতে বাধ্য হন মাশরাফি।

২০০৬ সালের ২৮ নভেম্বর খুলনা বিভাগীয়



আনুষ্ঠানিকভাবেই টি-টোয়েন্টিতে পঞ্চপাণ্ডব যুগের অবসান হয়েছে বাংলাদেশের

স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের একমাত্র ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশের। শাহরিয়ার নাবিসের নেতৃত্বে ৪৩ রানের দুর্দান্ত জয়ে শুরুরটা রাঙিয়েছিল লাল-সবুজ দল। এই সংস্করণে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচে অভিষিক্ত ১১ জনের মধ্যে ছিলেন মাশরাফি, সাকিব ও মুশফিক। এরপর বাংলাদেশ নিজেদের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি খেলে নয় মাস পর ২০০৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাইরোবিতে কেনিয়ার বিপক্ষে, জয়ী হয় ৫ উইকেটে। সেই ম্যাচে অভিষেক হওয়া ৬ জনের মধ্যে ছিলেন তামিম ইকবাল ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (অন্য ৪ জন- মোহাম্মদ আশরাফুল, অলক কাপালি, নাজিমউদ্দিন ও সৈয়দ রাসেল)। তারপর থেকে ওই পাঁচ জন লম্বা সময় বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডের মতো একত্রে খেলেছেন টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। পরবর্তীতে একজন একজন করে এই সংস্করণ থেকে ঝরে যেতে থাকলেও টাইগার একাদশে তাঁদের কেউ না কেউ ছিলেনই। সেসব অল্প-মধুর অধ্যায় এখন ‘অতীত’। পঞ্চ পাণ্ডবের কারও সার্ভিস আর টি-টোয়েন্টিতে পাবে না বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে সবাই যে নাম লিখিয়েছেন ‘সাবেক’-এর খাতায়!

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে গত ১৮ বছরে সব মিলিয়ে বাংলাদেশ খেলেছে ১৭৯ ম্যাচ, যেখানে জয়ের সংখ্যা ৬৮, পরাজয় জুটেছে ১০৭ ম্যাচে এবং ৪ ম্যাচ ফলহীন থেকেছে। এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি ম্যাচেই ছিল পঞ্চপাণ্ডবের কারও না কারও উপস্থিতি। তাঁরা এই সংস্করণে প্রচুর ম্যাচ খেলে ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারও সমৃদ্ধ করেছেন (মাহমুদউল্লাহ ১৪১, সাকিব ১২৯, মুশফিক ১০২, তামিম ৭৪, মাশরাফি ৫৪) এবং একমাত্র তামিম ইকবাল বাদে অন্য চারজন দলকে নেতৃত্বও

দিয়েছেন। কিন্তু মাঝেমধ্যে চমক বাদ দিলে দল হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের অর্জনের খাতা তো বলতে গেলে ফাঁকাই! যে কারণে ওই বিশেষ ‘৫’ জনের সবার ‘ইতি’ ঘটার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এবারের সিরিজে তাঁদের অভাব যেমন বুকে বাজবে, তেমনি ‘তাঁরা থাকতেও আর এমন কী হাতিঘোড়া মেরেছে বাংলাদেশ’ ভেবে আক্ষেপও কমবে! প্রকৃতির নিয়মই এমন যে, পুরোনোরা যাবে আর নতুনরা আসবে। পঞ্চপাণ্ডব যুগের অবসানের পর টি-টোয়েন্টিতে নতুন শুরুর বিকল্প নেই বাংলাদেশের। ব্যাটিং ঠিক নেই, বোলিংটা যুতসই নয়, ফিল্ডিং যাচ্ছেতাই-

ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের রহস্যটাই এখনো উদ্ঘাটন করতে না পারা বাংলাদেশ তারুণ্যের বলকে উদ্দীপ্ত হয়ে যদি বদলে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়; তবেই হয়তো আসবে সুদিন। নইলে আফসোস আর হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়ার প্রহর কেবল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে...

টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচি...

প্রথম টি-টোয়েন্টি : ১৬ ডিসেম্বর, কিংসটাউন

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি : ১৮ ডিসেম্বর, কিংসটাউন

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি : ২০ ডিসেম্বর, কিংসটাউন



বাংলাদেশের দুই পেসার- তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব



হতাশার বৃত্ত ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলাদেশ

মো. মাহবুবুর রশিদ



টেস্টে বাংলাদেশ এমন
দুরবস্থায় পৌঁছে গেছে
যে এখন এক একটি
হারের পর এদিক-

সেদিক তাকিয়ে ‘সান্ত্বনা’ খুঁজতে হয়! ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ২০১ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পরও যেমন মিলেছে কিছু সান্ত্বনা—আর যা—ই হোক ফলোঅন তো এড়াতে পেরেছে মিরাজের দল এবং অন্তত ম্যাচটা পঞ্চম দিন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছে! যদিও শেষ দিনে ৩ উইকেট হাতে নিয়ে কেবল ৭ ওভারই টিকতে পেরেছে বাংলাদেশ। কপালে লজ্জাজনক পরাজয় তো লেখা হয়ে গিয়েছিল চতুর্থ দিনেই, তা ছাড়া ম্যাচের ভেন্যু অ্যান্ডিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে ২০১৮ সালে নিজেদের টেস্ট ইতিহাসের সর্বনিম্ন ৪৩ রানে অলআউট হওয়া বাংলাদেশ ২০২২ সালে পরের দ্বৈরথে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে গিয়েছিল ১০৩ রানে। সেদিক থেকে বিচার করলে এবার দুই ইনিংসে ২৬৯ ও ১৩২ রান করতে পারা তো ‘উন্নতির লক্ষণ’!

সাদা পোশাকে বাংলাদেশের হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়ার প্রধান কারণ ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা। ব্যর্থতা না বলে দায়িত্বহীনতা বললেও বোধহয় মিথ্যে বলা হয় না। ব্যাটসম্যানরা নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করছেন কি-না, তাঁদের নিবেদন নিয়েই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ম্যাচের পর ম্যাচ তাঁরা মাঠে নামেন আর উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসেন, কোনো ক্লান্তি নেই, নেই দলের প্রতি দায়বোধও। এটা ঠিক যে মুশফিকুর রহিমের ইনজুরি, সাকিব আল হাসানের অবসর ও নাজমুল হোসেন শান্তর চোটের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজে অনভিজ্ঞ ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে খেলতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। তাই বলে পেশাদার ক্রিকেটে এটা তো ব্যর্থতার কোনো অজুহাত হতে পারে না।

কার্যবীরদের সঙ্গে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ



টেস্টে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ দল

দ্বিতীয় ইনিংসে কেবল ভালোই নয়, বলতে হবে দুর্দান্ত বোলিং করেছে। ডানহাতি পেসার তাসকিন আহমেদের ক্যারিয়ারসেরা বোলিং তাগবে (৬/৬৪) ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয়ে যায় ১৫২ রানে। কিন্তু প্রথম ইনিংসে নতুন বলে ভালো করলেও পুরোনো বলে ঠিকই খেই হারিয়েছে বাংলাদেশের বোলাররা। যে কারণে ২৬১ রানের মাথায় সপ্তম উইকেট হারিয়েও স্বাগতিকরা শেষ পর্যন্ত ইনিংস ঘোষণা করে ৯ উইকেটে ৪৫০ রান তুলে।

ছোট্ট একটা তুলনামূলক চিত্র দেখা যাক। প্রথম ইনিংসে শেষ ৩ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জমা করেছে ১৮৯ রান (২৬১/৭ থেকে ৪৫০/৯) আর বাংলাদেশ শেষ ৩ উইকেটে ৩৫ রান (২৩৪/৭ থেকে ২৬৯/৯)। কার্যত এটাই ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। যে সূত্রে ১৮১ রানের লিড নিয়ে ম্যাচের লাগাম নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় কার্যবীররা। ফলে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫২ রানে অলআউটের পরও ৩৩৩ রানে এগিয়ে থাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এখনকার বাস্তবতায় বাংলাদেশ ৩৩৪ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতবে, এতটা বাড়াবাড়ি আশা কেউ করেনি। কিন্তু বুক চিত্তিয়ে একটু লড়াই দেখার আশা নিশ্চয় ছিলই। অথচ বোলারদের কষ্টের অর্জনের ওপর দাঁড়িয়ে কী করলেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা? শ্রেফ আত্মাহুতি দিয়ে ১৩২ রানে গুটিয়ে গেলেন, তাও কেবল ৩৮ ওভারে। প্রথম ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি করা মুমিনুল হক করতে পারলেন ১১ রান। জাকের আলী অনিক প্রথম ইনিংসে ৫৩ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৩১ রান। দুই ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় (৫ ও ৬) ও জাকির হাসানের (১৫ ও ০) ব্যাট যেন রান করতেই ভুলে গেছে!

অথচ দেখুন, মূলত পেসার কেমার রোচ প্রথম ইনিংসে ৯ নম্বরে নেমে মোকাবিলা করেছেন ১৪৪ বল, মাটি কামড়ে চার ঘণ্টারও বেশি (২৫২ মিনিট) উইকেটে কাটিয়ে খেলেছেন ক্যারিয়ারসেরা ৪৭ রানের ইনিংস। বিপরীতে বাংলাদেশের কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান দুই ইনিংসে রোচের সমান বল খেলা কিংবা অতটা সময় উইকেটে টিকতে পারেননি। এই লজ্জা কিংবা দায় কার?

বাংলাদেশকে সামনে পেলে অখ্যাত থেকে বিখ্যাত হওয়া এবং ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস খেলার সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। যেমন করেননি জাস্টিন খ্রিস্টসও। এই কার্যবীর পেস অলরাউন্ডার প্রথম ইনিংসে অপরাজিত ছিলেন ১১৫ রানে, ক্যারিয়ারের তৃতীয় টেস্টে পেয়েছেন সেঞ্চুরির দেখা, হয়েছেন প্লয়ার অব দ্য ম্যাচও। মিকাইল লুইস যে ৯৭ রানে আউট হয়েছেন, এই ওপেনারের এটিই সর্বোচ্চ ইনিংস। বাংলাদেশের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে টেস্টের শুরু দিনে চা-বিরতি পর্যন্ত প্রথম দুই সেশন রানের দিকে না তাকিয়ে উইকেটে টিকে থাকার যে সংযম দেখিয়েছেন কার্যবীর ব্যাটসম্যানরা (প্রথম সেশনে ২৩ ওভারে ২ উইকেটে ৫০, দ্বিতীয় সেশন শেষে ৫৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৬), এর নামই আসলে টেস্ট ক্রিকেট। নিষ্ঠা আর ধৈর্যে গড়া ওই সৌধের ওপর দাঁড়িয়ে পরে অট্টালিকা গড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাংলাদেশকে শ্রেফ ধসিয়ে দিয়েছে। দেখে এবং ঠেকেও কি একটু শিখতে পারেন না বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা!

রেকর্ডের পাতা থেকে...

তৃতীয় দিন শেষে বাংলাদেশের স্কোর ছিল

২৬৯/৯। চতুর্থ দিন সকালে আর ব্যাটিংয়ে না নেমে ১৮১ রানে পিছিয়ে থেকে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে চমকে দেয় বাংলাদেশ। মূলত পেসারদের সতেজ পেতে এবং কন্ডিশনের ফায়দা তুলে নিতেই অমন কৌশলী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট, ক্যারিবিয়দের ১৫২ রানে অলআউট করে যার বাস্তবায়ন করে দেখায় তাসকিনরা। অবশ্য এবারই প্রথম পিছিয়ে থেকে ইনিংস ঘোষণা করেনি বাংলাদেশ। এর আগে ২০০৮ সালে মিরপুর টেস্টের তিন তিন বৃষ্টি ভাসিয়ে নেওয়ার পর প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড ২৬২ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে বাংলাদেশ ১৬৯ রানে ৯ উইকেট পড়ার পর আর ব্যাটিং করেনি। পরে কিউইরা ১ উইকেটে ৭৯ রান করতেই ম্যাচের সময় শেষ হয়ে যায়।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ১৮১ রানের বেশি ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ইনিংস ঘোষণার উদাহরণ আছে মাত্র ২টি। ২০০০ সালে সেঞ্চুরিয়নে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা ৬ উইকেটে ১৫৫ রান তোলার পর খেলা হয়নি টানা তিন দিন। পঞ্চম দিনে যখন আবার খেলা মাঠে গড়ায়, প্রোটায়রা ইনিংস ঘোষণা করে ৮ উইকেটে ২৪৮ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার তখনকার অধিনায়ক হ্যাসি ক্রনিয়িং ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেইনকে প্রস্তাব দেন ম্যাচে ফল দেখতে ব্যাট না করেই প্রথম ইনিংসটা ছেড়ে দিতে, এরপর নিজেরাও ছেড়ে দেন দ্বিতীয় ইনিংস। এরপর ২৪৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ইংল্যান্ড নাটকীয়ভাবে জিতে যায় ২ উইকেটে। এরপর ২০০১ সালে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৯ রানে পিছিয়ে থেকেই নিজেদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে নিউজিল্যান্ড। সে ক্ষেত্রে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের

দুই খেলোয়াড় চোটের কারণে ব্যাট করতে না পারার কারণ ছিল। উল্লেখ্য, টেস্টে মোট ৩৩ বার প্রথম ইনিংসে প্রতিপক্ষের চেয়ে পিছিয়ে থেকেও ইনিংস ডিক্লেয়ার করার নজির আছে।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- তারিখ : ২২-২৬ নভেম্বর ২০২৪
- ভেন্যু : স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়াম, নর্থ সাউন্ড, অ্যান্টিগা
- টস জয় : বাংলাদেশ (ফিল্ডিং)
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস : ১৪৪.১ ওভারে ৯ উইকেটে ৪৫০ রানে ইনিংস ঘোষণা (জাস্টিন গ্রিভস অপরাধিত ১১৫, মিকাইল লুইস ৯৭, অলিক আথানেজ ৯০, কেয়ার রোচ ৪৭, কাভেন হজ ২৫; হাসান মাহমুদ ৩/৮৭, তাসকিন আহমেদ ২/৭৬, মেহেদী হাসান মিরাজ ২/৯৯, তাইজুল ইসলাম ১/১১১)
- বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস : ৯৮ ওভারে ৯ উইকেটে ২৬৯ রানে ইনিংস ঘোষণা (জাকের আলী অনিক ৫৩, মুমিনুল হক ৫০, লিটন দাস ৪০, তাইজুল ইসলাম ২৫, মেহেদী হাসান মিরাজ ২৩, শাহাদাত হোসেন দীপু ১৮; আলজারি জোসেফ ৩/৬৯, জাস্টিন গ্রিভস ২/৩৪, জেইডেন সিলস ২/৪২, কেয়ার রোচ ১/৩০, শামার জোসেফ ১/৫৫)
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস : ৪৬.১ ওভারে ১৫২ রানে অলআউট (অলিক আথানেজ ৪২, ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট ২৩, জশুয়া ডি সিলভা



ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করেছেন তাসকিন আহমেদ

- ২২, আলজারি জোসেফ ১৭; তাসকিন আহমেদ ৬/৬৪, মেহেদী হাসান মিরাজ ২/৩১, শরীফুল ইসলাম ১/৯, তাইজুল ইসলাম ১/২৫)
- বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংস : ৩৮ ওভারে ১৩২ রানে অলআউট (মেহেদী হাসান মিরাজ ৪৫, জাকের আলী অনিক ৩১, লিটন দাস ২২; কেয়ার রোচ ৩/২০, জেইডেন সিলস ৩/৪৫, আলজারি জোসেফ ২/৩২, শামার জোসেফ ১/২২)
- ফল : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০১ রানে জয়ী
- প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : জাস্টিন গ্রিভস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)

পাঁচ ক্যারিবিয় পেসার- শামার জোসেফ, আলজারি জোসেফ, কেয়ার রোচ, জেইডেন সিলস ও জাস্টিন গ্রিভসের (অলরাউন্ডার) বোলিং তাগবে এলোমেলো হয়ে যায় বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ





বাংলাদেশ ২০০০ সালের জুন মাসে টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বাংলাদেশের জন্য সেটা নিশ্চিত করে তখনকার সব টেস্ট প্লেইং দলের সম্মতিক্রমে।

কিন্তু ২৪ বছর পার হলেও বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের 'শিশুশ্রেণি' অতিক্রম করতে পারেনি বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। মাঝেমাঝেই চমক দেখায় টাইগাররা। তবে সেটাও স্থায়ী হয় না। বাংলাদেশ ফিরে যায় ব্যর্থতার সেই গভীরেই। যদিও কোনো আমলেই বিসিবি'র পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হয় তার আসল কারণ। ফলে ক্রিকেটের সবচেয়ে বনেদি ফরম্যাটে বাংলাদেশ রয়েছে তলানিতেই। ২০০০ সালের নভেম্বরেই বাংলাদেশ অভিষেক টেস্ট খেলে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিপক্ষে। সেই টেস্টে বাংলাদেশ তাদের প্রথম ইনিংসে ৪০০ রান করেছিল। নিঃসন্দেহে ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে একটা ইতিবাচক দিক। আবার ওই ইনিংসে বাংলাদেশের আমিনুল ইসলাম বুলবুল অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়ে ১৪৫ রান করেন। বাংলাদেশ ম্যাচটিতে ৯ উইকেটে পরাজিত হলেও অভিষেক ইনিংস আর বুলবুলের সেঞ্চুরির কারণে সেটা ইতিহাস হয়ে আছে। তখন ধারণা করা হয়েছিল, যে দলটি



কিছুটা অভিজ্ঞতা তো কাজে লাগাতে পারবে বাংলাদেশ। কিন্তু না। অভিষেকে লড়াই করে হারা কিংবা ২১ বছর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের পর যেভাবে আশাভঙ্গ হয়, এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। লজ্জাজনকভাবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পরাজিত হয় টাইগাররা। এসবের মধ্যে বাংলাদেশ দল শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দারুণ দারুণ টেস্ট জয় পায়। কিন্তু সব সময় সেই একই বিষয় সামনে চলে আসে। 'হঠাৎ জয় পাওয়া

২০২৩ সালের বিশ্বকাপে তার জায়গা হয়নি। অথচ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে তার পক্ষে কলম ধরেন অনেক ক্রিকেট লিখিয়েই। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একটা হাফ সেঞ্চুরি ছাড়া বাকি ৯টি ইনিংসে যার রান ৭, ৯, ১০, ৪, ১৭, ১৯- এই টাইপের, তার পক্ষে কলম ধরা মূলত তাকে পানিতে ডুবানোরই শামিল। তাই কমিটিতে রাখতে হবে এমন সব ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রিকেট বিশ্লেষককে, যাদের কোনো পিছুটান নেই। যারা বিগত সরকারগুলো থেকে কোনো সুবিধা নেননি, তাদের নিয়ে কমিটি করতে

টেস্টে পিছিয়ে থাকা কারণ খতিয়ে দেখতে হবে

মোস্তফা তারিক আল বান্না

অভিষেকে এমন ভালো খেলেছে, টেস্টে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু না। সেই ধারণা ধারণাই থেকে যায়। বাংলাদেশ টেস্টে ভালো দল হতে পারল না। টেস্ট স্ট্যাটাস লাভের ঠিক তিন বছর পর বাংলাদেশ আরেক শক্তিশালী দল পাকিস্তানের মাটিতে সিরিজ খেলতে যায়। সেখানে সিরিজের একটি টেস্টে (মূলতানে) বাংলাদেশকে অবৈধভাবে হারিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি উইকেটকিপার রশিদ লতিফের ক্যাচজোচ্ছুরি আর শ্রীলঙ্কার আম্পায়ার অশোকা ডি সিলভার বর্ণবাদী সিদ্ধান্তের শিকার হয় সফরকারী বাংলাদেশ দল। জিততে জিততে মাত্র ১ উইকেটে হেরে যায় তারা। এই টেস্টে বাংলাদেশ জয় পেলে তা হতো একটি চমৎকার রেকর্ড। এই টেস্টে হারলেও বাংলাদেশ ফের নতুন আলোর সন্ধান পায় দারুণ লড়াই করার কারণে। কিন্তু এবারও হতাশ করে টাইগাররা। টানা হারতে থাকে বাংলাদেশ। ২০০৩ সাল থেকে আজ অবধি বাংলাদেশ টেস্ট খেলে চলছে একইভাবে। টানা হারতে হারতে আচমকা টেস্টে জয় পায় বাংলাদেশ। আবার হারের বৃত্তে আটকে যায়। এখন পর্যন্ত ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া বাকি সব টেস্ট দলের বিপক্ষে কমবেশি জয় পেয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। চলতি বছরে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলে সব কটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। অথচ, ভারতের বিপক্ষে সিরিজের আগে পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট সিরিজে তাদের ২-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে সাকিব-মুশফিকরা। তখন সেই ধারণা আবার মনে চলে আসে। সবাই আশা করে পাকিস্তান সফরের

আর টানা পরাজয় বরণ করা'- এই বিষয়ের আর কোনো পরিবর্তন হলো না। এখন সময় এসেছে, টেস্টে ব্যর্থতার মূল কারণগুলো খতিয়ে দেখা এবং তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করা। এটার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি'র পক্ষ থেকে একটি সার্চ কমিটি তৈরি করা উচিত। কমিটি যেন চিরাচরিত কমিটিগুলোর মতো লোক দেখানো না হয়। বাংলাদেশে এমন কমিটি আগেও হয়তো হয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, কমিটিতে নিজের নাম রাখার জন্য প্রচণ্ডভাবে তদবির স করা হয়। কিন্তু কমিটিতে থাকার পর অনেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। কিংবা কমিটিতে এমন অনেকেই স্থান পান, যিনি ক্রিকেটই বোঝেন না। কিংবা ইয়াকার বোলিং কী, সেটাই জানেন না। বিভিন্ন টেলিভিশনে অনেক বিশ্লেষক দেখা যায়, যিনি গৎবাঁধা কিছু কথা বলেন, যেখানে হারের সত্যিকারের কোনো কারণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া নিরপেক্ষভাবে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করা হয় না। আমাদের দেশে অনেকেই আছেন বিশেষ বিশেষ খেলোয়াড়দের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কখনো তাদের দুর্বলতা তুলে ধরেন না। এমনো দেখা গেছে, একজন ব্যাটার ২০ ইনিংস পর একটি সেঞ্চুরি করার পরদিনই কিছু কিছু পত্রিকার এক পাতাজুড়ে তার বিশাল আকারের ছবি দিয়ে বিশেষ রিপোর্ট করা হয়। এরপর আবার টানা রান খরায় পড়েন ওই ব্যাটারই। তখন কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে তাকে নিয়ে আর রিপোর্ট হয় না। একজন ব্যাটার নিজের সবশেষ ১০ ইনিংসে একটিমাত্র হাফ সেঞ্চুরি করেন। হয়তো সে কারণেই

হবে। বাংলাদেশ মাঝেমাঝে টেস্টে জয়লাভ করে। তার অর্থ হলো, আমাদের দেশে প্রতিভা আছে। কিন্তু তা কাজে লাগছে না।

বিশ্বের কোনো দেশই টানা জয় পায় না। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটতেই পারে। নিউজিল্যান্ড সম্প্রতি ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছে। তাই বলে তারা নিশ্চয়ই ভারতের তুলনায় শক্তিশালী নয়। আবার পাকিস্তান নিজেদের মাটিতে বাংলাদেশের কাছে টেস্ট সিরিজে হেরেছে বলেই সবকিছু উলোটাপালোট হয়ে যায়নি। পাকিস্তান এখনো বাংলাদেশের তুলনায় শক্তিশালী টেস্ট দল। এসব বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। বাংলাদেশ ২০০৫ সালে প্রথম টেস্ট ম্যাচ জেতে। যেখানে প্রতিপক্ষ ছিল জিম্বাবুয়ে। ওই সময় সারাদেশে ট্যালেন্ট হান্টিং বা প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি ছিল দারুণ সচল। বিসিবি'র ডেভেলপমেন্ট কমিটির উদ্যোগে চলে এই কর্মসূচি। তাছাড়া, বিকেএসপি'র কার্যক্রমও ছিল উল্লেখ করার মতো। সাকিব আল হাসানসহ জাতীয় দলের বহু তারকাই উঠে এসেছেন বিকেএসপি থেকে। এখন বিকেএসপিকে অদৃশ্য কারণে অচল ও দুর্বল করে রাখা হয়েছে। বিকেএসপিকে আগের মতো সচল করতে হবে। এটা ক্রিকেট তৈরির একটি বড় জায়গা। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। চার দিনের ম্যাচের আয়োজন বেশি বেশি করতে হবে। সেটা রঞ্জি ট্রফির মতো হতে হবে। আর তাতে ছোঁয়া থাকবে ইংলিশ কাউন্টি লিগের। যাতে করে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খেলোয়াড় উঠে আসতে পারে।



সAFF চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের মেয়েদের সাফল্য ঈর্শনীয়। যেখানে জাতীয় পুরুষ ফুটবল দল একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেখানে মেয়েরা দুবার দক্ষিণ এশীয়ার সেরার তকমা জিতেছে।

সাফে বয়সভিত্তিক আসরেও মেয়েদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। কি অনূর্ধ্ব-১৫, ১৭, ১৯ কিংবা ২০। সব ক্ষেত্রেই লাল সবুজের মেয়েরা নিজেদের সাফল্যের স্বীকৃতি দেখিয়েছে।

সাফ সিনিয়র নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা অক্ষুণ্ণ

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে পয়া ভেন্যু বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের জন্য। গত পাঁচ আসরের একটিতেও শিরোপা জিতে পারেননি সাবিনা খাতুন। তবে ২০২২ সালে কাঠমান্ডুতে প্রথমবার শক্তিশালী ভারত ও নেপালকে ধসিয়ে দিয়ে শিরোপা জিতে নিয়েছিলেন সাবিনা, আখি, মারিয়া, সিরাত জাহানরা। দুই বছর পর সেই ভেন্যুই ফের সেরার তকমা দিল সাবিনাদেরকে। অক্টোবরে সেই দশরথ মঞ্চেই ফের ভারত ও নেপালকে হারিয়ে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় শিরোপার দেখা পেয়েছেন সাবিনা খাতুন।

ফের সাফ অ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ ঢাকায়

২০ নভেম্বর সাফের কম্পিটিশন কমিটির এক সভায় জুনিয়র নারী সাফের স্বাগতিক বাংলাদেশ নির্ধারণ হয়েছে। ১১-১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সাফ অ-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন করবে। তবে বাংলাদেশ স্বাগতিক নির্ধারণ হলেও কোথায় খেলা হবে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। কারণ, কমলাপুর স্টেডিয়ামে টার্ম এখন অনেকটাই খেলার অনুপযোগী। এই বছর কমলাপুর স্টেডিয়ামে সাফ টুর্নামেন্ট আয়োজন করে সমালোচনায় পড়েছিল বাফুফে। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম জানুয়ারিতে খেলার উপযোগী হওয়ার কথা। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম না অন্য ভেন্যু নির্ধারণ করে বাফুফে সেটাই দেখার বিষয়। সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল বলেন, ‘বাফুফেকে আমরা চিঠি দিচ্ছি ভেন্যুর নাম জানাতে।’

পিটার বাটলারই কোচ

সাফ সিনিয়র নারী চ্যাম্পিয়নশিপে সিনিয়র ও জুনিয়র খেলোয়াড়দের মধ্যে ছেদ রেখা টেনে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ব্রিটিশ কোচ পিটার জেমস বাটলারের বিরুদ্ধে। স্বয়ং সিনিয়র খেলোয়াড়

ম্যাচ খেলেছেন সাবিনারা। দুটি হেরেছেন, একটি ড্র করেছে এবং জিতেছে ৫টি। এর মধ্যে আছে মর্যাদার সাফ শিরোপাও। পিটার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নতুনদের ওপর বেশি নজর দিয়েছেন এই ইংলিশ কোচ। আগামীর জন্য একটি শক্তিশালী দল তৈরি লক্ষ্যে পিটার অতীত ও নামের ওজন বাদ দিয়ে বর্তমান পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বাফুফের কাছেও এখন অনূর্ধ্ব-২০ দলটি হবে হ্যাটট্রিক সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই ফেব্রুয়ারির সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে ইংলিশ কোচ পিটার বাটলারকেই দায়িত্ব রাখছে বাফুফে। বাফুফের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন হলে মেয়েদের পরের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্তও তাকে দেখা যেতে পারে দায়িত্বে। বাফুফের চোখ এখন মেয়েদের সাফের হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নে। পরের সাফ বাংলাদেশে হওয়ার কথা রয়েছে।

সাফের বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের মেয়েদের সাফল্য

সাফ অ-১৮ চ্যাম্পিয়নশিপ

সাল	ভেন্যু	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০১৮	ভুটান	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২২	ভারত	ভারত	বাংলাদেশ

ঢাকায় সাফ মেয়েদের আরেকটি উৎসব হতে কি?

ওমর ফারুক রুবেল

ঢাকাও পয়মন্ত ভেন্যু বয়সভিত্তিক মেয়েদের

ঢাকার বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম (কমলাপুর স্টেডিয়াম) সাফে মেয়েদের বহু শিরোপা জয়ের সাক্ষী। সাফ অনূর্ধ্ব-১৭, ১৯ ও ২০ টুর্নামেন্টের শিরোপা নিয়মিতই এই ভেন্যুতে জিতেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। সবশেষ সাগরিকার গোলবন্যা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের শিরোপাও এই ভেন্যুতে জিতেছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া সাফ অনূর্ধ্ব-২০ মেয়েদের টুর্নামেন্টের চারটি শিরোপাই এই ভেন্যু থেকে নিজেদের ঘরে রেখে দিয়েছেন এদেশের কিশোরীরা।

অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ও মনিকা চাকমাই এমন অভিযোগ করেছিলেন। দুই শিষ্য ও বাটলারের মধ্যকার কথার লড়াইও চলেছিল বেশ। সিনিয়র খেলোয়াড়রা সাবেক কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনকে চাইছিলেন। কিন্তু তাদের সেই চাওয়া মিলিয়ে গেছে সাফের শিরোপা জেতার পর। তাই কোচ বাটলারেই ভরসা রাখছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাফুফের সঙ্গে তার চুক্তি আছে একাডেমির জন্য। এর আগেই তিনি কথা বলে কয়েক দিনের জন্য ছুটিতে যাবেন। তারপরই মেয়েদের বয়সভিত্তিক দল নিয়ে পুরোদমে অনুশীলন শুরু করবেন। বিদায়ী বছরে পিটারের অধীনে ৮

সাফ অ-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ

সাল	ভেন্যু	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০১৮	ভুটান	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২১	ঢাকা	বাংলাদেশ	ভারত
২০২৩	ঢাকা	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২৪	ঢাকা	বাংলাদেশ ও ভারত	

সাফ অ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ

সাল	ভেন্যু	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০২৩	ঢাকা	বাংলাদেশ	নেপাল



খুলনা জেলা ক্রীড়া অফিস আয়োজিত ভলিবল ও ব্যাডমিন্টন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাদিয়া আফরিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগের উপ-পরিচালক আবুল হোসেন হাওলাদার।



ফেডারেশন কাপে নতুনত্ব

মো. শামীম সরদার



চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে এরই মধ্যে মাঠে গড়িয়েছে ঘরোয়া ফুটবলের ২০২৪-২৫ মৌসুম। শুরু হয়ে গেছে সবচেয়ে মর্যাদার বাংলাদেশ

প্রিমিয়ার লিগও। এখন শুরুর অপেক্ষায় ফেডারেশন কাপ। ৩ ডিসেম্বর ফেডারেশন কাপ মাঠে গড়ালে পূর্ণতা পাবে এবারের মৌসুম। এই মৌসুম হচ্ছে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে। তবে নতুনত্ব আছে। মৌসুম শুরুর টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ যেমন দেশের ফুটবলে একদমই নতুন। পুরোনো টুর্নামেন্ট ফেডারেশন কাপেও আনা হয়েছে নতুনত্ব।

ফেডারেশন কাপের যাত্রা ১৯৮০ সালে। একসময় বেশ বড় করেই হতো এই টুর্নামেন্ট। বাছাইপর্ব আয়োজন করে তারপর হতো শিরোপা-নির্ধারণী পর্ব। এখন এই টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। ফেডারেশন কাপ খেলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অনেক দল। সময় ও অর্থ সংকোচনের জন্যই বাফুফে এখন এই টুর্নামেন্টকে বন্দী করে রেখেছে একটা গণ্ডির মধ্যে।

শুরু হওয়া বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ১০ ক্লাবই খেলছে ফেডারেশন কাপে। বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড, আবাহনী লিমিটেড, ফার্সি এফসি, চট্টগ্রাম আবাহনী, রহমতগঞ্জ এমএফএস, বাংলাদেশ পুলিশ এফসি, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ঢাকা ওয়াডার্স ক্লাব ও ফকিরেরপুর ইয়ংমেন্স ক্লাব নিয়েই শুরু হচ্ছে নতুনত্বের ফেডারেশন কাপ।

এই টুর্নামেন্টের এবারের আসরে থাকছে চিরাচরিত সেমিফাইনাল। গ্রুপ পর্ব শেষে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল তারপর ফাইনাল দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। এবার দর্শক সেমিফাইনাল দেখতে পারবেন না। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটি গ্রুপ পর্বের পর কোয়ালিফায়ার্স পদ্ধতিতে ফাইনালের দল নির্ধারণ করবে।

১০ দলকে ভাগ করা হয়েছে দুই গ্রুপে। 'এ' গ্রুপের দলগুলো হলো বসুন্ধরা কিংস, বাংলাদেশ পুলিশ এফসি, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, ফার্সি এফসি ও ঢাকা ওয়াডার্স ক্লাব। 'বি' গ্রুপের ৫ দল হচ্ছে-মোহামেডান, আবাহনী, চট্টগ্রাম আবাহনী, রহমতগঞ্জ ও ফকিরেরপুর ইয়ংমেন্স ক্লাব।

গ্রুপ পর্ব শেষে শীর্ষ ৪ দলের মধ্যে হবে ফাইনালে ওঠার লড়াই। নতুনত্বটা সেখানেই। প্রথম 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল কোয়ালিফায়ার্স খেলবে 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দলের বিপক্ষে। জয়ী দল উঠে যাবে ফাইনালে। সুযোগ থাকবে পরাজিত দলটিরও। দুই গ্রুপ রানার্সআপ মুখোমুখি হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার্সে। যে দল হারবে তারা বিদায় নিয়ে চতুর্থ হবে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার্সের বিজয়ী দলকে ফাইনালে উঠতে হলে জিততে হবে আরেকটি ম্যাচ। ওই ম্যাচটি হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার্সের পরাজিত দলের বিপক্ষে।

ফেডারেশন কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস রানার্সআপ মোহামেডান। ওই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল ঘরোয়া ফুটবলের নতুন টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপে। শুরুতেই বাজিমাতে করেছে বসুন্ধরা কিংস। মোহামেডানকে হারিয়ে নতুন টুর্নামেন্ট জিতে নিয়েছে তারা। এখন বাকি দুই আসরের দিকে নজর শিরোপাপ্রত্যাশীদের। গত মৌসুমে কোনো ট্রফি না পাওয়া আবাহনী এবার অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দল গড়েছে। এই প্রথম দেশের ঐহিত্যবাহী ক্লাবটি কোনো বিদেশি নেয়নি। শুধু স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে দলটি কত দূর যেতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নানা সংকটের কারণে এবার সূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা কাপ। যে তিনটি আসর বসবে তার মধ্যে একটির ট্রফি ঘরে নিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে চলে গেছে বসুন্ধরা কিংস। বাকি দুটির একটি ট্রফি পেলেও ২০২৪-২৫ মৌসুমে সবচেয়ে সফল দল হবে তারা। তিনটি জিতলে তো কথাই নেই। পরপর ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব দেখাতে পারবে ক্লাবটি।

মোহামেডান গত মৌসুমে দুই টুর্নামেন্ট ফেডারেশন

কাপ ও স্বাধীনতা কাপের ফাইনালে হেরেছিল বসুন্ধরা কিংসের কাছে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় হয়েছে। এক মৌসুমে তিনটি রানার্সআপ ট্রফি ঘরে নিয়েছে তারা। এবার সাদা-কালো সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল চ্যালেঞ্জ কাপ জিতে মৌসুম শুরু করবে তাদের প্রিয় দল। তবে পারেনি। কোনো টুর্নামেন্টের ফাইনালে কিংস প্রতিপক্ষ হলেই গুরুটা ভালো করে পরে নিভে যায়। তাই মোহামেডানকে এখন তাকিয়ে থাকতে হবে ফেডারেশন কাপ ও প্রিমিয়ার লিগের দিকে।

ফেডারেশন কাপে অন্যতম সফল দল মোহামেডান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১ বার শিরোপা জিতেছে তারা। সবচেয়ে বেশি ১২ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীর্ষে আছে আবাহনী। আকাশী-নীলরা সর্বশেষ শিরোপা জিতেছিল ২০২১-২২ মৌসুমে। মোহামেডান ১৪ বছর পর ট্রফি পুনরুদ্ধার করেছিল ২০২২-২৩ মৌসুমে। এবার কি মোহামেডান পারবে ট্রফি জেতায় আবাহনীর সমান্তরালে দাঁড়াতে? নাকি আবাহনী দূরত্ব আরও বাড়িয়ে নিতে পারবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে। অন্যদিকে শিরোপা ঘরে রাখার চ্যালেঞ্জ বসুন্ধরা কিংসের। এবার জিতলে চতুর্থ শিরোপা ঘরে তোলা হবে ঘরোয়া ফুটবলের নতুন এই পরাজিতের দলটির।

ফরমেশনে পরিবর্তন আনলেও গত দুই আসরের মতো এবারও ফেডারেশন কাপের খেলাগুলো হবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ফাঁকে ফাঁকে। শুক্রবার ও শনিবার হবে লিগের খেলা। ফেডারেশন কাপের খেলা সপ্তাহে এক দিন মঙ্গলবার। ঘোষিত শিডিউল ঠিক থাকলে ৫ মে ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে ফেডারেশন কাপ।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের খেলা ৫ ভেন্যুতে হলেও ফেডারেশন কাপ হবে ৩ ভেন্যু কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও ঢাকায়। গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জে থাকছে না ফেডারেশন কাপের খেলা। গ্রুপ ও কোয়ালিফায়ার্স পর্যন্ত ম্যাচের ভেন্যু চূড়ান্ত করা হলেও ফাইনাল কোন মাঠে হবে, তা ঠিক করেনি। ফাইনালের প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত হওয়ার পর বাফুফে ভেন্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

৩ ডিসেম্বর ফেডারেশন কাপের উদ্বোধনী দিনে কুমিল্লায় খেলবে বসুন্ধরা কিংস ও ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং ময়মনসিংহে ফার্সি এফসি খেলবে বাংলাদেশ পুলিশ এফসির বিপক্ষে।



আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাসে ব্যক্তিস্বার্থ এবং জনস্বার্থের একটা টানা পোড়েন বরাবর চলছে। সমস্যা হলো ক্রীড়াঙ্গনে সাংগঠনিক কার্যকলাপ সুচারুভাবে পালন করার ক্ষেত্রে যোগ্য সংগঠনের অভাব। স্বাধীনতার পাঁচ যুগ পরেও ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন খেলায় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে করে ক্রীড়াঙ্গনে জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা এবং সুশাসন বিষয়টি সব সময় অকার্যকরী অবস্থায় আছে।

ক্রীড়াঙ্গনের দিকে তাকালে দেখা যাবে সমস্যাকে সব সময় পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। সমস্যা অস্বীকার করলে সমস্যার সমাধান আসবে না। আমাদের দুর্বলতা হলো অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভালো নীতি নেই। কিন্তু সেটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি না। একটা গোষ্ঠী বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন তারা দেখে যে নীতি তাদের পক্ষে যাচ্ছে না, তখন তারা সেটি নাকচ করে কিংবা বাধাগ্রস্ত করে। কয়েকটি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই সব অ্যাডহক কমিটিতে স্থান পাওয়া কিছু কিছু ব্যক্তি নিয়ে কথা উঠেছে।

জন্য অন্যরা আসবেন। ক্রীড়াঙ্গন কিন্তু থেমে থাকবে না। সামরিয়ক সময়ের জন্য অসুবিধা হতে পারে—এরপর দেখা যাবে সব কিছু ঠিকঠাকভাবে চলছে। ভালো ভাবেই চলছে। ক্রীড়াঙ্গনে নৈতিকতার চর্চার বিকল্প নেই। সমষ্টি মানুষের সচেতনতা এবং উত্তাল দরকার ক্রীড়াঙ্গনে। বিভিন্ন খেলার উন্নয়নে যে গতিশীল অনুঘটন আছে তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর এখন সময়। বিশ্বায়নের যুগে যখন সারা পৃথিবীর ক্রীড়াঙ্গন তরতর করে এগিয়ে চলেছে আমরা পড়ে রয়েছি মধ্যযুগে। আমাদের মানসিকতা বদলায়নি। বদলায়নি ক্রীড়াঙ্গনকে ঘিরে চিন্তা ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা ক্রীড়াঙ্গনের দায় অস্বীকারের সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি। এই যে ক্রীড়াঙ্গনে অস্থিরতা এবং স্থিতিশীলতা লক্ষণীয় হচ্ছে এটি কেনো? এই বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ কি বড় কম। ক্রীড়াঙ্গনে ন্যায্যবিচার, সমতা এবং মানবিক মর্যাদা ভীষণভাবে উপেক্ষিত।

আমাদের যেটা বড় করে সেটা হলো স্বপ্ন। আমরা কি সমষ্টিগতভাবে ক্রীড়াঙ্গনকে ঘিরে বড় স্বপ্ন দেখি। আমরা কী ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের নিজেকে চিনতে পারি। ক্রীড়াঙ্গন তখন গতিশীল হবে যখন আমরা অসঙ্গতিগুলোকে সংশোধিত

স্বার্থাষেষী নীতি নৈতিকতাহীন সংগঠকরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অমিত সম্ভাবনা এবং সাধনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে। সেই দুঃসময়ের অবসান ঘটাতে মানুষ এখন জেগেছে। ব্যক্তি মানুষ আর সম্মিলিত মানুষের উদ্যোগকে দুর্নীতির স্রোতে ভেসে যেতে দেওয়া যায় না। গণতন্ত্রহীনতা, মানবিক, মর্যাদাহীনতা সুশাসনের অভাবের দিনে বাংলাদেশ আর ফিরে যেতে চায় না।

অন্তর্ভুক্ত সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা। আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন—‘এটা ঠিক যে কিছুটা জোড়াতালি দিয়েই চলছে বিসিবির কার্যক্রম। আমি যখন দায়িত্ব নিই, তখন বিসিবির বেশ কয়েকজন পরিচালককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কারও সঙ্গে যে পরামর্শ করব সেই লোকই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। গঠনতন্ত্রেও অনেক জটিলতা ছিল। তখন বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে আলোচনা করে আইসিসির নির্দেশিত ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী নিয়মের মধ্য থেকে আমরা পরিবর্তন এনেছি’। বিসিবির পুনর্গঠন নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টা আরও বলেন ‘গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন পরিচালক নিতে হবে। সেটাতেও

ক্রীড়াঙ্গন জবাবদিহির অস্বীকার

ইকরামউজ্জমান

এটি হতেই পারে। এই ক্ষেত্রে যেটি গুরুত্বপূর্ণ হলো তারা কোনো ধরনের রূপরেখা অনুযায়ী ক্রীড়াঙ্গনকে সচল করবে। মন্ত্রণালয় বা জাতীয় ক্রীড়াপরিষদ তো প্রত্যেক ফেডারেশনের মাথার ওপর বসে থেকে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা করবে না। এটি করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠকদের।

বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। ছাত্র-জনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থান দেশে নতুন সময় এবং সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগানোর দায়িত্ব যাদের তাদের ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। সংস্কার শব্দটি এখন সব সময় উচ্চারিত হচ্ছে। সংস্কার মানেই পরিবর্তন। পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। পরিবর্তনকে ভালোর জন্য গ্রহণ করাটাই হলো ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয়। স্থবিরতা মানেই তো অকার্যকরী ক্রীড়াঙ্গন। ক্রীড়াঙ্গন কখনো সংকটের বাইরে নয় এটি সত্যি আর এর জন্যই প্রয়োজন বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন।

পৃথিবীর কোনো কিছুই অনিবার্য বা ‘ইনডিটেবল’ নয়। অনেক সংগঠক এখন আছেন আগামীতে তারা হয়তো থাকবে না, তাদের স্থান পূরণের

করতে পারব।

দেশের ক্রীড়াঙ্গনের বড় একটি দুর্বলতা হলো তরুণদের নিয়ে পরিকল্পনা না করা। তাদের ওপর আস্থা না রাখা। ক্রীড়াঙ্গনে পরিবর্তন চাইলে প্রথমে ক্রীড়া ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হবে।

বাংলাদেশে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পাল্টে যাবার পর থেকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রথম থেকেই যুব সমাজের ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা বড় করে তুলে ধরেছেন। নতুন প্রজন্মের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রাখার কথা সব সময়ই বলেছেন। তিনি নতুন প্রজন্মকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেন। আর এই স্বপ্ন তাঁর অনেক দিনের। তাঁর কথা হলো নতুন ঐক্যবদ্ধ প্রজন্ম পারবে সব কিছু বদলে দিয়ে নতুন সময় আনতে। আমরা আমাদের মূল্যবোধকে ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছি। ক্রীড়াঙ্গনে যুব শক্তিকে একত্রিত করে কাজে লাগাতে পারলে নতুন ক্রীড়াঙ্গনের জন্ম দেওয়া সম্ভব। ক্রীড়াঙ্গনে গড়ে উঠুক নতুন সংস্কৃতি।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ক্রীড়াঙ্গনে

সমস্যা আছে। বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থা গঠনের কাজ চলছে। সেগুলো হলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আরও পরিচালক আসবেন। বিসিবির বিভিন্ন বিভাগ ও পুনর্গঠিত হবে। এর মাধ্যমে বিসিবির কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা বাড়বে—দেশ রূপান্তর ১৮ নভেম্বর ২০২৪।

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসি মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ক্রীড়া ফেডারেশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ‘প্রতিটি ফেডারেশনের জবাবদিহি নিশ্চিত প্রতি বছর কার্যক্রমের রিপোর্ট ও অডিট রিপোর্ট দেওয়া হবে। কেউ যদি দুর্নীতি করে সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। তবে ফুটবলসহ বেশ কিছু ফেডারেশন স্বায়ত্তশাসিত। তাই সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই’—প্রথম আলো ১৮ নভেম্বর ২০২৪।

এদিকে যুব ক্রীড়া উপদেষ্টা জানিয়েছেন ‘আগে অনেক অনিয়ম হলেও এখন থেকে নির্দিষ্ট একটি নীতিমালা অনুসরণ করে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করা হবে।’ তিনি আরও বলেছেন ‘আওয়ামী লীগের আমলে দলীয় প্রভাবে অনেকে পুরস্কার পেয়েছে। আমরা এই সংক্রান্ত একটি নীতিমালা করব এবং সেটি অনুসরণ করে পুরস্কার দেওয়া হবে’—কালের কণ্ঠ ১৮ নভেম্বর ২০২৪।



জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সাবেক তারকা অ্যাথলেট মো. শাহ আলম আবারও বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। সার্চ কমিটি কতক গঠিত অ্যাডহক কমিটিতে

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াঙ্গণতকে। খাদের কিনারা থেকে তিনি দেশের অ্যাথলেটিকসকে তুলে এনে হারানো ঐহিত্য ফিরিয়ে আনতে চান। অ্যাথলেটিকসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : আপনি তো আগেও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সে সময় অ্যাথলেটিকসের মানটা কেমন ছিল?

শাহ আলম : ২০০১-০৫ ও ২০০৮-১২ দুই মেয়াদে আমি অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। এর বাইরে দুইবার সহসভাপতি ছিলাম। সে সময় অ্যাথলেটিকসের মান সম্পর্কে অন্তত একটুকু বলতে পারি, গত দেড় দশকের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। ওই সময়ে এসএ গেমসে অনেক পদক পেতাম। এখন একটা দুইটার বেশি পদক জিততে পারছি না।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন ২০০৮-১২ মেয়াদেও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু ২০১১ সালে তো



সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যক্তির ফেডারেশনে ছিলাম, তখন পর্যন্ত বলতে পারি খেলাটির মান একটা স্ট্যান্ডার্ড পর্যায় ছিল। যখনই রাজনৈতিক পরিচয়ে নির্বাচনে যাঁরা সংগঠক নন, এমন ব্যক্তির প্রবেশ করেন তখন অ্যাথলেটিকসটা আর অ্যাথলেটিকসে থাকেনি। তখন থেকেই পরিকল্পনার অভাবে অ্যাথলেটিকসের মান ক্রমশ: নিম্নমুখী হতে শুরু করে। নানারকম টুর্নামেন্ট কমে আসে। প্রশিক্ষণের নামে নামকাওয়াজে প্রশিক্ষণ হয়েছে। আদতে

আবদুর রকিব মন্টু। আপনার বেলায়ও কী এমন সংস্কৃতি দেখা যাবে?

শাহ আলম : দ্রুততম মানব ইমরানুর রহমান নিঃসন্দেহে একজন ভালো অ্যাথলেট। তবে ভবিষ্যতে আমরা একক কাউকে প্রাধান্য দিয়ে এগোবো না। অন্যসব প্রতিভা নিয়েও কাজ করব। কারণ অ্যাথলেটিকসকে এগিয়ে নিতে হলে সবাইকে দরকার। নবগঠিত কমিটি সে পথেই হাঁটবে। অ্যাথলেটদের সঙ্গে কোচ যাবেন, টেকনিক্যাল অফিসিয়াল যাবেন- এখানে আমার যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাদের সঙ্গে যাওয়া আমার কাজ নয়। আমি যেতে পারি অ্যাথলেটিকস কংগ্রেসে যেখানে আমার অফিসিয়ালিভাবে যাওয়ার রাইট আছে। অন্তত এতটুকু বলতে পারি, আমাদের বেলায় ওই ধরনের সংস্কৃতি থাকবে না। যারা যোগ্য তারা ই দলের সঙ্গে যাবেন।

প্রশ্ন : একটু পেছনে ফেরতে চাচ্ছিলাম। আপনি একসময় জাতীয় অ্যাথলেটিকস দলেরও কোচ ছিলেন। সেই দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে ঘরোয়া অ্যাথলেটিকস আন্তর্জাতিক আভিনায় আর এগোতে পারছে না কেনো?

শাহ আলম : আমি ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় এসএ গেমসে কোচ ছিলাম। এরপর ১৯৯৩ ও ১৯৯৫ সালে ষষ্ঠ ও সপ্তম এসএ গেমসেও কোচের দায়িত্ব পালন করেছি। সেসময় আমার কোচিংয়ে দক্ষিণ এশীয় গেমসের অ্যাথলেটিকসে

অ্যাথলেটিকসের হারানো ঐহিত্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব : শাহ আলম

মোরসালিন আহমেদ

আপনাকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছিল?

শাহ আলম : আমার বিরুদ্ধে আনীত অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ ঠিক নয়, বলতে পারেন তখন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলাম। একটু খোলাসাভাবে বলতে গেলে আমি ছিলাম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আদর্শের মানুষ। কিন্তু সে সময় সরকারে ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আমি যাতে সাধারণ সম্পাদক পদে থাকতে না পারি, সে জন্য আওয়ামী লীগের সংগঠকেরা তাঁদের মনগড়া অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এনে বহিষ্কার করেন। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাধারণ সভায় ৯৮ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন। অথচ এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশ কাউন্সিলরের উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সেটি না মেনে গায়ের জোরে একটি অবৈধ সিদ্ধান্তকে তৎকালীন সভাপতি এ এস এম আলী কবীর সাধারণ সভায় বৈধতা দিয়ে জায়েজ করেন।

প্রশ্ন : আপনাকে যখন রাজনৈতিক পরিচয়ের তকমা মেখে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন ওই সময়ে অ্যাথলেটিকসের মানটা আপনার চোখে কেমন ছিল?

শাহ আলম : যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অ্যাথলেটিকসের

মানসম্পন্ন অ্যাথলেট তেমন বের হয়নি। তবুও কিছু কিছু অ্যাথলেট দেশের অ্যাথলেটিকসকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন।

প্রশ্ন : অ্যাথলেটিকসে আদতে আমাদের কী ধরনের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

শাহ আলম : সত্যিকার অর্থে এ মুহূর্তে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পাওয়া কঠিন। তারপরও কিছু কিছু ইভেন্টে ভালো করার যথেষ্ট সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখছেন দেশসেরা অ্যাথলেটরা। আমি মনেকরি, সবার আগে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত দক্ষিণ এশীয় গেমস। এরপর এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, অলিম্পিক গেমস। পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগোতে পারলে অবশ্যই ভালো করতে পারব। আমাদের অ্যাথলেটদের সেই সামর্থ্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারলে কাক্ষিক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কাজেই এসব বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমাদের নবগঠিত কমিটি কাজ করবে।

প্রশ্ন : কিন্তু কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা মানেই ইমরানুর রহমান আর কর্মকর্তা বলতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক

৬টি স্বর্ণসহ অনেক রৌপ্য ও তাম্র পদক জিতেছিলেন অ্যাথলেটরা। সেসময় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে আমাদের একটা দাপটও ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় সার্কের অন্যসব দেশ এগিয়ে গেলেও আমরা নানা কারণে কেবল পিছিয়েছি। ২০০৬ সালের পর এসএ গেমস থেকে স্বর্ণপদক জিততে পারছি না। রৌপ্য আর তাম্র জয়ের সংখ্যাও কমছে। এই পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত পরিকল্পনার অভাব হতে পারে। দ্বিতীয়ত কোচিংয়ে লেফস হতে পারে। হয়ত ঠিকমতো কোচিং হয়নি। তৃতীয়ত না হয় কোয়ালিটি অ্যাথলেট পায়নি। কিংবা অ্যাথলেটিকস যেভাবে অর্গানাইজ হওয়ার কথা সেভাবে অর্গানাইজ হয়নি। অভিজ্ঞতার আলোকে আমার কাছে মনে হচ্ছে এসব কারণেই মূলত কাক্ষিক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি না।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন, এসএ গেমসে আমাদেরও দাপট ছিল। সেই প্রসঙ্গেই ফিরছি চাচ্ছি। একসময় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের প্রেস্টিজিয়াস ইভেন্ট ১০০ মিটার স্প্রিন্টে আপনার হাত ধরেই সার্কঅঞ্চলে প্রয়াত শাহ আলম ও বিমল চন্দ্র তরফদাররা দ্রুততম মানব হয়েছেন। এখন সেই মানের অ্যাথলেট উঠে আসছে না কেনো?

শাহ আলম : আপনি ঠিকই বলেছেন, একসময় এসএ গেমসে বিশেষ করে ১০০ ও ২০০ মিটার

স্পিন্টে গর্ব করার মতো একটা জায়গা ছিল। ১০০ মিটার স্পিন্টে প্রয়াত শাহ আলম এবং বিমল চন্দ্র তরফদার দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুততম মানব ছিলেন। এমন কী, ২০০ মিটার স্পিন্টে প্রয়াত মো. মাহবুব আলমও স্বর্ণ জিতেছেন। তবে এটি ঠিক, অ্যাথলেটিকসের সোনালী দিনগুলো হারিয়ে গেলেও বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সম্প্রতি সময় ইমরানুর রহমান এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিকসে ভালো করছেন। স্বর্ণপদক জিতে আমাদের গর্বিত করেছেন। সেই মানের অ্যাথলেট পেতে হলে আমাদের এখন আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কোচিং প্রোগ্রামের দিকে ঝুঁকতে হবে। সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। মানসম্পন্ন অ্যাথলেট বের করতে হলে তৃণমূল পর্যায় বেশি জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে অ্যাথলেটদেরও কমিটমেন্ট থাকতে হবে। কঠোর অনুশীলনে মনোযোগী হতে হবে। সাফল্যের পথ সুগম করতে নিয়মিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পাঠাতে হবে। ঘরোয়া অ্যাথলেটিকসকে ঢেলে সাজাতে হবে। বছরব্যাপী অ্যাথলেটদের প্রতিযোগিতায় রাখতে হবে। এভাবে যখন একটা কালচার গড়ে উঠবে তখনই দেখবেন আমরা মানসম্পন্ন অ্যাথলেট পেয়ে যাব। যারা সোনালী দিনের অ্যাথলেটিকসটা আমাদের আবার ফিরিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন : আপনি কথায় কথায় পরিকল্পনার কথা বলছেন, কোচিংয়ের কথা বলছেন, নিয়মিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দল প্রেরণের কথা বলছেন, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কথা বলছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে-আপনার দুই মেয়াদি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে দেশের অ্যাথলেটিকসটা কতটা এগিয়েছিল?

শাহ আলম : চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আমিও মনে মনে এমন প্রশ্ন আশা করছিলাম। দেখুন নিজের প্রসঙ্গে কী বলব, বললে আমি তুটাই বেশি এসে যাবে। আমার প্রথম পরিচয় আমি একজন সাবেক জাতীয় অ্যাথলেট, একসময়ের দ্রুততম মানব ও জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যাথলেট। দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে আশি-নব্বই দশকে জাতীয় অ্যাথলেটিকস দলের কোচ ছিলাম। তৃতীয় পরিচয় হলো আমি একজন সংগঠক। এসব অভিজ্ঞতার

আলোকে আমার সময়কালে অ্যাথলেটিকসের মান কেমন ছিল, প্রতিযোগিতা কেমন হত, বিদেশে দল যেত কি-না, অ্যাথলেটরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ পেতেন কি-না, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছিলাম কি-না, খেলার সুবাদে অ্যাথলেটরা বিজেএমসিসহ অন্যসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেতেন কি-না সবকিছুরই উত্তর খুঁজে পাবেন সেসময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আর সাপ্তাহিক সাময়িকীতে।

প্রশ্ন : এক যুগ পর আবারো সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে শুরুটা কিভাবে করবেন ভেবেছেন কি?

শাহ আলম : দেখুন, দীর্ঘদিন ফেডারেশনের বাইরে ছিলাম। দূর থেকে সবসময় সবার খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করতাম। কাজেই এ মুহূর্তে ঘরোয়া অ্যাথলেটিকসের কি অবস্থা, কোথায় কিভাবে সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন বাস্তবতার নিরিখে ঠিক সেভাবে জানি না। তাই জাতীয় অ্যাথলেটিকস দিয়ে শুরু করার চিন্তা-ভাবনা করছি। নবগঠিত কমিটির সভা ডেকে খুব শিগগিরই তারিখ নির্ধারণ করব। প্রতিযোগিতা মাঠে গড়ালেই বোঝা যাবে আমাদের অ্যাথলেটিকসের মানটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! বিশেষ করে অ্যাথলেট, কোচ, টেকনিক্যাল অফিসিয়ালদের পারফরম্যান্স আর কোথায় কোন ঘাটতি রয়েছে তা চিহ্নিত করা সহজ হবে। তারপর পরিকল্পনা নিয়ে এগোব।

প্রশ্ন : তারমানে নিশ্চয়ই আপনি কিছু একটা পরিকল্পনা করে রেখেছেন?

শাহ আলম : জাতীয় অ্যাথলেটিকস শেষে আমার পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞ অ্যাথলেটদের পাশাপাশি যেসব উদীয়মান আর প্রতিশ্রুতিশীল অ্যাথলেট পাব তাদের নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদি আবাসিক ক্যাম্পের মাধ্যমে নতুন আঙিকে জাতীয় অ্যাথলেটিকস দল গড়ে তোলার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে এসএ গেমসে যেসব ইভেন্টে ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে সেদিকেই এ মুহূর্তে বেশি জোর দেব। এরপর ধাপে ধাপে আমরা এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, অলিম্পিক গেমসের জন্য প্রস্তুতি নেব। বিদেশি কোচ এনে স্থানীয় কোচদের বিশেষ প্রশিক্ষণ

দেব। যারা প্রতিযোগিতার সময় বিভিন্ন টেকনিক্যাল অফিসিয়ালের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব। শুধু তাই নয়, ফেডারেশনের স্টাফদের পেশাদারিত্বের মধ্যে আনা হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন উপ-কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হবে। সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণে অ্যাথলেটদের জন্য কর্মসংস্থার পাশাপাশি নানারকম বাস্তবমুখি উদ্যোগ নেব। সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানকে অ্যাথলেটিকসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করব। সর্বোপরি সবাইকে নিয়ে আগামীদিনের সুন্দর একটি ফেডারেশন উপহার দেব।

প্রশ্ন : সার্চ কমিটি কর্তৃক গঠিত অ্যাথলেটিকসের অ্যাডহক কমিটি নিয়ে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

শাহ আলম : সার্চ কমিটি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে আমাদের একটি চমৎকার অ্যাডহক কমিটি উপহার দিয়েছেন। যেখানে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যাথলেট, সংগঠক ও কোচ রয়েছেন। পৃষ্ঠপোষক রয়েছেন। শিক্ষার্থী রয়েছেন। আমার বিশ্বাস এ কমিটি নিয়ে আমরা অ্যাথলেটিকসের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারব। তবে অ্যাথলেটিকসের আরো কিছু অন্তর্গত সংগঠক ছিলেন, যারা কমিটিতে আসতে পারেননি। আমরা তাদের বিভিন্ন উপ-কমিটিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। এক কথায় এ কমিটি পেয়ে আমি অনেক হ্যাপি।

প্রশ্ন : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সব খাত থেকে দুর্নীতি নিমূলে চেষ্টা করছেন। সেক্ষেত্রে বিগত কমিটি কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি করেছে কি-না এ ব্যাপারে তদন্ত করবে কি?

শাহ আলম : জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পর খেলাধুলাসহ সব খাত থেকে দুর্নীতি নিমূলে চেষ্টা করছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। হ্যাঁ, বিগত কমিটি কোথাও কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি করেছে কি-না তা অবশ্যই ফাইল-পত্র ঘেটে দেখব। কারণ বিগত দিনে যারা কমিটিতে ছিলেন তাদের নিয়ে প্রায়ই সংবাদমাধ্যমে নানারকম অভিযোগ পাওয়া যেত। তাই আমরা এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখব।



দুই দিনব্যাপী সোতোকান কারাতে কোচেস সেমিনার ও থ্রেডিংশন কোর্স কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে সোতোকান কারাতে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন সেন্টুসহ অন্য কর্মকর্তারা। উক্ত কোচেস সেমিনার ও থ্রেডিংশনে সারা দেশের ৮০ জন কোচ ও সহকারী কোচ অংশ নেন।

একসময় ঢাকা লিগের ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে মানুষের ঢল নেমেছে। ঢাকা স্টেডিয়াম, ধানমন্ডি মাঠে সমর্থকদের সে কী উত্তেজনা। দেশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আমদানি হওয়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেট দর্শকপ্রিয়তা হারাতে থাকে। এখন তো ঢাকা লিগে ক্লাবের একনিষ্ঠ সমর্থকদেরই সেভাবে মাঠে দেখা যায় না। লিস্ট-এ ক্রিকেট (৫০ ওভারের ঘরোয়া লিগ) থেকে দর্শক যখন মুখ ফিরিয়েছেন, সে সময়ে আবির্ভাব বিপিএল টি-টোয়েন্টি লিগের। ২০ ওভারের ম্যাচ তিন ঘণ্টার আনন্দ বিনোদন হয়ে উঠে উপভোগ্য। তাই ২০১২ সালে বিপিএলের প্রথম আসরে প্রতিটি ম্যাচে দর্শক সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। চিয়ার লিডারের উপস্থিতি নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। সেমিফাইনাল-ফাইনালে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তিলধারণের জায়গা ফাঁকা ছিল না। বিপিএলের প্রথম আসরেই বোঝা গেছে টি-টোয়েন্টি দর্শকপ্রিয়। বাংলাদেশের মানুষ ২০ ওভারের ক্রিকেটকে নিজেদের করে নিয়েছে তখন থেকেই। কিন্তু যে দর্শকেরা গাটের পয়সা খরচ করে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের মারকাটারি বিনোদন নিতে মাঠে এসেছিলেন, এখনো আসছেন তারা ঠকছেন না তো? এই প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ হলো বিপিএলের প্রথম আসর থেকে বিতর্কিত। বিসিবি কর্মকর্তারা কখনো ঠকবাজি করেছেন, কখনো ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। সব জেনে-বুঝেও দর্শক মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। লিগ পর্বের ম্যাচ দেখা নিয়ে আগের চেয়ে আগ্রহ খানিকটা কমলেও ভালো



বরিশাল বার্নাসকে। মধ্য রাতের সিদ্ধান্ত ছিল এটি। পরের দিন ম্যাচ শেষে দুরন্ত রাজশাহীর অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন তুলেছিলেন নীতিনির্ধারণকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, ‘রাতে যেনেছি চট্টগ্রামের সঙ্গে ম্যাচ, মাঠে এসে শুনি বরিশালের বিপক্ষে খেলা। এটি সত্যিই বিস্ময়কর।’ তৎকালীন সরকারি দলের স্বেচ্ছাচারিতায় প্রথম আসর থেকেই স্পট ফিক্সিংয়ের বিষ ঢুকে পড়ে বিপিএলে।

সম্ভব হয়নি। বিপিএলকে এক যুগেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি নাজমুল হাসান পাপনের বোর্ডের খামখেয়ালির কারণে। ইসমাইল হায়দার মল্লিক ও শেখ হোসেইনের বাণিজ্য লিগে পরিণত হয়েছিল বিপিএল। একইভাবে ২০১৫ সাল থেকে বিসিবি হয়ে পড়েছিল বেক্সিমকো ক্রিকেট বোর্ডে। ফলে সালমান এফ রহমান, শায়ান এফ রহমান, নাজমুল হাসান পাপন, ইসমাইল হায়দার মল্লিক ও শেখ সোহেলের কাছে কুক্ষিগত হয়েছিল

বাংলাদেশের ব্যান্ড হতে বিপিএন

সেকান্দার আলী

লাগা শেষ হয়ে যায়নি। ছুটির দিনের ম্যাচগুলোয় দর্শকের ব্যাপক উপস্থিতি তারই প্রমাণ। কিন্তু ঠকবাজি বন্ধ না করা গেলে কত দিন পাতানো ও সাজানো নাটকের ক্রিকেটে দর্শকের আগ্রহ হয়তো ধরে রাখা সম্ভব হবে না। বিপিএলে জন্ম থেকে যে কলঙ্কের দাগ লেগেছে রাতারাতি তা বিস্মৃত করা সম্ভব নাও হতে পারে। নিখুঁত বা পরিশুদ্ধ না করা গেলেও পরিশীলন করা সম্ভব বলে মনে করেন ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা। কেবল নীতিনির্ধারণকরা আন্তরিক হলেই দূষিত কাটা উপড়ে ফেলা সম্ভব। বিপিএলের প্রথম আসরে কলঙ্কের দাগ লাগে দুই ভাবে- বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল স্বেচ্ছাচারিতা করেছে; দ্বিতীয়ত, স্পট ফিক্সিংয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের কর্মকর্তারা নিয়মের তোয়াক্কা না করে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সকে সেমিফাইনালে খেলতে দেওয়া হয়নি। বিএনপি পরিবারের সামির কাদের চৌধুরীর দল হওয়ায় বিসিবির সে সময়ের পরিচালক দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল একপ্রকার জোর করে শীর্ষ চারের ম্যাচ খেলতে দেয়নি চট্টগ্রামকে। গঠনতন্ত্রের একটি ধারার ভুল ও মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ঘোষণা করে সেমিফাইনাল খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল আলিফ গ্রুপের

ঢাকা গ্যুডিয়েটরসের মালিকপক্ষ বাজি খেলে ঢাকা উপার্জনের সহজ পথ বানিয়ে নিয়েছিলেন বিপিএলকে। এ কারণেই বিশ্বের সব নামিদামী খেলোয়াড় দলে নেওয়ার পরও কোনো দিন ঢাকার সমস্যায় পড়তে হয়নি শিহাব চৌধুরীদের। ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মোহাম্মদ আশরাফুলসহ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার স্পট ফিক্সিংয়ে জড়ান। ফিক্সিংয়ের বিষয়টি ধরা পড়ে দ্বিতীয় আসরে গিয়ে। মার্শরাফি বিন মুর্তজাকে না জানিয়ে একাদশ থেকে বাদ দেওয়া, মোহাম্মদ আশরাফুলের হাতে হঠাৎ নেতৃত্ব তুলে দেওয়া, একাদশে একাধিক পরিবর্তন এবং ম্যাচ শুরু তিন ঘণ্টা আগে মিডিয়াকে একাদশ বলে দেওয়ায় সাংবাদিকরা বুঝে গিয়েছিলেন মাঠের খেলার নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে জুয়ার বোর্ডে। মিডিয়ার লেখনি এবং নানা ঘটনার অনুসন্ধান করে বিপিএলের ফিক্সিং প্রমাণ করে দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করেছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের এন্টি করাপশন ইউনিট (আকসু) বা দুর্নীতি দমন বিভাগের দুই কর্মকর্তা। কারণ, বিপিএলের প্রথম দুই আসরে আকসু ভাড়া করেছিল বিসিবি। ফিক্সিং তদন্ত, বিচারপ্রক্রিয়ার জন্য এক বছর বিরতি দিয়ে মাঠে ফিরেছিল বিপিএলে। যদিও শুদ্ধি অভিযান চালিয়েও বিপিএলকে বিস্মৃত করা

বিসিবি। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ছিলেন ইসমাইল হায়দার মল্লিক। শেখ সোহেল ছিলেন চেয়ারম্যান। এ দুই বোর্ড পরিচালক মিলে নিজেদের লাভে বাণিজ্য করতেন বিপিএলে। টিভি সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে গোপন আঁতাত, গ্র্যাউন্ডস রাইট থেকে ভাগ নেওয়া, নিজেরা কোম্পানি খুলে স্টেডিয়ামে খাবার সরবরাহ, টিকিট বিক্রির হিসেবে না দেওয়া এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন তাঁরা। বিপিএলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে শেখ সোহেল টাকা পাচার করেছেন বিদেশে। এআর রহমানকে না এনেও ছয় কোটি টাকা ভারতের একটি ব্যাংক একাউন্টে পাচার করা হয় সম্মানী দেখিয়ে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়টি ফাঁস করে দেয় সাংবাদিকদের কাছে। সরকারকে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বিপিএলে অনিয়মকে নিয়ম করে নেওয়া হয়েছে। কোটি টাকা সম্মানী নেওয়া বিদেশি ক্রিকেটারের চুক্তিতে দেখানো হয় লাখ টাকা। এ ছাড়া বিদেশি ক্রিকেটারদের সম্মানী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হস্তির মাধ্যমে পরিশোধও করা হয়। ঢাকা গ্যুডিয়েটরসের মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার পর বেক্সিমকো গ্রুপ ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়েছিল বিসিবিকে কোনো টাকা না দিয়ে। বেক্সিমকো ফার্মার দুই কর্মকর্তা পাপন ও মল্লিক সেসব

ধামাচাপা দিয়েছেন ক্ষমতার জোরে। মল্লিক-পাপনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল যেকোনো মূল্যে ঢাকা ডায়নামাইটসকে চ্যাম্পিয়ন করানো। আম্পায়ারিং, কিউরেটর থেকে শুরু করে সব ধরনের অনৈতিক সুবিধা কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন তারা। যদিও জোচ্চুরি করেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে দলটি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, রংপুর রাইডার্স, রাজশাহী কিংসের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে। মল্লিককে তোয়াজ না করায় আলিফ গ্রুপ টিকতে পারেনি বিপিএলে। বরিশাল বুলসের মালিক এমএ আওয়াল বুলুর সঙ্গে বিবাদ হয়েছে মল্লিকের। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের ন্যূনতম সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের মালিক নাফিসা কামালের সঙ্গে মল্লিকের বিবাদ লেগেই থাকত। কারণ, বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল অনিয়ম করতে গেলে প্রতিবাদী হতেন তিনি। নাফিসার বাবা আহম মুস্তফা কামাল পরিকল্পনামন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী থাকার পরেও সালমান এফ রহমানের ক্ষমতার জোড়ে মল্লিকের একনায়কত্ব বহাল ছিল। পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয় হওয়ার সুবাদে পাপন হয়ে উঠেছিলেন দেশের ক্রিকেটের স্বৈরাচার। সভাপতির ক্ষমতা বলে মল্লিক ছড়ি ঘুরাতেন সভার ওপর। বিসিবি সভাপতির চেয়েও মল্লিকের ক্ষমতা ছিল বেশি। তিনি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন চৌধুরীকে নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। মল্লিকের গাড়ি বিসিবির গেট দিয়ে ঢোকার সময় গুয়াকিটিকি বাহিনী এবং লজিস্টিক বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা গার্ড অব অনার দিতেন। ঠিক যেমন মাফিয়াদের দেওয়া হয়। এই মল্লিকের কারণেই গত এক যুগে বিপিএল স্থায়ী কাঠামো লাভ করেনি। নানাভাবে বিপিএলকে কলুষিত করেছেন তিনি। কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির বিরুদ্ধের দুর্নীতির রিপোর্ট হলেও

তদন্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তারা এ নিয়ে হতাশ ছিলেন। বিসিবি এসিইউ প্রধান সাবেক মেজর মঞ্জুর মোর্শেদ বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিপিএলের বড় দুর্বলতা ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের মূল্যায়ন না করা। আগের কমিটি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের সম্পৃক্ত করেনি। কোটি কোটি টাকা দিয়ে দল গঠন করলেও নিজেদের ম্যাচ ছাড়া বিসিবি থেকে সৌজন্য টিকিট পায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। উদাহরণস্বরূপ- কোনো দল সুপার ফোর থেকে বাদ পড়লে ফাইনালের কোনো টিকি দেওয়া হতো না। ফ্র্যাঞ্চাইজিরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিসিবির কাছে ছিল গুরুত্বহীন। আওয়ামী লীগ, যুবলীগের সম্মানসী বাহিনী দিয়ে মালিক পক্ষের লোকদের হেনস্তা এবং শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করার ঘটনাও ঘটেছে বহুবার। কথায় কথায় হুমকি দেওয়া হতো ফ্র্যাঞ্চাইজি বাতিল করার। মল্লিকের পাওয়ারে বিসিবির স্টাফরাও স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠেছিলেন। ফারুক আহমেদের বর্তমান কমিটি সেখানে পূর্বের স্বৈরাচারী সংস্কৃতি থেকে বের হতে পারে কি না দেখার বিষয়। যদিও তিনি ইতোমধ্যে বেশ কিছু ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের সঙ্গে বৈঠক করে দাবি দাওয়া শুনেছেন এবং বিসিবির সামর্থ্যের দিকটি তুলে ধরেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো প্রথম থেকেই রাজস্বের ভাগ দাবি করে এসেছে। এবারও প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি একই দাবি জানিয়েছে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদের কাছে। যদিও তিনি বলেছেন, রাজস্বের ভাগ দেওয়ার মতো আয় বিপিএল থেকে হয় না। রাজস্বের ভাগ না দিলেও কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এবার বিপিএলকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিসিবির। ফারুক আহমেদ এসিইউ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন কোনো

রকম দুর্নীতি বা সন্দেহজনক কিছু পেলে তা তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তিনটি দলের ওপর নজর রাখতে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজিদের ওপর চোখ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই দলগুলোর নাম প্রকাশ না করা হলেও বোঝা যায় নতুন দলকে ইঙ্গিত করেছেন সভাপতি। কারণ, তারা সাদামাটা দল বানিয়েছেন বিপিএলে। ফরচুন বরিশাল ছাড়া তেমন ভালো দল করেনি কেউ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের অনুপস্থিতি এবার প্রেন্সার্স ড্রাফটে টের পাওয়া গেছে। এবার বিপিএল শেষে বড় সমস্যা হতে পারে খেলোয়াড়দের সম্মানী পরিশোধ করা নিয়ে। কারণ, সাত দলের বিপিএল করতে গিয়ে একটি দলকে বিশেষ অনুরোধ করে আনতে হয়েছে। সেই দলের কর্মকর্তাদের নিয়ে ক্রিকেটে নানা ফিসফাস আছে। ভালো দিক হলো বিপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের অনুশীলনের জন্য সর্বাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে বিসিবির। ভেন্যুগুলোয় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং আন্তরিক পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারেও নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিপ্লব পরবর্তী সময়ে নতুন সরকারের অধীনে ২০২৪-২৫ সালের বিপিএল হতে যাচ্ছে বাংলাদেশকে বৈশ্বিকভাবে তুলে ধরার মাধ্যম। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিপিএলের নকশা দিয়েছেন। অলিম্পিক গেমসের অভিজ্ঞতা থেকে বৈশ্বিক তারকা এনে বিপিএলকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ উপস্থাপনা থাকবে উদ্বোধনী দিনে। দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১০ থেকে ১২টি মন্ত্রণালয় জড়িত থাকবে বিপিএলে। ফলে নতুন সময়ে নতুনত্ব আসতে পারে পঁচিশের বিপিএলে।

ডেভিস কাপ টেনিস টুর্নামেন্টের গ্রুপ ফাইভে ১৫ দলের মধ্যে ষষ্ঠ অবস্থানে থেকে আসার শেষ করেছে বাংলাদেশ। গ্রুপ ফাইভের এশিয়া/ওশেনিয়া অঞ্চলে ১৫ দলের মধ্যে সেরা ছয়ে থেকেছে লাল সবুজ প্রতিনিধিরা। বাহরাইনের ইসা টাউনে অনুষ্ঠিত আসরের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী প্লে-অফ ম্যাচে গুয়ামের কাছে ৩-০ ম্যাচ পয়েন্টে হেরে যাওয়ার কারণে এই অবস্থান হয়েছে বাংলাদেশ দলের। এর আগে গ্রুপ পর্বে পুল 'ডি'তে স্বাগতিক বাহরাইনকে পেছনে থেকে দ্বিতীয় হয় বাংলাদেশ। ডেভিস কাপে মূলত গ্রুপ ফাইভই সর্বনিম্ন স্থর হিসেবে বিবেচিত। এই স্থরে এশিয়া/ওশেনিয়া অঞ্চলে শীর্ষ দুইয়ে থাকলে গ্রুপ ফোরে ওঠার সুযোগ পেয়ে থাকে দু'টি দল। এবার এই অঞ্চল থেকে গ্রুপ ফোরে উত্তীর্ণ হয়েছে নেপাল ও ফিলিপাইন। প্লে-অফে নেপাল বাহরাইনকে এবং ফিলিপাইন নর্দার্ন মারিয়ানা আইল্যান্ডসকে হারিয়ে সেরা চারে জায়গা করে নিয়েছে।

কর্মকর্তাদের বাদ রেখে ডেভিস কাপে ৫ জন ডেভিস কাপ টেনিস টুর্নামেন্টের গ্রুপ ফাইভে ১৫ দলের মধ্যে ষষ্ঠ অবস্থানে থেকে আসার শেষ করেছে বাংলাদেশ। গ্রুপ ফাইভের এশিয়া/ওশেনিয়া অঞ্চলে ১৫ দলের মধ্যে সেরা ছয়ে থেকেছে লাল সবুজ প্রতিনিধিরা। বাহরাইনের ইসা টাউনে অনুষ্ঠিত আসরের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী প্লে-অফ ম্যাচে গুয়ামের কাছে ৩-০ ম্যাচ পয়েন্টে হেরে যাওয়ার

ডেভিস কাপ টেনিসে বাংলাদেশ ষষ্ঠ



কারণে এই অবস্থান হয়েছে বাংলাদেশ দলের। এর আগে গ্রুপ পর্বে পুল 'ডি'তে স্বাগতিক বাহরাইনকে পেছনে থেকে দ্বিতীয় হয় বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের অনুমোদনক্রমে ও বাহরাইন টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় গত ১৮ থেকে ২৪ নভেম্বর ইছা টাউনে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় স্বাগতিক বাহরাইন ছাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, ক্রুনাই, লাওস, ম্যাকাও, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, ইয়েমেন, নেপাল, তাজিকিস্তান, গুয়াম, তুর্কমেনিস্তান, নর্দার্ন ম্যারিনা আইল্যান্ড ও ফিলিপাইন অংশগ্রহণ করে।

আসার শুরুর আগে ক্যান্টেনস মিটিং এ দলসমূহকে নিয়ে ৪টি গ্রুপে বিভক্ত করে রাউন্ড রবিন লিগ ভিত্তিতে গ্রুপ পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সের মো. আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনানিবাস অফিসার্স ক্লাবের জারিফ আবরার, জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্সের মো. হানিফ মুন্না, আমেরিকান ক্লাবের মো. রুস্তম আলী এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের মো. দ্বীন ইসলাম। বাংলাদেশের মতো দেশের টেনিসে ডেভিস কাপ গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল



চ্যাম্পিয়ন আনসার দলের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিরা

জাতীয় কুস্তির দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন আনসার

ওমর ফারুক রুবেল

গত ১২ থেকে ১৪ নভেম্বর শহিদ (ক্যাপ্টেন) এম মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ৩৬তম জাতীয় সিনিয়র পুরুষ ও ১০ম জাতীয় মহিলা কুস্তি প্রতিযোগিতা। তিন দিনব্যাপী খেলা শেষে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ আনসার। পুরুষ বিভাগে বাংলাদেশ আনসার দল ৭টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৯টি পদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স আপ বিজিবি পেয়েছে ২টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৭টি পদক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৯টি পদক পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন আনসার দল পেয়েছে ৬টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জসহ মোট ১০টি পদক। রানার্স আপ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেয়েছে ৩টি স্বর্ণ ও ৪টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৭টি পদক। আর তৃতীয় হওয়া বাংলাদেশ পুলিশ দল পেয়েছে ১টি স্বর্ণ ও ৫টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৬টি পদক। খেলা শেষে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশ আনসার দলের স্পোর্টস ডিরেক্টর মো. সাজ্জাদুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান পালায়ান, যুগ্ম সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন আজাদ। এবারের প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন জেলা ও সার্ভিসেস দল হতে পুরুষ ও মহিলা ২০টি ওজন শ্রেণিতে



মোট ৩০০জন কুস্তিগীর অংশগ্রহণ করেন। কুস্তিগীরদের করুণ দশা ভারতের কুস্তিগীররা যখন অলিম্পিকে পদক জেতার নেশায় মত্ত, তখন বাংলাদেশের কুস্তিগীররা দক্ষিণ এশিয়ার গভিতেই নিজেদের আবদ্ধ রাখছেন। নেপাল এসএ গেমসে একটি রৌপ্যপদকসহ বেশ ক'টি ব্রোঞ্জ জিতেছিল বাংলাদেশ। তবে নেপালে রৌপ্য জেতা সেনাবাহিনীর নিপা এবার খুব একটা ভাল করতে পারেননি। ওজন বেশি হওয়ায় এবার বাদ পড়েছেন আগোভাগেই। এছাড়া এসএ গেমসে ব্রোঞ্জ জয়ী রোজি কিংবা লাকির দশাও একই। এসএ গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেলেও জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণ জিতে পারেননি তারা। চিং সানুর চমক মেয়েদের ৭৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে চমক দেখিয়েছেন সেনাবাহিনীর চিংসানু মারমা। এই ইভেন্টে নিয়মিত স্বর্ণ জেতা আনসারের রোজিনা আজারকে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি। পরে স্বর্ণপদকও জিতে নিয়েছেন সেনাবাহিনীর এই কুস্তিগীর।

জাতীয় দলে নতুন কুস্তিগীর

এবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সিনিয়র কুস্তিগীরদের খেলা দেখে হতাশ ফেডারেশনের কর্মকর্তারা। তাই আসন্ন এসএ গেমসের জন্য নতুনদের নিয়ে জাতীয় দল গঠন করা হবে বলে জানান ফেডারেশনের

যুগ্ম সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন আজাদ, 'এবারের আসরে ভাল পারফরম্যান্স দেখাতে পারেননি তারকা কুস্তিগীররা। তাই আমরা আগামী এসএ গেমসের জন্য নতুন কুস্তিগীরদের নিয়ে জাতীয় দল সাজাবো। যাতে ভবিষ্যতে আরও ভাল কিছু পদক জিতে আনতে পারি।' কুস্তির রানী শিরিনের ময়মনসিংহের একটি ব্রোঞ্জ দেশের কুস্তির অন্যতম পোস্টার গার্ল ছিলেন শিরিন সুলতানা। এক সময় এশিয়ান গেমসে খেলেছেন। ইসলামি সলিডারিটি গেমসে ব্রোঞ্জও জিতেছেন। সেই শিরিন এখন পুরোদস্তুর সংগঠক। নিজ জেলা ময়মনসিংহের কুস্তিগীরদের নিয়ে দল গড়েছেন এবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে। পুরুষ বিভাগে অংশ নিয়েছে শিরিনের ময়মনসিংহ দল। ৫৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে ইমরান হুদা জনি ব্রোঞ্জপদক জিতে জানান দিলেন কুস্তির রানী শিরিনের শিষ্যরা আগামীতে স্বর্ণপদক জেতার জন্যই আসবে। এই কুস্তিগীরকে নিয়ে আশাবাদি শিরিন, 'বয়স কম, খেলেও ভাল জনি। ঠিক মতো নার্সিং পেলে জনি একটি দেশের জন্য স্বর্ণপদক কুড়িয়ে আনতে পারবে।'

চূড়ান্ত ফল

পুরুষ

৫৭ কেজি ওজন শ্রেণি

নাম	সংস্থা	পদক
হুমায়ুন কবির	আনসার	স্বর্ণ

বেলাল	সেনাবাহিনী	রৌপ্য
বাবর মোল্লা	নড়াইল	ব্রোঞ্জ
ইমরান হুদা জনি	ময়মনসিংহ	ব্রোঞ্জ

৬১ কেজি ওজন শ্রেণি

মাহবুবুর রহমান	আনসার	স্বর্ণ
রবিউল ইসলাম	রংপুর	রৌপ্য
মিঠুন রায়	দিনাজপুর	ব্রোঞ্জ
রোমান	কিশোরগঞ্জ	ব্রোঞ্জ

৬৫ কেজি ওজন শ্রেণি

আবদুস সাত্তার	আনসার	স্বর্ণ
শিবলু	বিজিবি	রৌপ্য
সাজ্জাদ	সেনাবাহিনী	ব্রোঞ্জ
আকাশ চন্দ্র রায়	রংপুর	ব্রোঞ্জ

৭০ কেজি ওজন শ্রেণি

দিপু	আনসার	স্বর্ণ
জুয়েল	সেনাবাহিনী	রৌপ্য
সিরাজুল ইসলাম	বিজিবি	ব্রোঞ্জ
শফিকুল	খুলনা	ব্রোঞ্জ

৭৪ কেজি ওজন শ্রেণি

মো. মাহফুজ	সেনাবাহিনী	স্বর্ণ
অংক্যাচিং মারমা	বিজিবি	রৌপ্য
রাহিকুল	আনসার	ব্রোঞ্জ
হুদয়	নড়াইল	ব্রোঞ্জ

৭৯ কেজি ওজন শ্রেণি

দিপু চন্দ্র রায়	বিজিবি	স্বর্ণ
রাজু ইসলাম	সেনাবাহিনী	রৌপ্য
জিহাদ	পুলিশ	ব্রোঞ্জ



স্বর্ণ জয়ী আনসারের দোলা (উপরে)

পথিক রায়	দিনাজপুর	ব্রোঞ্জ
৮৬ কেজি ওজন শ্রেণি		
আলী আমজাদ	আনসার	স্বর্ণ
আল রাজীব	বিজিবি	রৌপ্য
মোস্তফা	সেনাবাহিনী	ব্রোঞ্জ
খান শাকিব	খুলনা	ব্রোঞ্জ

৯২ কেজি ওজন শ্রেণি		
ফয়সাল	আনসার	স্বর্ণ
বিপ্লব কুমার	বিজিবি	রৌপ্য
শাহেদ আলী	সেনাবাহিনী	ব্রোঞ্জ
হাবিব	পুলিশ	ব্রোঞ্জ

৯৭ কেজি ওজন শ্রেণি		
আবদুর রশিদ	বিজিবি	স্বর্ণ
খান রাকিব	আনসার	রৌপ্য
আল মামুন	সেনাবাহিনী	ব্রোঞ্জ

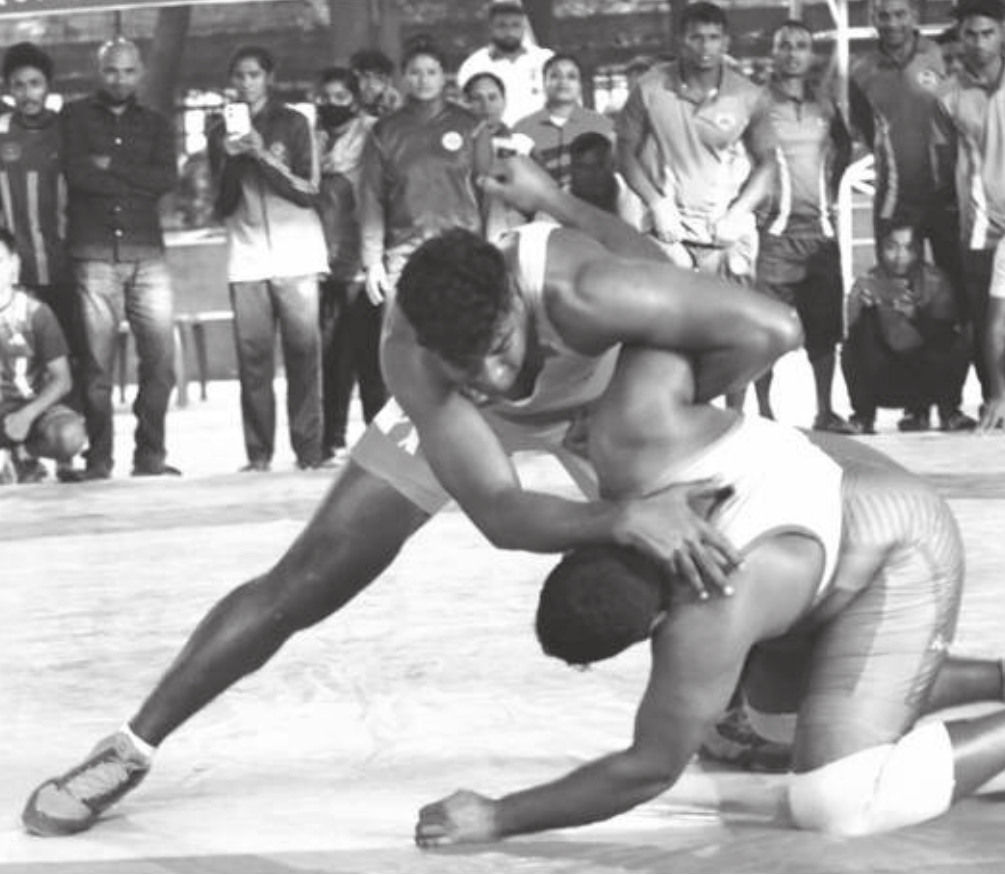
১২৫ কেজি ওজন শ্রেণি		
লিটন বিশ্বাস	আনসার	স্বর্ণ
খান সাকির	সেনাবাহিনী	রৌপ্য
রায়হান রেজা	পুলিশ	ব্রোঞ্জ
আশিক বিল্লাহ	খুলনা	ব্রোঞ্জ

দলগত পদক তালিকা (পুরুষ)

সংস্থা	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আনসার	৭	১	১	৯
বিজিবি	২	৪	১	৭
সেনাবাহিনী	১	৪	৪	৯
রংপুর	০	১	১	২
বাংলাদেশ পুলিশ	০	০	৩	৩
খুলনা	০	০	৩	৩
দিনাজপুর	০	০	২	২
নড়াইল	০	০	২	২
কিশোরগঞ্জ	০	০	১	১
ময়মনসিংহ	০	০	১	১
মোট	১০	১০	১৯	৩৯

বি. দ্র: ৯৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে কুস্তিগির কম থাকায় একটি ব্রোঞ্জপদক দেওয়া হয়।





স্বর্ণ জয়ী আনসারের লিটন বিশ্বাস

মহিলা

৫০ কেজি ওজন শ্রেণি

মিম	আনসার	স্বর্ণ
রিংকু বিশ্বাস	নড়াইল	রৌপ্য
সৃষ্টি রায়	দিনাজপুর	ব্রোঞ্জ
মুক্তি রানী	রাজশাহী	ব্রোঞ্জ

৫৩ কেজি ওজন শ্রেণি

মাসিনু মারমা	আনসার	স্বর্ণ
মৌ	যশোর	রৌপ্য
নিকিতা দাস	দিনাজপুর	ব্রোঞ্জ
পূজা দাস	নড়াইল	ব্রোঞ্জ

৫৫ কেজি ওজন শ্রেণি

প্রীতি রানী দাস	সেনাবাহিনী	স্বর্ণ
লামিয়া খাতুন	নড়াইল	রৌপ্য
হাসিয়া খাতুন	পুলিশ	ব্রোঞ্জ
রেজিয়া সুলতানা	আনসার	ব্রোঞ্জ

৫৭ কেজি ওজন শ্রেণি

স্বপ্না	আনসার	স্বর্ণ
ফরিদা ইয়াসমিন	সেনাবাহিনী	রৌপ্য
শায়লা খানম	নড়াইল	ব্রোঞ্জ

৫৯ কেজি ওজন শ্রেণি

শুকান্তি বিশ্বাস	আনসার	স্বর্ণ
সাথী খানম	নড়াইল	রৌপ্য
বৃষ্টি	পুলিশ	ব্রোঞ্জ
ফাতেমা	যশোর	ব্রোঞ্জ

৬২ কেজি ওজন শ্রেণি

নাম	সংস্থা	পদক
মরিয়ম	আনসার	স্বর্ণ
নিপা	সেনাবাহিনী	রৌপ্য
মামুনা খাতুন	পুলিশ	ব্রোঞ্জ
সুবর্ণা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ব্রোঞ্জ

৬৫ কেজি ওজন শ্রেণি

দোলা	আনসার	স্বর্ণ
হ্যাপী	সেনাবাহিনী	রৌপ্য

হাবিবা জাহান অপ্পুলিশ ব্রোঞ্জ
মালিহা আফরিন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্রোঞ্জ

৬৮ কেজি ওজন শ্রেণি

হালিমা	পুলিশ	স্বর্ণ
রুমা সুলতানা	সেনাবাহিনী	রৌপ্য
তাসমি আক্তার	রাজশাহী	ব্রোঞ্জ
কাজল আক্তার	আনসার	ব্রোঞ্জ

৭২ কেজি ওজন শ্রেণি

রীনা আক্তার	সেনাবাহিনী	স্বর্ণ
লাকী আক্তার	আনসার	রৌপ্য
মোহনা খাতুন	খুলনা	ব্রোঞ্জ
সাবরিনা আক্তার	রাজশাহী	ব্রোঞ্জ

৭৬ কেজি ওজন শ্রেণি

চিংসানু মারমা	সেনাবাহিনী	স্বর্ণ
আশরাফুল্লাহা	রাজশাহী	রৌপ্য
রনি বেগম	পুলিশ	ব্রোঞ্জ
রোজিনা আক্তার	আনসার	ব্রোঞ্জ

দলীয় পদক তালিকা (মহিলা)

সংস্থা	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আনসার	৬	১	৩	১০
সেনাবাহিনী	৩	৪	০	৭
পুলিশ	১	০	৫	৬
নড়াইল	০	৩	২	৫
রাজশাহী	০	১	৩	৪
যশোর	০	১	১	২
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০	০	২	২
দিনাজপুর	০	০	২	২
খুলনা	০	০	১	১

মোট ১০ ১০ ১৯ ৩৯
বি.দ্র. ৫৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে পর্যাণ্ট কুস্তিগির না থাকায় একটি ব্রোঞ্জ দেওয়া হয়েছে।

ত্যাগ-তিতিক্ষা আর ভালোবাসা

ফারুক হোসেন খান

সার্ব গেমসে মেয়েদের দল দ্বিতীয়বার জয়
ভারত হারলো, নেপাল হারলো, ভুটান খেলো ছয়।
সার্ব ফুটবলে মেয়ের দলে জিতলো হেসে হেসে
হাসিমুখে ঘরে ফেরে ছাদ খোলা বাসে।
ক্রীড়া দফতর নগদ দিল এক কোটি টাকা,
বাড়ি-গাড়ি সবই পাবে ঢাকায় যাবে থাকা।

প্রথম হতে খেলোয়াড়দের দেখাশোনা করে
সব কৃতিত্ব লেখা রবে ছোটন স্যারের ঘরে।
রক্ষণশীল পরিবারে গরিব ঘরের মেয়ে
অনেক দিন তো কেটে যায়, আধা বেলা খেয়ে।
হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলা চিরচেনা রীতি
চারদিক সজাগ দৃষ্টি গ্রামের সমাজ পতি।

গুরু থেকে ভারত সেরা সার্বের সকল খেলায়
ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন সার্বের মিলন মেলায়।
দুবার ফাইনালে গিয়ে দুবার করলো জয়
ঋতুপর্ণার নৈপুণ্য কভু তো ভোলার নয়।
মেসি-খ্যাত তরুরা খাতুন দিয়ে গোলের পরে গোল
কলসিন্দুর গ্রামে তাই আনন্দের হিল্লোল।

সাবিহা আলম ফুটবল খেলেন বাচ্চা পেটে নিয়ে
দেশের জন্য শহীদ হলেন নিজের জীবন দিয়ে,
ত্যাগ তিতিক্ষা-ভালোবাসা অমর অবদান
যুগে যুগে সুধীজনে গাইবে তাদের গান।

ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তান দিনের নানা কথা-৩৭

ইকবাল কবির

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়ে উঠে ফুটবল। এর মূল কারণই ছিল লিগের সব ক্লাবগুলোতেই বাংলাদেশি ফুটবলারদের অংশগ্রহণ। ছিল না কোনো কোটা বৈষম্য। ছিল না পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, করাচি বা মাকরানি খেলোয়াড়দের প্রাধান্য। জনপ্রিয় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাব, পুরান ঢাকার রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি, তৎকালীন বিআইডিসির সঙ্গে লিগ চ্যাম্পিয়ানের লড়াইয়ে নতুন দল আবাহনী ক্রীড়া চক্রের শিরোপা লড়াইয়ে ঢাকার ফুটবল জেগে উঠেছিল নতুন জনপ্রিয়তায়। ফুটবল জনপ্রিয়তায় গা ভাসিয়ে উন্মাদনায় মেতে উঠা পুরান ঢাকার আদি বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেন দেলু। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঢাকা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে পা রাখেন। পুরান ঢাকায় তখন ফুটবলের উত্তাল জোয়ার। পাড়া-মহল্লায় ঘরে ঘরে ফুটবল উন্মাদনার ঢেউ। আর ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল ঢেউ উঠেছিল মূলত: ঢাকার জনপ্রিয় ফুটবল দল মোহামেডান-আবাহনীকে ঘিরেই। সত্তর দশকের মাঝামাঝি পঁচাত্তর সালে মোহামেডান আবাহনী কে ৪-০ গোলে হারানোর পর এলাকায় মোহামেডান সাপোর্টাররা আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন, বলেন দেলু। বয়স তখন কত ১১/১২। পাড়ার প্রায় সবাই মোহামেডানের সাপোর্টার। মাঠে গিয়ে খেলা না দেখলেও আনন্দ উল্লাসে কমতি ছিল না। মহল্লায় বড় ভাই, বেলায়েত, মায়া, রবি, বোরহান, আনোয়ার হোসেন, সিরাজ, মিন্টুসহ একঝাক ফুটবলপাগল মোহামেডান সাপোর্টার খেলা শেষে মহল্লায় ফিরে মোহামেডানের জয়, কে কার পাসে গোল করে, কীভাবে গোল হয়, এর বর্ণনা দিতেন ছোট ভাই ও ঢাকা স্টেডিয়ামে না যাওয়া সাপোর্টারদের কাছে। আর এভাবেই দেলু হয়ে উঠেন সাদা-কালো জার্সির মোহামেডান একনিষ্ঠ সাপোর্টার। ছোট ভাই সোবান তারও আগে হয়ে উঠেন মোহামেডানের কটর সাপোর্টার। ছোটবেলা থেকেই পাড়া-মহল্লায় সাদার ওপর আড়াআড়ি কালো রেখার তিন দাগের ঢাকা মোহামেডানের পতাকা উড়াতে শুরু করেন।

১৯৭৬ সালে লিগের প্রথম পর্বে মোহামেডান আবাহনীর কাছে ০-১ গোলে হেরে গেলে মহল্লার আরেক ফুটবল পাগল সোনা মিয়া ঢাকা ওয়াডারার্স ক্লাবের সাপোর্ট ছেড়ে আবাহনীর সমর্থন করা শুরু করেন। সেই সঙ্গে তার নেতৃত্বে এলাকায় বাড়তে থাকে আবাহনীর সমর্থক। পুরান ঢাকার হাজারীবাগ বটতলা এলাকায় আস্তে আস্তে মোহামেডান-আবাহনীর দুই শিবিরে বিভক্ত হতে শুরু করে। মোহামেডান-আবাহনীর খেলা মাঠে গড়াবার আগেই সকাল থেকেই শুরু হয় সাদা-কালো আর নীল হলুদের পতাকা উড়ানোর

প্রতিযোগিতা। আর কে জিতবে, চলে জয়-পরাজয়ের যুক্তি-তর্কের লড়াই। কখনো কখনো খেলার আগেই মহল্লায়ই তর্ক যুদ্ধ আর হাতাহাতি শুরু হয়ে যেত। পাড়ার মুরব্বিদের এসে থামাতেন। ফুটবলের সেই সময়কার উন্মাদনা ও আনন্দ-উল্লাসের স্মৃতিচারণা এ ভাবেই বর্ণনা করছিলেন, ফুটবলপাগল দেলু। সত্তর থেকে নব্বই দশকের ফুটবল উন্মাদনা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে ইতিহাস হয়ে আছে উল্লেখ করে বলেন, মোহামেডানের খেলার আগের রাত থেকেই ঘুম আসত না খেলার টেনশনে। বিশেষ করে বড় দল তথা তৎকালীন বিআইডিসি, ঢাকা ওয়াডারার্স, আবাহনী, ব্রাদার্স, ওয়াপদা, পিডারিউডির সঙ্গে খেলার দিন। সারাদিনের টেনশন কেটে যেত বিকেল মোহামেডানের জয়ের মধ্যে দিয়ে। ১৯৭৫/৭৬ সালে প্রধান বড় কয়েকটি দল ছাড়া অন্যদের সঙ্গে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো না। যেমন দিলকুশা, ভিক্টোরিয়া, আজাদ স্পোর্টিং, ওয়ারী, ইস্ট এন্ড, পুলিশ এসসি, ফায়ার সার্ভিস, বিজি প্রেসসহ অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দল



দেলোয়ার হোসেন দেলু

হলে আলোচনা হতো আজ কয় গোলে জিতবে। কে কয়টা গোল দেবে, এগুলো নিয়ে।

ফুটবলপাগল দেলু বলেন, ১৯৭৭ সালে আবাহনী লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন এবং ওই বছর মোহামেডান সুপার লিগে একটি খেলায়ও জয় না পাওয়ায় শূন্য পয়েন্টে সর্বশেষ স্থান পাওয়ায় রাতারাতি আবাহনীর সাপোর্টার বেড়ে যায়। ঢাকাসহ সারা দেশেই আবাহনী-মোহামেডানকে ঘিরেই দেশ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে ফুটবলের জোয়ার তৈরি হয়, যা নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত প্রবাহমান ছিল। এখন ফুটবলের আর সেই উন্মাদনা ও উত্তাল ঢেউ নাই। হারিয়ে গেছে



ফুটবলের জনপ্রিয়তা। ১৯৭৬ সাল। মোহামেডান-আবাহনীর ফাইনাল খেলা। যে করেই হোক ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রিয় দল মোহামেডানের খেলা সরাসরি মাঠে গিয়ে দেখতেই হবেই। এর আগে সেমিফাইনাল দুটিই দেখেছেন টেলিভিশনে। তাই রাতেও ঠিকমতো ঘুম হয়নি। মাথায় শুধুই মোহামেডান-আবাহনীর ফাইনাল খেলা আর খেলার ফলাফল ঘুরপাক খাচ্ছিল। সকাল থেকেই এলাকায় মোহামেডান-আবাহনীর সাপোর্টারদের মধ্যে উত্তেজনা। তবে তখনো এলাকায় আবাহনীর ব্যাপক হারে সাপোর্টার তৈরি হয়নি। এলাকার আবাহনীর সাপোর্টার সোনা মিয়া তার চেলাপেলাদের নিয়ে খেলা দেখতে ঢাকা স্টেডিয়ামে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আর সবাই কে সংগঠিত করছিলেন। তার সাপোর্টারদের বেশির ভাগ শিশু-কিশোর। যেমন মঞ্জু, মুসা, গোলাপ, আতিক, বাটা শামসু, বিডিআর ৫ নম্বর গেটের ফজলুসহ একঝাক শিশু-কিশোর তরুণদের নিয়ে মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। অপর দিকে মোহামেডানের সাপোর্টার বড় ভাইরা হলেন বেলায়েত, মায়া, বোরহান, আলী, সিরাজ, গিয়াসউদ্দীন, মিন্টু, শমশের আলী, দিপু, জানু, আব্দুল হক, ইউসুফসহ প্রমুখ। বিরাট মোহামেডান কাফেলা। উভয় দলের সমর্থকরা এক একটি সাইকেলে দু'তিনজন করে নিয়ে একসঙ্গে ঢাকা স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্য রওনা হলেও গ্যালারিতে গিয়ে বিভক্ত হয়ে পরতেন। সেই দিন জীবনে প্রথম ঢাকা স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলার দেখার আনন্দ আজও দেলুর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ প্রিয় দল মোহামেডান আবাহনীকে ২-০ গোলে হারিয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ন ও লিগ পর্বে হারার প্রতিশোধ নিয়েছিল। মেজর হাফিজই দুটি গোল করেছিলেন। দেলু মোহামেডানের সাপোর্টার হলেও বন্ধুদের অনেকেই আবাহনীর সাপোর্টার হওয়ায় তাদের সঙ্গে আবাহনীর খেলা দেখতে যেতেন। আবাহনীর-ব্রাদার্সের খেলায় রেফারির একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে মাঠে দুই পক্ষের খেলোয়াড় ও গ্যালারিতে সাপোর্টারদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের সেল মারতে শুরু করে। চোখের জ্বালাপোড়া ঘটনা নিয়ে ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে দৌড়ে সচিবালয়ের পাশের মসজিদের অজুখানার পানিতে চোখমুখ ধুয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই দুঃসহ স্মৃতি আজও তাকে তাড়া করে। তবে ঘটনার সাল ঠিক মনে করতে পারেননি।

মানুষের বিনোদনের প্রধান আকর্ষণই ছিল ফুটবল। শুধু খেলা দেখা নয়। পাড়া-মহল্লায় উন্মুক্ত মাঠগুলোয় আমরা সময় পেলেই বল নিয়ে মাঠে নেমে যেতাম। শত শত শিশু-কিশোররা ফুটবল খেলে আনন্দে সময় কাটাত।

৪৮ বর্ষ ৮ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. ২০২২
২. তিনবার
৩. ৩-১

৪৮ বর্ষ ৮ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

আবদুল্লাহ সরকার সিয়াম
বাসা-৪, রেড-২, ব্লক- জে,
আফতাব নগর, ঢাকা;

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রাস্ট চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।-সম্পাদক

৪৮ বর্ষ ৮ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরে বাংলা রোড, (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ২। এম বদরুল ইসলাম বাবু, প্রযত্নে- জরিণা ম্যানশন (৩য় তলা) ৩৭ নং ওয়ার্ড, মুনির নগর, বন্দর, চট্টগ্রাম; ৩। প্রত্যয়ী রায়, এনজেল ভিউ-১ ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৪। মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৫। রূপম দস্তিদার, জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪২৮ জামাল খান দোস্ত মসজিদ কলোনী, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৬। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০, আসকারদিঘীর পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৭। অমিত দস্তিদার মন, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৮। অনুরা নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম; ৯। আবদুল্লাহ সরকার সিয়াম, বাসা-৪, রেড-২, ব্লক- জে, আফতাব নগর, ঢাকা; ১০। মো. গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম- আলী সাহরদী, পোস্ট- মদনগঞ্জ, থানা- বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ; ১১। সুমাইয়া আক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, বাঘরপুর কমিনিউটি ক্লিনিক, বাঘরপুর, চান্দা, চাঁদপুর; ১২। আ. কাদের সরকার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৩। আক্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৪। মহিমা বেগম, গ্রাম- দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলাবাদ, থানা-চকরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ১৫। মো. ফরিদ উদ্দিন (আক্তার) গ্রাম- মাম্দারী, পোস্ট- পাটবাজার, থানা+জেলা- লক্ষ্মীপুর; ১৬। মো. জাকির উল্লাহ (পাতা) সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গত পাঠক ফোরাম, ঢাকা; ১৭। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ১৮। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ১৯। তুহিন (বিএসসি) দিনমনিরহাট, সদর, নোয়াখালী; ২০। মো. ফাতেহ কাওহার, এসও, জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী,

‘পাঞ্চিক ক্রীড়াঙ্গত’ পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঞ্চিক ক্রীড়াঙ্গত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে।
- সম্পাদক

‘ক্রীড়াঙ্গত’ কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ১০ সংখ্যা ■ ১ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রশ্ন : বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোন ক্লাব?

প্রশ্ন : সদ্য সফরকারী মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলাদেশ কয়টি ম্যাচ খেলে?

প্রশ্ন : সদ্য সফরকারী মালদ্বীপের বিপক্ষে জয়ী ম্যাচে বাংলাদেশের কে কে গোল করেন?

উত্তর : ১)

উত্তর : ২)

উত্তর : ৩)

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা :

মোবাইল :

ঢাকা-১২০৪; ২১। মো. জহুরুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিস, রাজশাহী; ২২। একে এম মকবুল হোসাইন, বেনী চাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া; ২২। মো. রাফি, ধুপচাচিয়া, বগুড়া।

একাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। নূর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ২। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৩। সোহেল মোল্লা ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৪। সেলিম মোহাম্মদ আব্দুল নাসিম ১২৬১ শেরশাহ রোড, বটতলী, উত্তর বালুবাড়ী, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর; ৫। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন, ইইই (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর, বরিশাল; ৬। সানজিদা আক্তার সাজিদা,

প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৭। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৮। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন্স সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৯। মানজুর আরমান দীপ্র, বিকম, স্টুডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রোড- ২৯/এ, বাড়ি- ১/বি/১, মিরপুর-১২ পল্লবী বিলপাড়, ঢাকা; ১০। মো. রেহা তামামুল হক, মিরপুর-১, আনসার ক্যাম্প, ঢাকা; ১১। ফাহিম, বাড়ি-২১, রোড-৮, সেক্টর-৩, উত্তরা ঢাকা; ১২। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা;

চিটাগাং ক্লাবে ইসলাম মিয়া স্মৃতি আন্তঃস্কুল দাবা টুর্নামেন্ট

চিটাগাং ক্লাব লিমিটেড আয়োজিত দুই দিনব্যাপী ইসলাম মিয়া স্মৃতি দাবা টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২ নভেম্বর সম্পন্ন হয়। এই দাবা প্রতিযোগিতায় ৬ গেমের খেলায় ১০ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল দল এবং ৯ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স আপ হয় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল দল। চ্যাম্পিয়ন দলে ছিলেন আরভিন দেব, আবিদ মাহদি সাদ, জায়াবর নুর জারিফ, সুরিদ দে ও ফারহান নুর। রানার্সআপ দলে ছিলেন মো. হাসিবুল হাসান, মঈনউদ্দিন, সালাম বিল্লাহ, আবদুল হামিদ ও আরিয়াতুল আবরার শদ্দিক। বেস্ট প্লেয়ার হন হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনিন্দ্য দীপ বিজয়, ইস্পাহানি আদর্শ হাইস্কুলের সৃজন সূত্রধর, বিএএফ শাহীন কলেজ চট্টগ্রামের রাজিত বড়ুয়া দীপন্ত, সরকারি মুসলিম হাইস্কুলের রুবায়েত আরাফ এবং বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট স্কুলের মো. মিশকাত উদ্দিন খান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দেশের প্রথম মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিসিএল দাবা বিভাগের মেম্বর ইনচার্জ তৌফিক ফরহাদ নুর। উল্লেখ্য চিটাগাং ক্লাবে প্রথমবার ৬ রাউন্ডের সুইচ লিগ এই আন্তঃস্কুল র‍্যাপিড দাবা টুর্নামেন্টে স্বাগতিক চিটাগাং ক্লাবসহ আরও ২৮টি স্কুলের ১৪৮ জন প্রতিযোগী এতে অংশ নেয়।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইশহাক হাবীবুল্লাহ

আক্ষেপ নিয়ে বিদায়

মো. মনির উদ্দিন



বিসিবির পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন



বাংলাদেশের ক্রিকেটে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের সংস্কৃতি এখনো সেভাবে তৈরি হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিকেটারদের

নীরবে-নিভৃতে অঘোষিতভাবে ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনাই ঘটে আসছে এত দিন। অতঃপর দৃশ্যপট কিছুটা বদলাতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগে ভারত সফরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। সম্প্রতি ঘোষণা দিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে জাকজমকপূর্ণভাবে সরে দাঁড়িয়েছেন ইমরুল কায়েস। এর মধ্যে লাল বলের ক্রিকেটকে গুডবাই বলে দিয়েছেন ফরহাদ হোসেনও।

ফরহাদ হোসেন নামটি ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে সেভাবে পরিচিত হওয়ার কথা নয়। জীবনের ৩৭ বসন্ত পেরিয়ে আসা এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের পেশাদার ক্রিকেট ক্যারিয়ার প্রায় ১৯ বছরের। কিন্তু দীর্ঘ এই সময় তিনি যে কখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাননি। কোনো সংস্করণে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে তুলতে না পারলেও মৌসুমের পর মৌসুম খেলে গেছেন ঘরোয়া ক্রিকেট। কুড়ি ওভার, পঞ্চাশ ওভার ও লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেটে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

অতঃপর থামল ফরহাদ হোসেনের পথচলা। বলে-কয়ে ঘোষণা দিয়ে তবেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ছাড়লেন এই অভিজ্ঞ ডানহাতি ব্যাটসম্যান। জাতীয় ক্রিকেট লিগে রাজশাহী বিভাগের হয়ে খেলা ফরহাদ চতুর্থ রাউন্ডে রংপুর বিভাগের বিপক্ষে ম্যাচের মাধ্যমে সাদা পোশাকের ক্রিকেট-অধ্যায়ের ইতি টানেন। রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে বিদায়ী ম্যাচে ৪ নম্বরে নেমে উভয় ইনিংসে উইকেটে সেট হয়েও বড় স্কোর গড়তে পারেননি, প্রথম ইনিংসে ৫০ বলে ২৬ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ বলে ৯ রান করে আউট হয়ে যান। রাজশাহী ম্যাচটা হারে ১০১ রানে। শেষটায় ফরহাদের ব্যাট না হাসলেও এবারের এনসিএল শুরু করেছিলেন খুলনা বিভাগের বিপক্ষে ৯৩ রানের দুর্দান্ত একটা ইনিংস দিয়ে। পরের ৬ ইনিংসে অবশ্য

আর সুবিধা করতে পারেননি। ম্যাচ শেষে সতীর্থ ক্রিকেটারদের স্বাক্ষরিত জার্সি উপহার দেওয়া হয় তাঁকে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্বাচক হান্নান সরকার আরক ক্রেস্ট তুলে দেন ফরহাদের হাতে। বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় দল ও রাজশাহীর সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটও।

২০০৫ সালের মার্চে জাতীয় ক্রিকেট লিগে ঘরের মাঠে রাজশাহী বিভাগের হয়ে বরিশাল বিভাগের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল ফরহাদ হোসেনের, শেষ করলেন ২০২৪ সালের নভেম্বরে একই দলের জার্সি গায়ে। মার্চের ১৯ বছরে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেটে খেলেছেন সবমিলিয়ে ১৬১ ম্যাচ। যেখানে ২৭৫ ইনিংসে জমা করেছেন ৩৫.৯৭ গড়ে ৯০৬৫ রান, সেঞ্চুরি ১৮টি, হাফ সেঞ্চুরি ৪৬টি, সর্বোচ্চ ২১৬। এ ছাড়া ১৩৫টি লিস্ট 'এ' ম্যাচে তাঁর রান ৩৩০৪, গড় ২৮.২৩, সেঞ্চুরি নেই, ফিফটি ২০টি, সর্বোচ্চ ৯৩। অনিয়মিতভাবে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ৩৫টি, ১৯.৭৮ গড়ে ৩৭৬ রান (সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪১) জানান দিচ্ছে এই সংস্করণে মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। অন্যদিকে অকেশনাল অফস্পিনার হিসেবে হাত ঘুরিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পেয়েছেন ১৬৫ উইকেট, লিস্ট 'এ' ও টি-টোয়েন্টিতে উইকেট সংখ্যা যথাক্রমে ৩০ ও ৯।

মুখ ফুটে বলেননি যদিও, বিদায়বেলায় একটু আক্ষেপ না থেকে পারে না ফরহাদ হোসেনের। ঘরোয়া ক্রিকেটে বছরের পর বছর রান করে টিকে থাকলেও বাংলাদেশের জার্সি গায়ে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচও যে খেলা হলো না—এই আফসোস নিশ্চয় বয়ে বেড়াবেন তিনি। এতেই হয়ে হয়ে গেছে 'মন খারাপের' অন্যরকম একটা রেকর্ড! বাংলাদেশের হয়ে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলে সবচেয়ে বেশি ১৬১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার রেকর্ডের মালিক ফরহাদ! সাদা পোশাক আর লাল বলে তাঁর লম্বা ক্যারিয়ারে ১২৭টি ম্যাচ খেলেছেন রাজশাহী বিভাগের হয়ে। বিসিএলে উত্তরাঞ্চলের হয়ে ৩০টি এবং দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে ১টি ম্যাচ খেলা ফরহাদ বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে খেলেছেন অন্য ৩টি ম্যাচ। কখনো জাতীয় দলে সুযোগ না পেলেও



বিদায়বেলায় ফুল হাতেও যেন মন খারাপ ছিল ফরহাদ হোসেনের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৬১ ম্যাচ খেলার পরও বাংলাদেশের হয়ে একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচও খেলার সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ নিশ্চয় ছিল তাঁর হৃদয়ে...

তিনি বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) ও বিসিবি একাডেমি এবং বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে কিছু ম্যাচ খেলেছেন।

ফরহাদের দুর্ভাগ্যের রেকর্ডের তালিকার কাছাকাছি আছেন ইমতিয়াজ হোসেন তান্না। সিলেট বিভাগের এই ওপেনার ১৫৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৭৩৫৫ রান করলেও কখনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। ১৫৩ ম্যাচের ১৪৫টি জাতীয় লিগে খেলেছেন ইমতিয়াজ, যেটি টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড। ফরহাদ ও ইমতিয়াজ ছাড়া ১০০-এর বেশি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেও বাংলাদেশের হয়ে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলা ক্রিকেটার আছেন আরও ৩ জন- শাহিন হোসেন (১২৪ ম্যাচ), নাবিল সামাদ (১০৭ ম্যাচ) ও আবদুল মজিদ (১০৫ ম্যাচ)। তাঁদের মধ্যে নাবিল ও মজিদ এখনো লঙ্গার ভার্সনে খেলেছেন।



এক রাউন্ড হাতে রেখে জাতীয় ক্রিকেট লিগে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দে উদ্বেলিত
সিলেট বিভাগের খেলোয়াড়রা...

সিলেট বিভাগের প্রথম শিরোপা

মো. মুলতানুর রহমান

বলা চলে কাগজে-কলমে মাঝারি মানের দল নিয়েই হিসাবি ক্রিকেট খেলে টিম স্পিরিটের ওপর ভর করে সাফল্যের চূড়ান্ত গন্তব্য ছুঁয়েছে দলটি। শুধু নেতৃত্ব দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সিলেটকে চ্যাম্পিয়ন করানোর পথে ব্যাট হাতে সামনে থেকে পথ দেখিয়েছেন অমিত হাসান। নারায়ণগঞ্জের ২৩ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান দারুণ ধারাবাহিতায় দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। ১০ ইনিংসে ২টি সেঞ্চুরি ও ৩টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৮২.৬২ গড়ে ৬৬১ রান করে ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে লিগের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ব্যাটসম্যান ছিলেন সিলেটের অধিনায়ক অমিত। এ ছাড়া দলটিকে ব্যাটিংয়ে ভালো সাপোর্ট দিয়েছেন বাঁহাতি ওপেনার পিনাক ঘোষ (৬ ম্যাচের ১০ ইনিংসে ৪০.৮৮ গড়ে ৩৬৮ রান, সর্বোচ্চ ৯৯) ও ডানহাতি ওপেনার তৌফিক খান (৬ ম্যাচের ১০ ইনিংসে ২২.০০ গড়ে ২২০ রান, সর্বোচ্চ ৫১) এবং ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আসাদুল্লা আল গালিব (৬ ম্যাচের ১০ ইনিংসে ৩৭.১২ গড়ে ২৯৭ রান, সর্বোচ্চ ১১৫)।

বোলিংয়ে সিলেটের প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছেন দুই ডানহাতি পেসার- সৈয়দ খালেদ আহমেদ (৫ ম্যাচের ৯ ইনিংসে ১৫.৪১ গড়ে ২৪ উইকেট, সেরা ৫/৪৫) ও রেজাউর রহমান রাজা (৪ ম্যাচের ৮ ইনিংসে ১৫.৮৫ গড়ে ২০ উইকেট, সেরা ৫/৬৯)। ভারত সফরে বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে এসে লাল বল হাতে নেওয়া বাঁহাতি স্পিনার

সিলেটের জার্সি গায়ে খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও কোচ হিসেবে ঠিকই এনসিএলের শিরোপার ছোঁয়া পেলেন রাজিন সালেহ আলম



মধুমতি ব্যাংক জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে সিলেট বিভাগ। বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের ২৬ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম শেষ হাসি হাসতে সমর্থ হলো দলটি। নারায়ণগঞ্জ থেকে উঠে আসা ২৩ বছর বয়সী প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান অমিত হাসানের নেতৃত্বে এক রাউন্ড হাতে রেখে অপরাজিতভাবেই শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে সিলেট। এর মাধ্যমে গত দুই আসরের রানার্সআপ দলটির দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হলো। সেই ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে প্রথমবার মাঠে গড়ানো এনসিএলের উদ্বোধনী আসরে রানার্সআপ হওয়া সিলেট সব মিলিয়ে ৪ বার দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে প্রতিযোগিতা শেষ করেছিল। অতঃপর এবার তারা পেয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট।

৮ দলের এনসিএলের ষষ্ঠ রাউন্ডে নিজেদের ঘরের মাঠ সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চতুর্থ ইনিংসে ১০৫ রান ত্যাগ করে বরিশাল বিভাগকে ৫ উইকেটে হারিয়ে তবেই শিরোপা-উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে সিলেট। ৪ জয় আর ২ ড্রয়ে সিলেটের পয়েন্ট দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ৩৭ এবং দলটি চলে যায় সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই রাউন্ডে জয় পাওয়া ঢাকা বিভাগের পয়েন্ট ২৫ এবং ড্র করে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়া রংপুর বিভাগের ২৩। এ ছাড়া খুলনা বিভাগের পয়েন্ট ২২, ঢাকা মহানগরের ২১। ৮ দলের প্রতিযোগিতার নিচের সারির তিন দলের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের পয়েন্ট ১৮, রাজশাহী বিভাগের ১০ এবং কোনো জয়ের মুখ না দেখা বরিশাল বিভাগের পয়েন্ট ৪। ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সপ্তম তথা শেষ রাউন্ডে যদি বোনাস পয়েন্টসহও জয় পায় ঢাকা বিভাগ, সে ক্ষেত্রে দলটির সর্বোচ্চ পয়েন্ট হতে পারে ৩৫ এবং তাতেও সিলেটকে টপকানো সম্ভব হবে না। যার অর্থ, গতবারের চ্যাম্পিয়ন ঢাকা বিভাগ

এবার সর্বোচ্চ রানার্সআপ হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। শিরোপার ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর আনুষ্ঠানিকতার শেষ রাউন্ডে মূলত রানার্সআপ দল কে হবে, সেই নিষ্পত্তি হবে।

২৬তম জাতীয় লিগে এবার শুরু থেকেই দুর্দান্ত খেলেছে সিলেট বিভাগ। ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে যোগ্য দল হিসেবেই তারা ছিনিয়ে নিয়েছে শিরোপার মালিকানা। প্রথম রাউন্ডে ঢাকার বিপক্ষে বৃষ্টিবিস্মিত ম্যাচ ড্র দিয়ে শুরু হয় দলটির মিশন। দ্বিতীয় রাউন্ডে চট্টগ্রাম বিভাগকে ৬ উইকেটে এবং তৃতীয় রাউন্ডে রংপুর বিভাগকে ৪ উইকেটে হারানোর পর সিলেট চতুর্থ রাউন্ডে খুলনা বিভাগের সঙ্গে ড্র করে। ম্যাচে অবশ্য আধিপত্য বিস্তার করেছিল সিলেটই, যদিও ফলোআনে পড়েও ব্যাটসম্যানরদের দৃঢ়তায় কোনোক্রমে ম্যাচ বাঁচিয়ে ফেলে খুলনা। পঞ্চম রাউন্ডে জয়ের ধারায় ফিরে ঢাকা মহানগরকে ইনিংস ও ১৩৯ রানের ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে শিরোপা-স্বপ্ন উজ্জ্বল করা সিলেটের ষষ্ঠ রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে জয়ে রাঙানো স্বপ্নপূরণের কথা তো বলা হয়েছে আগেই।

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রিকেট লিগের ২৬ আসরের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে ২০২০-২১ আসর শেষ হতে পারেনি। অন্য ২৫ আসরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭ বার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খুলনা বিভাগ ও ঢাকা বিভাগ, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬ বার শিরোপা জিতেছে রাজশাহী বিভাগ এবং ২ বার ট্রফি গেছে রংপুর বিভাগের ঘরে। এ ছাড়া ১ বার করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে চট্টগ্রাম বিভাগ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ও সিলেট বিভাগ। এনসিএলে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে ঢাকা মহানগর ও বরিশাল বিভাগ কখনো চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

লক্ষণীয় বিষয় যে সিলেট বিভাগীয় দলে কিন্তু বড় কোনো স্বীকৃত তারকা ছিল না।



সিলেটকে শিরোপা জেতানোর পথে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন অধিনায়ক অমিত হাসান



ডানহাতি দুই পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদ ও রেজাউর রহমান রাজা ছিলেন সিলেটের পেস বোলিংয়ের প্রধান অস্ত্র

নাসুম আহমেদও ভালো বল করেছেন (৪ ম্যাচের ৭ ইনিংসে ১৯.১৫ গড়ে ১৩ উইকেট, সেরা ৪/১৯)। মূলত বোলার হলেও রাজা (৫ ইনিংসে ৩০.০০ গড়ে ১২০ রান) ও নাসুম (৬ ইনিংসে ২২.৮৩ গড়ে ১৩৭ রান) দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতেও দৃড়তার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাটে-বলে কম যাননি এবারের এনসিএলে সিলেটের জার্সি গায়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া ২৪ বছর বয়সী পেস অলরাউন্ডার তোফায়েল আহমেদও (৫ ম্যাচের ১০ ইনিংসে ১৯.৭৬ গড়ে ১৩ উইকেট এবং ৫ ইনিংসে ৩০.৭৫ গড়ে ১২৩ রান)। এ ছাড়া বাঁহাতি স্পিনার রাহাতুল ফেরদৌস (৪ ম্যাচে ৮ উইকেট), আরেক পেসার আবু জায়েদ রাহি (৩ ম্যাচে ৭ উইকেট) এবং অফস্পিনার নাসিম আহমেদও (৩ ম্যাচে ৭ উইকেট) বল হাতে সিলেটের শিরোপা জয়ে অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ইনজুরির সঙ্গে লড়াই করে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া থেকে ফিরে সিলেটের হয়ে জাতীয় লিগে ২টি ম্যাচ খেলেছেন ডানহাতি পেসার ইবাদত হোসেন এবং ২৫.৫০ গড়ে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

কোচ রাজিনের বাজিমাত

খেলোয়াড় হিসেবে সিলেট বিভাগের হয়ে জাতীয় ক্রিকেট লিগে অনেক মৌসুম খেলেছেন রাজিন সালেহ আলম। বর্তমানে ৪১ বছর বয়সী রাজিন স্টাইলিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সময়কালে বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে ৬৭টি (ওয়ানডে ৪৩, টেস্ট ২৪) আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা রাজিনের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রয়েছে ১৪৮ ম্যাচ খেলার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, যার বেশির ভাগই সিলেটের জার্সি গায়ে। খেলোয়াড় হিসেবে যা পারেননি, এবার কোচ হিসেবেই সেটি করে দেখালেন রাজিন।

প্রধান কোচের ভূমিকায় সিলেট বিভাগকে এনসিএলে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন করার পর উৎফুল্ল রাজিন সংবাদমাধ্যমকে বলছিলেন, 'শিরোপার স্বাদ অন্য রকম সব সময়, সেটা যেখানেই হোক। এটা একটা বড় সফলতা আমি মনে করি। একটা জিনিস দেখেন যে ২০২৩-২৪ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সিলেট চ্যাম্পিয়ন হলো জাতীয় লিগে এটা আমার জন্য বড় পাওয়া। ক্রিকেটার হিসেবে পারিনি

তবে কোচ হিসেবে পারলাম, এটা আরও বেশি তৃপ্তি দিচ্ছে আমাকে। তবে সব ক্রেডিট আমি ক্রিকেটারদের দিতে চাই, তারাই মাঠে খেলেছে এবং সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।' ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছার কথাও জানাতে ভুল করেননি রাজিন। উল্লেখ্য, রাজিন সালেহের অধীনে সবশেষ মৌসুমে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পূর্বাঞ্চল।

এনসিএল : রোল অব অনার

মৌসুম	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০২৪-২৫	সিলেট বিভাগ	নির্ধারিত হবে
২০২৩-২৪	ঢাকা বিভাগ	সিলেট বিভাগ
২০২২-২৩	রংপুর বিভাগ	সিলেট বিভাগ
২০২১-২২	ঢাকা বিভাগ	রংপুর বিভাগ
২০২০-২১	করোনা সংক্রমণের কারণে পরিত্যক্ত	
২০১৯-২০	খুলনা বিভাগ	ঢাকা বিভাগ
২০১৮-১৯	রাজশাহী বিভাগ	রংপুর বিভাগ
২০১৭-১৮	খুলনা বিভাগ	রংপুর বিভাগ
২০১৬-১৭	খুলনা বিভাগ	ঢাকা বিভাগ
২০১৫-১৬	খুলনা বিভাগ	ঢাকা মেট্রো
২০১৪-১৫	রংপুর বিভাগ	খুলনা বিভাগ
২০১৩-১৪	ঢাকা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ
২০১২-১৩	খুলনা বিভাগ	ঢাকা বিভাগ
২০১১-১২	রাজশাহী বিভাগ	খুলনা বিভাগ
২০১০-১১	রাজশাহী বিভাগ	ঢাকা বিভাগ
২০০৯-১০	রাজশাহী বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ
২০০৮-০৯	রাজশাহী বিভাগ	বরিশাল বিভাগ
২০০৭-০৮	খুলনা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ
২০০৬-০৭	ঢাকা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ
২০০৫-০৬	রাজশাহী বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ
২০০৪-০৫	ঢাকা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ
২০০৩-০৪	ঢাকা বিভাগ	সিলেট বিভাগ
২০০২-০৩	খুলনা বিভাগ	ঢাকা বিভাগ
২০০১-০২	ঢাকা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ
২০০০-০১	বিমান বাংলাদেশ	চট্টগ্রাম বিভাগ
১৯৯৯-০০	চট্টগ্রাম বিভাগ	সিলেট বিভাগ

* বি: দ্র:- প্রথম আসরে ফাস্ট ব্রুস মর্যাদা ছিল না



ম্যাচের শুরুতে ইমরুল কায়েসকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়

লাল বলের ক্রিকেট ছাড়লেন ইমরুল কায়েস মো. রেজাউল হক



মাঠে নামার সময় দুই দলের খেলোয়াড়দের সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে গার্ড অব অনার প্রদান, ম্যাচ শেষে সতীর্থদের কাঁধে চড়ে বীরবেশে ফেরা, বিসিবির সম্মাননাপ্রাপ্তি-নানা আয়োজনে

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের বিদায়ী ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকল ইমরুল কায়েসের। কিন্তু বাঁহাতি এই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান ব্যাট হাতে শেষটা রাঙাতে পারলেন না। প্রথম ইনিংসে ১৬ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে আউট হন ১ রানে। সাদা পোশাকে প্রায় দেড় যুগের ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটল বড্ড সাদামাটাভাবে।

এবারের জাতীয় ক্রিকেট লিগের চতুর্থ রাউন্ড শেষেই ইমরুল কায়েস জানিয়েছিলেন, পরের ম্যাচেই তিনি টেস্ট ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর নেবেন। খুলনা বিভাগের হয়ে খেলা এই ব্যাটসম্যান ঢাকা বিভাগের বিপক্ষে পঞ্চম রাউন্ডে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে শেষবার খেললেন লাল বলের ক্রিকেট। নিজে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি তাঁর দল খুলনাকে তিন দিনের মধ্যেই ৯ উইকেটের হার মেনে নিতে হওয়ায় শেষটা সুখকর হলো না।

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ইমরুল জানিয়েছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ছাড়ার কারণ, বলেছেন ক্যারিয়ার নিয়ে নিজের তৃপ্তি-অতৃপ্তির কথাও। এখন আর চার দিনের ম্যাচ খেলার মতো ফিটনেস তাঁর নেই। তবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির জন্য পূর্ণ শক্তি আছে। সে কারণেই দীর্ঘ সংস্করণের ক্রিকেট আগে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তা ছাড়া ‘সম্মান থাকা’ অবস্থাতেই নিজ থেকে সরে দাঁড়ানোটা ভালো মনে হয়েছে তাঁর।

এমনিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ইমরুলের ফর্ম মোটামুটি যাচ্ছিল বলা যায়। এবারের এনসিএলে

প্রথম ম্যাচটা খেলেননি। এরপর ৪ ম্যাচের ৭ ইনিংসে (১৩, ৪৬ ও ৮৩*, ০ ও ৭১, ১৬ ও ১) ২ হাফ সেঞ্চুরিতে ৩৮.৩৩ গড়ে ২৩০ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। অবশ্য এই সংস্করণে সব মিলিয়ে ১৩৮ ম্যাচের ক্যারিয়ারও তেমন সমৃদ্ধ



নয় ইমরুলের। মোট রান করেছেন ৭৯৪৭, গড় ৩৩.৫৩, ২৭টি ফিফটির পাশাপাশি তিন অঙ্কের ছোঁয়া পেয়েছেন ২০ বার। ২০১৪ সালে বিসিএলের ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে ২০৪ রানের ইনিংস প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে তাঁর সেরা। এ ছাড়া ২০১৯ সালের জাতীয় লিগে খুলনার হয়ে ২০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন তিনি।

প্রথম শ্রেণির পরিসংখ্যানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের হয়ে খেলা ৩৯টি টেস্টও। ২০০৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ব্রুমফস্টেইনে টেস্ট অভিষিক্ত (১০ ও ৪) ইমরুল ২০১৯ সালের ভারত সফরে কলকাতায় খেলেছেন জীবনের শেষ টেস্ট (৪ ও ৫)। সূচনা ও সমাপ্তির মতো সাদামাঠা তাঁর এই সংস্করণের ক্যারিয়ারও (৩৯ টেস্টে ২৪.২৮ গড়ে ১৭৯৭ রান, সেঞ্চুরি ৩টি, হাফ সেঞ্চুরি ৪টি)। ইমরুল টেস্টে আরও বেশি সুযোগ পেতে পারতেন বলে অনেকে আক্ষেপ করেন, আফসোসের কথা বিভিন্ন সময় জানিয়েছেন তিনি নিজেও।

কিন্তু সত্যিটা হলো, ক্যারিয়ারের প্রথম ১১ টেস্টে কোনো ফিফটি ছিল না ইমরুলের, তখন তাঁর ব্যাটিং গড় ছিল মাত্র ১৩.১৮। প্রথম হাফ সেঞ্চুরির দেখা পেতে লেগে যায় ২৪ ইনিংস এবং প্রথম সেঞ্চুরি করেন ৩৩তম ইনিংসে। এমনকি শেষ ২৬ ইনিংসেও কোনো হাফ সেঞ্চুরি ছিল না তাঁর, এ সময় ৪০ পেরিয়েছিলেন মোটে ৩ বার। যার অর্থ, সুযোগ যা পেয়েছেন, কাজে লাগাতে পারেননি। ইমরুলের ৩টি টেস্ট সেঞ্চুরির মধ্যে একটি তো রীতিমতো ইতিহাসগড়া। ২০১৫ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে খুলনা টেস্টের প্রথম ইনিংসে ফিফটির (৫১) পর মুশফিকুর রহিমের চোটে ১২০ ওভার উইকেটকিপিং করেন ইমরুল। এরপর ২৯৬ রানে পিছিয়ে থাকার বোঝা নিয়ে বাংলাদেশের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে তামিম ইকবালের সঙ্গে ওপেনিংয়ে নেমে গড়েন ৩১২ রানের জুটির বিশ্বরেকর্ড, যা প্রায় নিশ্চিত পরাজয় রুখে দিয়ে ম্যাচে এনে দেয় গৌরবময় ড্র। তামিম করেন ২০৬ রান, ক্যারিয়ারসেরা ১৫০ রানের ইনিংস খেলেন ইমরুল।

বাংলাদেশের হয়ে অনিয়মিতভাবে যে কটি টি-টোয়েন্টি (১৪ ম্যাচে ১১৯ রান, গড় ৯.১৫, সর্বোচ্চ ৩৬, স্ট্রাইকরেট ৮৮.৮০!) ম্যাচ খেলেছেন, সেখানে পারফরম্যান্সের যে দুর্দশা; নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান ভাবতেই পারেন ইমরুল। তবে লাল-সবুজ জার্সি গায়ে তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ার (৭৮ ম্যাচে ৩২.০২ গড়ে ২৪৩৪ রান, সেঞ্চুরি ৪টি, হাফ সেঞ্চুরি ১৬টি) বেশ উজ্জ্বল। বিশেষ করে ২০১৮ সালের অক্টোবরে ঘরের মাঠে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে অবিশ্বাস্য দাপুটে ব্যাটিং করে রানবন্যা (তিন ম্যাচে যথাক্রমে ১৪৪, ৯০, ১১৫) বইয়ে দেওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হোম সিরিজের দুই ম্যাচে ৪ ও ০ রানে আউট হওয়ার ‘পাপে’ ইমরুলকে ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে চিরতরে ছুঁড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। যদিও ওই সময় প্রথম পছন্দ ছিল তামিম ইকবাল ও লিটন দাসের ওপেনিং জুটি, মূলত কন্সনেশন ও তুলনামূলক শ্রো খেলার কারণে কপাল পোড়ে ইমরুলের।



মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে খেলা শেষে সতীর্থদের কাঁধে চড়ে হাসিমুখে মাঠ ছাড়েন ইমরুল কায়েস

ইতিমধ্যে ৩৭ বছরের গণ্ডি পেরিয়ে আসা ইমরুল লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেও সীমিত ওভারে খেলা চালিয়ে যাবেন। জাতীয় লিগের টি-টোয়েন্টি সংস্করণ, এরপর বিপিএল ও ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও দেখা যাবে তাঁকে। এই দুই সংস্করণে আর কত দিন খেলতে চান, সে বিষয়ে পরিষ্কার ভাবনা জানাননি তিনি। তবে খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টেনে কোচিংয়ে মন দেওয়ার লক্ষ্য তাঁর। কখনো সুযোগ পেলে বাংলাদেশ দলের হয়েও কাজ করার বাসনা রয়েছে ইমরুলের। তাঁর পরিবার এখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। তিনিও বছরের বেশির ভাগ সময় অস্ট্রেলিয়ায় পরিবারের সঙ্গে থাকতে চান। সেখানে একটি ক্রিকেট কোচিং একাডেমি গড়ে তোলারও ইচ্ছে আছে তাঁর। ক্রিকেট-জ্ঞান বাড়াতে কাজ করতে চান অস্ট্রেলিয়ার কোচদের সঙ্গেও। সুযোগ মিললে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দলের হয়ে কাজ করার ইচ্ছার কথাও জানিয়ে রেখেছেন ইমরুল।

ইমরুল কায়েসের ক্রিকেট ক্যারিয়ার পরিসংখ্যান						
সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	রান	সর্বোচ্চ	গড়	১০০/৫০
টেস্ট	৩৯	৭৬	১৭৯৭	১৫০	২৪.২৮	৩/৪
ওডিআই	৭৮	৭৮	২৪৩৪	১৪৪	৩২.০২	৪/১৬
টি-টোয়েন্টি	১৪	১৩	১১৯	৩৬	৯.১৫	০/০
প্রথম শ্রেণি	১৩৮	২৪৮	৭৯৪৭	২০৪	৩৩.৫৩	২০/২৭
লিস্ট ‘এ’	২২৮	২২৭	৭৩৮৩	১৪৪	৩৪.১৮	১৩/৪৭
ঘরোয়া টি২০	১৬৮	১৬৪	৩৪৮৫	৮২*	২২.৯২	০/১৫

* প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬ এবং লিস্ট ‘এ’ ম্যাচে ৪ উইকেট পেয়েছেন

আইআইউসির সিএসই স্পোর্টস উইক

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইউসি) কম্পিউটার ক্লাব আয়োজিত সিএসই স্পোর্টস উইক সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল ফিল্ডে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইআইউসির প্রক্টর মোস্তফা মুনির চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ও আইআইউসি কম্পিউটার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ আমান উল্লাহ। শর্টপিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় টিন স্পার্কর্জ এবং রানার্সআপ হয় চ্যাম্পিয়ন চ্যালেঞ্জার্স, ক্যারামে চ্যাম্পিয়ন হয় সহচর্য ৫৬ ও রানার্স আপ হয় টিম আইএস, ই-ফুটবল টুর্নামেন্টে শীর্ষ ৩ জন ও স্পোর্টস কুইজে ৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। সিএসই স্পোর্টস উইকের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন আইআইউসির ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

শব্দজট-৬১৫

শে	খ	মো	র	সা	লি	ন	বি
		হা		কি			রা
প্যা		ম্ম	হি	ব	শ	ভা	ট
ট		দ				র	কো
ক্যা		সা		রো	হি	ত	হ
মি		মি					লি
স				অ	স্ট্রে	লি	য়া
	রা						হে
গো	ন	ম্যা	ব্র	ও	য়ে	ল	ড

শব্দজট-৬১৫ বিজয়ী

মো. আবদুল মান্নান

সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস
ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শব্দজট-৬১৪ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক
অ্যাকাউন্টে ট্রাস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি
পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর
জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
-সম্পাদক

শব্দজট-৬১৫ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. ফাতেহ কাওছার, এসও, জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪; ২। মো. জহুরুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিস, রাজশাহী; ৩। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের-এ-বাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৪। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৫। এম এইচ স্বাধীন, ২নং আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ৬। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৭। নূর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ৮। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৯। রূপম দস্তিদার, জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪২৮ জামাল খান দোস্ত মসজিদ কলোনী, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১০। মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১১। মো. জাকির উল্লাহ (পাতা) সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ১২। মো. ফরিদ উদ্দিন (আক্তার) গ্রাম- মান্দারী, পোস্ট-পাটবাজার, থানা+জেলা- মাদারীপুর; ১৩। মহিমা বেগম, গ্রাম- দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলাবাদ, থানা-চকরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ১৪। আক্বাহ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১৫। আ. কাদের সরকার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৬। মো. গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম- আলী সাহরদী, পোস্ট- মদনগঞ্জ, থানা- বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ; ১৭। সুমাইয়া আক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, বাঘরপুর কমিনিউটি ক্লিনিক, বাঘরপুর, চান্দা, চাঁদপুর; ১৮। আবদুল্লাহ সরকার সিয়াম, বাসা-৪, রেড-২, ব্রক- জে, আফতাব নগর, ঢাকা; ১৯। অনুরা নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ানবাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ২০। প্রত্যায়া রায়, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম; ২১। অমিত দস্তিদার মন, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ২২। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০, আসকারদিঘীর পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৩। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযুক্তি- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৪। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী

শব্দজট-৬১৭

১							২
		৩					
				৪			
৫				৬		৭	
৮							৯

নাম

ঠিকানা

.....

.....

মোবাইল

শব্দজট ৬১৭-এর সূত্র

সূত্র : পাশাপাশি

১। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে ডাবল সেঞ্চুরিয়ান। ৩। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতীয় অধিনায়ক ৪। ভারতীয় ব্যাটসম্যান। ৫। কিউই অলরাউন্ডার। ৬। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ফাস্ট বোলার। ৮। খেলার উপকরণ। ৯। বাংলাদেশ ফুটবল দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের নামের প্রথম অংশ।

সূত্র উপর-নিচ:

১। ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট নেওয়া বোলার। ২। ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান। ৩। সম্প্রতি বাংলাদেশে আসা ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার। ৪। বাংলাদেশ ফুটবল দলের ডিফেন্ডার। ৫। বাংলাদেশ ফুটবল দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়। ৭। যে খেলার অপর নাম চতুরঙ্গ।

মোঃ আক্বাহ হোসেন, প্রযুক্তি- মোঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ চরমোল্লাজী, পোস্টঃ চতলা বাজার, থানাঃ লালমোহন, জেলাঃ ভোলা -৮৩৩০।

ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৫। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ভারতে পঞ্চম শিরোপা জিতলেন জামাল

জামাল মোল্লা এবার জিতলেন ক্যারিয়ারের পঞ্চম শিরোপা। গত ২৩ নভেম্বর ইন্ডিয়ান ওয়েল সার্ভিসেস মাস্টার্স গলফ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। আসামের দিগবই গলফ কোর্সে ৪ রাউন্ড মিলিয়ে পারের চেয়ে ১২ শট কম খেলে শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশের এই গলফার। টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের আরেক গলফার আকবর হোসেন পারের চেয়ে ৪ শট কম খেলে যৌথভাবে ১৮তম হয়েছেন। আসামে অনুষ্ঠিত এবারের আসরের প্রতিটি রাউন্ডেই দারুণ খেলেছেন জামাল। টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি ছিল ৮৫ লাখ ভারতীয় রুপি। চ্যাম্পিয়ন হয়ে জামাল ১২ লাখ ৭৫ হাজার রুপি অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন।

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল



তাসমেরী স্কুল হ্যান্ডবলের শিরোপাজয়ী সানিডেইল ও ভিকারুননিসা দলের সাথে অতিথিরা

স্কুল হ্যান্ডবলের শিরোপা জিতল সানিডেইল ও ভিকারুননিসা

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল



অনূর্ধ্ব-১৪ স্কুল হ্যান্ডবলে বালক বিভাগে সানিডেইল ও বালিকা বিভাগে ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বালক বিভাগের ফাইনালে সানিডেইল ২০-১৫ গোলে নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়কে এবং বালিকা বিভাগে ভিকারুননিসা ১২-১০ গোলে সানিডেইলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বালক বিভাগের স্থান নির্ধারণী খেলায় সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুল ২৩-১৪ গোলে নির্ধার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে সানিডেইল ২৭-১৬ গোলে সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুলকে ও দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ২২-১১ গোলে নির্ধার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। অন্যদিকে বালিকা বিভাগে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ ১৬-৪ গোলে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়কে হারিয়ে বালিকা বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করে। বালিকা বিভাগের প্রথম সেমিফাইনালে ভিকারুননিসা নুন স্কুল ১৯-৬ গোলে শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজকে পরাজিত করে ফাইনালে গুঁঠে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সানিডেইল ২৪-২ গোলের বড় ব্যবধানে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়কে পরাজিত করে শিরোপা নির্ধারণী লড়াইয়ে নিজেদের शामिल করে। বালক বিভাগে সানিডেইলের রাসদানুল হক সেরা খেলোয়াড় ও একই প্রতিষ্ঠানের তাহসির সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ভিকারুননিসার ইলমি সেরা খেলোয়াড় ও একই প্রতিষ্ঠানের আনজুম সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় এবং তাসমেরী অ্যান্ড কোম্পানি এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত

অনূর্ধ্ব-১৪ স্কুল হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট- রোল অব অনার

সন	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স-আপ
২০১৮	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ (বালক) ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বালিকা)	শহিদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ (বালক) শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ (বালিকা)
২০২৪	সানিডেইল (বালক) ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বালিকা)	নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (বালক) সানিডেইল (বালিকা)

প্রতিযোগিতার খেলা ও সমাপনী অনুষ্ঠান রাজধানী পুরানা পল্টনস্থ শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন আন্তর্জাতিক মাস্টার দাবাড়ু মিসেস রানী হামিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের মো. সেলিম বিন বাতেন। অনূর্ধ্ব-১৪ স্কুল টুর্নামেন্টে দুই গ্রুপে ১৬টি বালক এবং ১২টি বালিকা দলসহ সর্বমোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বালক ও বালিকা বিভাগের দলগুলো চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একে অপরের মোকাবিলা করে।



বালক বিভাগে রাশেদুল হক, সেরা গোলরক্ষক তাহসির, বালিকা বিভাগে সেরা ইলমি ও সেরা গোলরক্ষক আনজুম

চার দশকেরও আগে ঢাকার ঘরোয়া ফুটবলে যখন ফেডারেশন কাপ সংযোজিত হয়েছিল, তখন যাঁরা ক্রীড়া লেখনি

এবং সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা এই নতুন উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ফুটবল মওসুম শুরু হওয়ার আগে (লিগ মাঠে গড়ানোর আগে) গা-গরমের টুর্নামেন্ট হিসেবে। তখনকার প্রেক্ষাপটে বাস্তবতায় ফুটবল অনুরাগীরাও তা-ই মনে করেছেন। টুর্নামেন্ট প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮০ সালে। এই পর্যায় থেকে এই টুর্নামেন্টকে ক্লাবগুলো লিগের প্রস্তুতি খেলোয়াড় পরখ এবং দল সেট করার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে। দলগত সমঝোতা তো ম্যাচ খেলার মাধ্যমে গড়ে উঠে। খেলোয়াড়রা ছন্দ ফিরে পান।

ইতোমধ্যেই দলটি দল নিয়ে ২০২৪-২৫ মওসুমের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের খেলা শুরু হয়েছে। গত মওসুমের মতো এবারও লিগের ভেন্যু পাঁচটি। খেলা হচ্ছে শুক্রবার এবং শনিবার। এবারের লিগে অংশ নিচ্ছে না শেখ জামাল ডিসি এবং শেখ রাসেল কেসি। এই দুটি ক্লাব অতীতে প্রিমিয়ার লিগে কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেশের ফুটবল ক্লাব সংস্কৃতি এবং ক্লাব পরিচালনা কত বেশি গলদপূর্ণ, এই দুটি ক্লাবের অংশগ্রহণ করা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের তরফ থেকে এই দুটি ক্লাবের অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হয়নি। জানা গেছে যে করপোরেট হাউস এই দুটি ক্লাবকে বছরের পর বছর ধরে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, সেই হাউস কয়েক বছর ধরে এদের মাঠের জবাবদিহি বিহীন সাংগঠনিক কার্যকলাপে মোটেই সমৃদ্ধ ছিল না।

১০টি ক্লাব দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ('এ' গ্রুপ-বসুন্ধরা কিংস, পুলিশ এফসি, ফটিঞ্জ এফসি, ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং ঢাকা ওয়াডার্স। গ্রুপ 'বি'-মোহামেডান স্পোর্টিং, ঢাকা আবাহনী, চট্টগ্রাম আবাহনী, রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস এবং ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব) ফেডারেশন কাপের লড়াইয়ে নামবে আগামী ৩ ডিসেম্বর। খেলা অনুষ্ঠিত হবে সপ্তাহে শুধু মঙ্গলবার গত মওসুমের। উন্নত বিশ্বে এভাবেই এ ধরনের টুর্নামেন্ট দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয়।

গত প্রিমিয়ার লিগের অবস্থান অনুযায়ী ১০টি দলকে ৫টি পাট ভাগ করা হয়েছে। ড্রয়ে লক্ষণীয় হয়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেড এবং মোহামেডান স্পোর্টিং এই গ্রুপে পড়েছে। তা-ই নয় এই গ্রুপে চট্টগ্রাম আবাহনীও পড়েছে। ড্রয়ের অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সাংবাদিকদের দিয়ে তোলানো হয়েছে একেকটি দলের নাম। নতুন পদ্ধতির ফেডারেশন কাপের ২৪টি ম্যাচের ২৩টির ভেন্যুই (বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনা, কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম এবং ময়মনসিংহের রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামে) লটারির মাধ্যমে ঠিক করা হয়েছে। মিডিয়াকে বলা হয়েছে ২ মে (২০২৫) অনুষ্ঠেয় ফাইনাল ভেন্যু পরে বাফুফে ঠিক করবে।

দেশে নতুন সময় এসেছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন সুযোগ এবং সম্ভাবনার। বেড়েছে চিন্তাশক্তির পরিধি। মানুষ চাচ্ছে পরিবর্তন এবং নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনে

সংস্কারের দাবি উঠেছে। ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ কথা বলছেন সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে।

সংস্কার বা পরিবর্তন এটি একটি বড় কাজ। বিশেষ করে এর বাস্তবায়ন। অতীতে ক্রীড়াঙ্গনে আমরা দেখেছি সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। এতে করে ক্রীড়াঙ্গনে অপশাসনের অবসান হয়নি। বুঝতে হবে সংস্কার কেন? কীভাবে কার্যকর হবে? ঘোড়ার আগে তো গাড়ি জোড়া যাবে না। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পর সমাধান। মনে হবে অনেক কিছু করে ফেলা হচ্ছে, আসলে যা করা হচ্ছে, এতে করে ক্রীড়াঙ্গন কতটুকু 'বেনিফিটেড' হবে এটি ভাবার দরকার আছে। বুঝতে হবে ক্রীড়াঙ্গনে যেসব ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন, সেসব সমস্যা যেকোনো বিগত শাসনামলেই উদ্ভূত হয়েছে, এমন কিন্তু নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যাগুলো কয়েক দশকের বেশি সময়ের আগের। ক্রীড়াঙ্গনের সমস্যা হলো সাংগঠনিক দুর্বলতা। যোগ্য সংগঠকের অভাবে সব সময় ভুগছে ক্রীড়াঙ্গন। অ্যাডহক বডি তো কখনো সমস্যার সমাধান নয়। এটি সাময়িক বিষয়। তা ছাড়া অ্যাডহক বডিতে কাদের স্থান হচ্ছে। অ্যাডহক বডির দায়িত্ব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বডির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

এই যে আমরা ফুটবল নিয়ে কথা বলছি, মানুষ তো ফুটবলের দিকে তাকিয়ে আছে। এই ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট প্রত্যাশা আছে। ফুটবলে কথা বলা সহজ। কিন্তু উদ্যোগগুলোকে বাস্তবায়িত করা কিন্তু অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফুটবল দুর্বল হয়ে আছে এটি বুঝতে হবে। ফুটবলে দরকার বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করা।

আসন্ন ফেডারেশন কাপে ফরম্যাটে পরিবর্তন এবং কীভাবে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে পেশাদার লিগ কমিটির চেয়ারম্যান মো. ইমরুল হাসান সম্প্রতি মিডিয়াকে অবগত করেছেন। এই ধরনের উদ্যোগ অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থে।

বছরের পর বছর ধরে ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনাল যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবার থেকে আর তা হবে না। ফাইনালিস্ট ঠিক হবে

ক্রিকেটের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের আদলে খেলে। শীর্ষ চার দলের মধ্যে 'কোয়ালিফায়' আর 'এনিমিনেটর' ম্যাচ হবে। দুই গ্রুপ সেরার লড়াইয়ে জয়ী দল উঠবে ফাইনালে। হেরে যাওয়া দল ফাইনালে ওঠার সুযোগ পাবে আরেকটি। দুই রানার্সআপের লড়াইয়ে জয়ী দলের সঙ্গে খেলবে তারা।

'ডেইলি সানের' অনলাইন এডিশনে পেশাদার লিগ কমিটির চেয়ারম্যান বলেছেন 'আমরা সর্ব সম্মতি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এর জন্য যে সেমিফাইনাল পদ্ধতিতে হঠাৎ করে একটি দল খারাপ খেলতে পারে। একটি বাজে দিনের জন্য তাঁরা যেন বাদ না পড়ে। এ জন্য এই পদ্ধতি। আশা করি, এটি কার্যকর হবে। আর এতে করে খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে'। তিনি আরও বলেছেন 'অতীতে আমরা সবাই দেখেছি স্বাধীনতা কাপ, ফেডারেশন কাপে একাধিক দল গ্রুপে কোনো ম্যাচ না জিতেই নক-আউটে গেছে। এতে করে ভালো দল বাদ পড়েছে। আর এর জন্যই আমরা নতুন ফরম্যাটে খেলা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই পরিবর্তনে ফেডারেশন কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। অংশগ্রহণকারী সব দলগুলোর জন্য এটি অবশ্যই দারুণ সুযোগ।



এ ছবি কার-৫৯২-এর সঠিক উত্তর
মুশফিকুর রহীম
ক্রিকেটার

এ ছবি কার-৫৯২ বিজয়ী

মো. জহুরুল ইসলাম
জেলা শিক্ষা অফিস, রাজশাহী

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্স চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।
-সম্পাদক

এ ছবি কার-৫৯২ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। তোহা বকর, প্রবাহ ভবন, (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত) উপজেলা- কাহালু, জেলা- বগুড়া; ২। সাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে- ওবায়দউল হক ভবন (২য় তলা) গ্রাম- জামালপুর বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম; ৩। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শের-এ-বাংলা রোড, খুলনা-৯১০০; ৪। এম বদরুল ইসলাম বাবু, প্রযত্নে- জরিনা মঞ্জিল, ৩৭ নং ওয়ার্ড, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪২১৫; ৫। একেএম মকবুল হোসাইন, বেনীচাকীলেন, দক্ষিণ কাটনার পাড়া, বগুড়া-৫৮০০; ৬। মো. জহুরুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিস, রাজশাহী; ৭। মো. ফাতেহ কাওহার, এসও, জনতা ব্যাংক, পিএলসি, শ্যামপুর শাখা, ফরিদাবাদ, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪; ৮। তুহিন (বিএসসি) দিনমনির হাট, সদর, নোয়াখালী; ৯। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ বাউনিয়া, ঢাকা; ১০। মো. সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১১। মো. সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ১২। এমএ সোহেল, টিএফ ক্যাসেল, কালীবাড়ি রোড, বরিশাল; ১৩। মিসেস নূর জাহান বেগম, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; ১৪। মুক্তা রাণী, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৫। অমিত দস্তিদার মন, ৩১ নং মোহাম্মদ আলী শাহ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ১৬। মো. রেহা তামুল হক (সুদীপ) মিরপুর-১ আনসার ক্যাম্প, ঢাকা; ১৭। আজহারুল ইসলাম কচি, অগ্রণী ব্যাংক লি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ১৮।

মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ১৯। রুবি দস্তিদার, দোয়েল আহমেদ, ৪৯/৫০ আসকার দিঘীর পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২০। রূপম দস্তিদার, জাহাঙ্গীর আলম, মেডি কর্নার, ৪২৮ জামাল খান দোস্ত মসজিদ কলোনী, আসকার দিঘীর দক্ষিণ পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২১। প্রত্যয়ী রায়, এনজেল ভিউ-১ ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৩। মাহির আবরার অত্র, ইঞ্জিনিয়ার, রোড- ২৯এ, বাড়ি-১/বি/১, মিরপুর-১২ পল্লবী বিলপাড়, ঢাকা; ২৪। মো. ফরিদ উদ্দিন (আক্তার) গ্রাম- মান্দারী, পোস্ট-পাটবাজার, থানা+জেলা- মাদারীপুর; ২৫। আবদুল্লাহ সরকার সিয়াম, বাসা-৪, রেড-২, ব্লক- জে, আফতাব নগর, ঢাকা; ২৬। মহিমা বেগম, গ্রাম-দরবেশকাটা, পোস্ট- মকবুলাবাদ, থানা- চকরিয়া, জেলা- কক্সবাজার; ২৭। আক্বাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ২৮। আ. কাদের সরকার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ২৯। সুমাইয়া আক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, বাঘরপুর কমিনিউটি ক্লিনিক, বাঘরপুর, চান্দা, চাঁদপুর; ৩০। মো. গিয়াস উদ্দিন, গ্রাম- আলী সাহরদী, পোস্ট- মদনগঞ্জ, থানা- বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ; ৩১। মো. আব্দুল্লাহ আল মাহিন, রংপুর সদর, রংপুর; ৩২। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী

এ ছবি কার?-৫৯৪



এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াঙ্গণ, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'।.....সম্পাদক

ছবিটির নাম.....
উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা.....
.....মোবাইল.....

ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৩৩। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সানোয়ার আলী সানু স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট

মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ সানোয়ার আলী সানু স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট গত ১২ নভেম্বর জামালখান আসকার দিঘীর পাড়স্থ শতদল ক্লাবের মাঠে সম্পন্ন হয়েছে। টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। ফাইনাল খেলায় রুস ব্রেকার দল ৫:১ গোলে আশেকানে সোনার মদিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলা পরিচালনা করেন তবদিল ও মামুন। টুর্নামেন্টে ৮টি দল অংশগ্রহণ করে।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাফিক 'ক্রীড়াঙ্গণ' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াঙ্গণ'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

- সম্পাদক, ক্রীড়াঙ্গণ

ঢাকা ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন মাসুম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)



ইস্ট এন্ড বয়েজ ক্লাবের বিরুদ্ধে রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করেন।

পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-১
জিঞ্জিরা রীডিং এন্ড স্পোর্টিং ক্লাব-১
ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাব-০
রেলওয়ে পাইওনিয়ার ক্লাব-২
ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসুরেন্স-৪
হোভেন একাদশ-১
শাহজাহানপুর-১
ইস্ট এন্ড বয়েজ ক্লাব-০
পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-১
দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব-০
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-৩
পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-০
হোভেন একাদশ-৩
শাহজাহানপুর-১
ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাব-৩
পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-৩
হোভেন একাদশ-০
ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাব-৩ (ফরিদ-২, হাফিজ-১)
রেলওয়ে পাইওনিয়ার ক্লাব-১ (নুরুল্লাহ)
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল-৪
পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-১
কামাল স্পোর্টিং ক্লাব-৩
তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন-৩
কামাল স্পোর্টিং ক্লাব-০
তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।

ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসুরেন্স-০
দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব-১
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল-০
কামাল স্পোর্টিং ক্লাব-১
ইস্ট এন্ড বয়েজ ক্লাব-০
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল-০
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-০
জিঞ্জিরা রীডিং এন্ড স্পোর্টিং ক্লাব-০
তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন-০
শাহজাহানপুর-০
দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব-২
ইস্ট এন্ড বয়েজ ক্লাব-১
জিঞ্জিরা রীডিং এন্ড স্পোর্টিং ক্লাব-০

ঢাকা তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬

৯১ খেলার ফল

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব বিদল-০
মোহাম্মেদান এসি-৩
রায়ের বাজার-৩
ধানমন্ডি ক্লাব-১
মালিবাগ ইয়ং ক্লাব-১
টি টি সেন্টার-৭
মাহততুলী স্পোর্টিং ক্লাব-২
ইউনিভার্সেল ক্লাব-২
শান্তিনগর ক্লাবের বিরুদ্ধে আজাদ বয়েজ ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
ক্রিস্টেন্ট স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে গামা কুস্তি ও শরীর চর্চা ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
আরামবাগ-২ (সাতার, জামান)
প্যানোরমা ক্লাব-২
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব বিদল-০
মোহাম্মেদান এথলেটিক ক্লাব-৩
গামা কুস্তি ও শরীর চর্চা ক্লাব-২
আজাদ বয়েজ ক্লাব-৪
আরামবাগ-৩
আগা নগর দলের বিরুদ্ধে ইউনিভার্সেল ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
প্যানোরমা ক্লাব-২
স্টার অব পাকিস্তান-১

মাহততুলী স্পোর্টিং ক্লাব-০
নবাবন সংসদ-০
আজাদ বয়েজ ক্লাব-০
স্টার অব পাকিস্তান-১
প্যানোরমা এফসি-০
আগা নগর-০
মোহাম্মেদান এথলেটিক ক্লাব-০
ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব-১
ধানমন্ডি ক্লাব-০
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-০
স্টার অব পাকিস্তান-০
রায়ের বাজার-১
ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব-০
নবাবন সংসদ-০
ফরাশগঞ্জ-১

১৯৬৬

ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৬

চ্যাম্পিয়ন : রেলওয়ে পাইওনিয়ার

৬৫ খেলার ফল

রেলওয়ে পাইওনিয়ার-১ (সরফুল)
হোভেন একাদশ-২ (সাজ্জাদ, জাহাঙ্গীর)
ইস্ট এন্ড বয়েজ ক্লাব-৬ (স্বপন-২, মনোজ-২, পাশা-২)
ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসুরেন্স কোম্পানী-২ (মধু, কামাল)
জিঞ্জিরা রীডিং এন্ড স্পোর্টিং ক্লাব-২ (জসিম-২)
পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (আবু সিদ্দিক)
রেলওয়ে পাইওনিয়ার-৩
গোভেন একাদশ-০
শাহজাহানপুর এথলেটিক ক্লাব-২ (মান্নান, শাহজাহান)
ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসুরেন্স-২ (কামাল, মজিদ)
জিঞ্জিরা রীডিং এন্ড স্পোর্টিং ক্লাব-৩
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
রেলওয়ে পাইওনিয়ার-২
তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন-১
ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসুরেন্স-১ (মজিদ)
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-১ (জলিল)
পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-৩ (মজিদ-২, পল্লব-১)
ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসুরেন্স-৬
ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাব-২ (ফরিদ-২)
১(আনোয়ার)
দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব-২ (পর্বত, নূর আলম)
মুসলিম ইন্সটিটিউট ক্লাব-২
হোভেন একাদশ-২ (জাহাঙ্গীর-২)
কামাল স্পোর্টিং ক্লাব-২
জিঞ্জিরা রীডিং এন্ড স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসুরেন্স কোম্পানী ওয়াক ওভার লাভ করে।
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল-১ (রহমান)
পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-০
তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন-১ (মঞ্জু)
ইস্ট এন্ড বয়েজ ক্লাব-১
হোভেন একাদশ-২ (জাহাঙ্গীর-২)
দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব-৪
ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাব-২
রেলওয়ে পাইওনিয়ার ক্লাব-৭
ইস্টার্ন ফেডারেল ইনসুরেন্স-২
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-২
জিঞ্জিরা রীডিং এন্ড স্পোর্টিং ক্লাব-১
রেলওয়ে পাইওনিয়ার ক্লাব-৪
দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব-১
ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাব-২
কামাল স্পোর্টিং ক্লাব-১

তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন-০
শাহজাহানপুর এথলেটিক ক্লাব-০
কামাল স্পোর্টিং ক্লাব-০
ইস্ট এন্ড বয়েজ ক্লাব-০
দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব-০
রেলওয়ে পাইওনিয়ার ক্লাব-১
কামাল স্পোর্টিং ক্লাব-১ (এরশাদ)
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-০
জিঞ্জিরা রীডিং এন্ড স্পোর্টিং ক্লাব-১
ঢাকা সেন্ট্রাল জেল-১
হোভেন একাদশ-০
শাহজাহানপুর-২
ইস্ট এন্ড বয়েজ ক্লাব-০
পাকিস্তান স্পোর্টিং ক্লাব-০
হোভেন একাদশ-০
শাহজাহানপুর-০
তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন-০

ইউনিভার্সেল ক্লাব-১
মোহামেডান এথলেটিক ক্লাব-৩
ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব-২
গামা কুস্তি ও শরীর চর্চা ক্লাব-২
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-২
স্টার অব পাকিস্তান-০
ঢাকা স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে প্যানারমা ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
মালিবাগ-২
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব বিদল-৪
টি টি সেন্টার-২
মোহামেডান এথলেটিক ক্লাব-১
ইউনিভার্সেল ক্লাব-৭
শান্তিনগর ক্লাবের বিরুদ্ধে রায়ের বাজার দল ওয়াক ওভার লাভ করে।
আজাদ বয়েজ ক্লাব-১
ধানমন্ডি ক্লাব-৬
মালিবাগ-০
স্টার অব পাকিস্তান-১
প্যানোরমা ক্লাব-২
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব বিদল-৪
আগা নগর দলের বিরুদ্ধে ইস্ট এন্ড ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
ইউনিভার্সেল ক্লাব-৩
আরামবাগ-১
ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব-২
ধানমন্ডি ক্লাব-৩
ঢাকা স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্ট এন্ড ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
প্যানোরমা ক্লাব-২
স্টার অব পাকিস্তান-০
মালিবাগ ইয়ং ক্লাব-১
দয়াগঞ্জ দলের বিরুদ্ধে মুসলিম ইনস্টিটিউট দলের ওয়াক ওভার লাভ করে।
আগা নগর-২
ইস্ট এন্ড ক্লাব-০
আজাদ বয়েজ ক্লাব মাঠে না আসায় মাহুতুলী স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-২
স্টার অব পাকিস্তান-৫
ইস্টার্ন স্পোর্টিং ক্লাব-১
মাহুতুলী স্পোর্টিং ক্লাব-৩
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-১
মোহামেডান এথলেটিক ক্লাব-১

টি টি সেন্টার-০
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব বিদল-২
আগা নগর-০
ইস্ট এন্ড ক্লাব-২
রায়ের বাজার-১
আরামবাগ-০
ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
ইস্ট এন্ড ক্লাব-১
ধানমন্ডি-০
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-০
মুসলিম ইনস্টিটিউট-১
ক্রিসেন্ট স্পোর্টিং ক্লাব-০
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-০
দয়াগঞ্জ-০
ব্যাচেলার স্পোর্টিং ক্লাব-০
মোহামেডান এথলেটিক ক্লাব-০
টি টি সেন্টার-০
নবারুন সংসদ-০
গামা কুস্তি ও শরীর চর্চা ক্লাব-০
আজাদ বয়েজ ক্লাব-০
ক্রিসেন্ট স্পোর্টিং ক্লাব-০
শান্তিনগর-০
ব্যাচেলার স্পোর্টিং ক্লাব-০
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-০
টি টি সেন্টার-০
নবারুন সংসদ-১
দয়াগঞ্জ-০
প্যানোরমা ক্লাব-০
ধানমন্ডি-০
ইউনিভার্সেল ক্লাব-০
আজাদ বয়েজ ক্লাব-০

ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্ট এন্ড ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
দয়াগঞ্জ দলের বিরুদ্ধে রায়ের বাজার দল ওয়াক ওভার লাভ করে।
আরামবাগ-৭
শান্তিনগর ক্লাব-০
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-১
ধানমন্ডি ক্লাব-০
মালিবাগ-২
ইস্টার্ন স্পোর্টিং ক্লাব-১
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব বিদল-৩
আজাদ বয়েজ ক্লাব-০
আগা নগর দলের বিরুদ্ধে প্যানোরমা দল ওয়াক ওভার লাভ করে।
ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে টি টি সেন্টার দল ওয়াক ওভার লাভ করে।
ইস্টার্ন স্পোর্টিং ক্লাব-২
ইউনিভার্সেল ক্লাব-২
শান্তিনগর ক্লাবের বিরুদ্ধে মাহুতুলী স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-৩
মোহামেডান এথলেটিক ক্লাব-১
ঢাকা স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ক্রিসেন্ট স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
আরামবাগ-২
মাহুতুলী স্পোর্টিং ক্লাব-১
আগা নগর দলের বিরুদ্ধে মালিবাগ দল ওয়াক ওভার লাভ করে।
ইস্টার্ন স্পোর্টিং ক্লাব-২
রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-২
শান্তিনগর ক্লাবের বিরুদ্ধে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব বিদল ওয়াক ওভার লাভ করে।
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-১
মাহুতুলী স্পোর্টিং ক্লাব-০
প্যানোরমা ক্লাব-৪
ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব-১
মোহামেডান এথলেটিক ক্লাব-৫
দয়াগঞ্জ-০
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-১
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব বিদল-০
ইস্টার্ন স্পোর্টিং ক্লাব-২
টি টি সেন্টার-০
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব-২
মুসলিম ইনস্টিটিউট ক্লাব-০
মাহুতুলী স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে দয়াগঞ্জ দল ওয়াক ওভার লাভ করে।
মোহামেডান এথলেটিক ক্লাব-৩
আরামবাগ-৩
ব্যাচেলার স্পোর্টিং ক্লাব-২
ইউনিভার্সেল ক্লাব-০
ধানমন্ডি-১
রায়ের বাজার-০
মালিবাগ-৩
গামা কুস্তি ও শরীরচর্চা ক্লাব-১
দয়াগঞ্জ দলের বিরুদ্ধে শান্তিনগর ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
মুসলিম ইনস্টিটিউট দলের বিরুদ্ধে আরামবাগ দল ওয়াক ওভার লাভ করে।
আগা নগর দল মাঠে না আসায় ব্যাচেলার স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
ইস্ট এন্ড দল মাঠে না আসায় রহমতগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।
মুসলিম ইনস্টিটিউট দল মাঠে না আসায় নবারুন সংসদ ওয়াক ওভার লাভ করে।
ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব মাঠে না আসায় মালিবাগ ইয়ং ক্লাব ওয়াক ওভার লাভ করে।

(চলবে)

আর্জেন্টিনার নতুন জার্সি উন্মোচনের বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ

লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনাকে নিয়ে বাংলাদেশে উন্মাদনা তিন যুগেরও বেশি সময় আগে থেকেই ছিল। বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের মেসিদের নিয়ে উন্মাদনার খবর অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা মূল্যে। গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে বাংলাদেশে নতুন করে খুলেছিল আর্জেন্টাইন দূতাবাস। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে না থেকেও ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশি ফুটবলপ্রেমীদের চিনেছিল গোটা বিশ্ব। বিশেষ করে চিনেছিল আর্জেন্টিনা। যাদের প্রতিটি জয়ে আনন্দ মিছিল হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। হাজার মাইল দূরের কোনো দেশকে স্বার্থ ছাড়াই এভাবে সমর্থন জোগানো বিরল ঘটনা। তিন যুগের অপেক্ষা শেষে মেসিদের বিশ্বকাপ জয়ের পর বুয়েস আইরেসের রাস্তায় শিরোপা উদ্‌যাপনে ঠাঁই পায় বাংলাদেশও। দেশটির গণমাধ্যমে প্রাধান্য পায় লাল-সবুজের দেশের খবর। এ ছাড়া বিশ্বকাপ চলাকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশের সমর্থকদের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করতেও দেখা গেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে।

বাংলাদেশের সমর্থকরা সেই ভালোবাসায় দেখিয়েছে আর্জেন্টিনাকে, যা জানতে পেরে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশি সমর্থকদের প্রতি নিজেদের

কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে তিনবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। এবার আরও একবার বাংলাদেশি সমর্থকদের সম্মান জানাল দেশটি। নিজেদের নতুন জার্সি উন্মোচনের প্রকাশিত ভিডিওতে বাংলাদেশি সমর্থকদের উদ্‌যাপনকে স্থান দিয়েছে তারা।

গত ১৫ নভেম্বর নিজেদের ভেরিফায়েড টুইটার (এক্স) নতুন জার্সি নিয়ে এক মিনিট ১৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) ওই ভিডিওতে দেখা গেছে দেশটির মহাতারকা লিওনেল মেসি এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, ডি পলসহ আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলারদের। জার্সির স্পন্সর প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাসের সাথে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তৈরি করা হয়েছে এই বিশেষ জার্সি। যেই ভিডিওতে স্থান দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশকেও। ভিডিওর ৪৮ ও ৪৯ সেকেন্ডে দেখালে ঝোলানো একটি টিভিতে দেখা যায়, আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে বাংলাদেশের সমর্থকদের উল্লাস। বাংলাদেশের একটি জায়গায় বড় স্ক্রিন বসিয়ে আর্জেন্টিনার গোল উদ্‌যাপন করছেন হাজারো বাংলাদেশি সমর্থক।

মেহেদী হাসান জনি



জাতীয় ক্লাব ভারোত্তোলনে রেকর্ডের ছড়াছড়ি

মোরসালিন আহমেদ

রেকর্ড ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে ১৫তম জাতীয় সিনিয়র ক্লাব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে বাগেরহাট সাতশৈয়া ভারোত্তোলন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নারী বিভাগে গাজিপুর বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান ভারোত্তোলন ক্লাব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশনের জিমনেসিয়ামে ৪ থেকে ৫ নভেম্বর দু'দিনব্যাপী এ আসরে রেকর্ডের ছড়াছড়ির মধ্য দিয়ে মোট ২৮টি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ বিভাগে ১৬টি ও নারী বিভাগে ১২টি রেকর্ড হয়েছে। এবার পুরুষ বিভাগে ১৪টি ক্লাবের ৪৯ জন এবং নারী বিভাগে ৯টি ক্লাবের ৩৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পুরস্কার বিতরণ করেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগঠক উইং কমান্ডার অব. মহিউদ্দিন আহমেদ।



পুরুষ বিভাগ

বাগেরহাট সাতশৈয়া ভারোত্তোলন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ১টি তাম্রসহ ৬টি পদক জিতে শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে। অন্যদিকে ৩টি স্বর্ণ ও ২টি তাম্রসহ ৫টি পদক জয় করে রানার্সআপ হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। এবার পুরুষ বিভাগে ১০টি ওজন শ্রেণির মধ্যে ৫৫, ৬১, ৬৭, ৮১, ৯৬, ১০৯ ও +১০৯ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১৬টি রেকর্ড হয়েছে। বাগেরহাটের জীবন চন্দ্র রায় ৬১ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ল্যাচে ৯৬ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১২০ কেজি ও মোট ২১৬ কেজি উত্তোলন করে রেকর্ড গড়ে শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলক হয়েছেন। বিকেএসপির মো. রহিম ৮১ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ল্যাচে ১০৫ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১৩১ কেজি ও মোট ২৩৬ কেজি এবং ইন্দ্ররাজ বর্মণ +১০৯

কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ল্যাচে ৯৫ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১২০ কেজি ও মোট ২১৫ কেজি উত্তোলন করে রেকর্ড করেন। ১০৯ কেজি ওজন শ্রেণিতে রাজশাহী উচ্ছ্বাস যুব সংঘের মো. শাওন ইসলাম স্ল্যাচে ১০৫ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১৩৬ কেজি ও মোট ২৪১ কেজি উত্তোলন করে রেকর্ড করেন। ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে কিশোরগঞ্জের ফারুক পালায়ান ভারোত্তোলন ক্লাবের মো. পিয়াস স্ল্যাচে ৮৭ কেজি উত্তোলন করে রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১০০ ও মোট উত্তোলন করেন ১৮৭ কেজি। বাগেরহাট সাতশৈয়া ভারোত্তোলন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাকসুদুর রহমান লিমন ৬৭ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ল্যাচে ৯৭ কেজি তুলে রেকর্ড গড়ে ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১১০ কেজি ও মোট উত্তোলন করেন ১০৭ কেজি। অপরদিকে একই ক্লাবের মাশরাফি ইসলাম ৭৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ল্যাচে ১০২ কেজি উত্তোলন করেন রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১২০ কেজি ও মোট উত্তোলন করেন ২২২ কেজি। রাজশাহী উচ্ছ্বাস যুব সংঘের মো. আবদুল হাকিম ৯৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১১০ কেজি তুলে রেকর্ড গড়ে সেই সঙ্গে স্ল্যাচে ৮৮ কেজিসহ মোট উত্তোলন করেন ১৯৮ কেজি। তবে রেকর্ড না গড়েও স্বর্ণপদক জিতেছেন ৮৯ কেজি ওজন শ্রেণিতে বাগেরহাট সাতশৈয়া ভারোত্তোলন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মো. মাসুম বিল্লাহ ও ১০২ কেজি ওজন শ্রেণিতে বিকেএসপির মো. আরিফ।

নারী বিভাগ

গাজিপুর বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান ভারোত্তোলন ক্লাব ২টি স্বর্ণ আর ৩টি রৌপ্যসহ ৫টি পদক জয় করে দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ন

হয়েছে। ৩টি স্বর্ণ ও ১টি তাম্রসহ ৪টি পদক জিতে দলগত রানার্সআপ হয়েছে দিনাজপুর মডার্ন বডি বিল্ডিং ক্লাব। নারী বিভাগে ৭টি ওজন শ্রেণির মধ্যে ৪৫, ৪৯, ৫৫ ও ৫৯ কেজি ওজন শ্রেণিতে ১২টি রেকর্ড হয়েছে। মডার্ন বডি বিল্ডিং ক্লাবের রোকেয়া পারভীন শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলকের পুরস্কার পেয়েছেন। ১২টি রেকর্ডের মধ্যে মডার্ন বডি বিল্ডিং ক্লাবের তিন ভারোত্তোলক ৯টি পুরনো রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। এর মধ্যে ৪৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে মনিকা রায় স্ল্যাচে ৪৯ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ৬০ কেজিসহ মোট ১০৯ কেজি উত্তোলন করে রেকর্ড গড়েছেন। সীমা রায় ৪৯ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ল্যাচে ৫৪ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ৬৬ কেজি ও মোট উত্তোলনে ১২০ কেজি তুলে পুরোনো রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। রোকেয়া পারভীন ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ল্যাচে ৬০ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ৭২ কেজি মিলিয়ে ১৩২ কেজি উত্তোলন করে রেকর্ড করেছেন। তবে ৫৯ কেজি ওজন শ্রেণিতে নড়াইল আবদুর রাজ্জাক শরীর চর্চা ভারোত্তোলন ক্লাবের শাম্মী সুলতানা স্ল্যাচে ৬০ কেজি, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ৭৩ কেজিসহ মোট ১৩৩ কেজি উত্তোলন করে আরেকটি পুরোনো রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। একসময় মা শাহরিয়া সুলতানা সুচি জাতীয় ভারোত্তোলন মাতিয়েছেন। এখন তাঁর মেয়ে শাম্মী সুলতানা মায়ের পথ ধরে হাঁটছেন। অপর তিনটি ওজন শ্রেণিতে কোনো রেকর্ড সৃষ্টি না হলেও ৬৪ কেজি ওজন শ্রেণিতে কিশোরগঞ্জ আজহার অ্যাকাডেমি ভারোত্তোলন ক্লাবের সুমাইয়া এবং গাজিপুর বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান ভারোত্তোলন ক্লাবের দুই ভারোত্তোলক যথাক্রমে ৭১ কেজি ওজন শ্রেণিতে জয়তুন নেছা এবং +৭১ কেজি ওজন শ্রেণিতে রাজিয়া সুলতানা স্বর্ণপদক জয় করেন।



২০০৮

সা।ল

যখন কাজী

সালাউদ্দিন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাবুফে) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন ক্রীড়ামাদিরা দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তার কারণ, সালাউদ্দিন বাংলাদেশের ইতিহাসের

বাবুফের সভাপতি হলে আমরা সবাই আশায় বুক বাধি। কিন্তু সালাউদ্দিন ফুটবলের উন্নতির বদলে নিজেদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর দীর্ঘ সময়ে ফুটবলের কোনো উন্নতি তো হয়নি, বরং তিনি বাবুফেতে একটা নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করেন। তারা ফুটবলকে তলানিতে নিয়ে যান। বিশ্ব ফুটবলের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ ২০০ এর কাছাকাছি চলে গেছে। অথচ ফুটবলে ধস নামার আগে বাংলাদেশ কখনো কখনো পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের চেয়েও এগিয়ে ছিল। আর আজ বাংলাদেশ যেখানে ২০০তম নম্বরে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে, সেখানে ভারত অনেক ভালো পজিশনে চলে গেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবধান এখন প্রায় ১০০। ভারতের সঙ্গে ব্যবধান কমানো এবং একটা ভালো পজিশনে যাওয়ার আশা করছেন বাংলাদেশের

করেছিলেন, 'তাঁর দেশ জার্মানির ফুটবল লিগ বুন্ডেসলিগার সবচেয়ে বড় দুই দল বায়ার্ন মিউনিখ ও বোরাসিয়া উল্টমুন্ডের ম্যাচেও ২৫-৩০ হাজারের বেশি দর্শক হয় না। বাংলাদেশ ফুটবলে তাদের এই জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারলে তারা অচিরেই বিশ্বমানের দলে পরিণত হবে।' কিন্তু ওবারম্যানের ধারণা বাস্তবায়িত হয়নি আমাদের কারণেই। আমরা নিজ হাতে ফুটবলের বিশাল জনপ্রিয়তা ও সম্ভাবনাকে গলা টিপে হত্যা করেছি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে। ১৯৯৬ সালের আগে ফুটবলে রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না। ১৯৭৭ সালের বাবুফের কমিটিতে আওয়ামী লীগের সমর্থক হারুন আর রশিদ ছিলেন সাধারণ সম্পাদক পদে। পরবর্তীকালে এসব কল্লনাও করা যায়নি। ১৯৯৬ সাল থেকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব এতটাই বিস্তার লাভ করে যে, সাধারণ ফুটবল দর্শকরাও বিরক্ত হয়ে যায়। তারা খেলা দেখাই বন্ধ করে দেয়। বাবুফেকে বানানো হয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন। এবার সময় এসেছে ওই বাজে অবস্থার পরিবর্তন করার। বাবুফের কমিটি হবে দল নিরপেক্ষ। এখানে বিএনপি, আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন দলের সমর্থকরা একসঙ্গে কাজ করবেন। সেটা হলে লাভ বাংলাদেশের ফুটবলেরই। এখন বাংলাদেশকে সাফ ফুটবলের শিরোপা জিততে হিমশিম খেতে হয়। অথচ, ফুটবলের সোনালি দিনগুলোয় বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপে দক্ষিণ কোরিয়ার শক্তিশালী দলের বিপক্ষে জয় পেয়ে শিরোপাও

সৃষ্টি হলো ফুটবলে এগিয়ে যাওয়ার পথ

মোস্তফা তারিক আল বান্না

সেরা ফুটবল খেলোয়াড়। তাঁর হাত ধরেই ঘুণে ধরা ফুটবলের নতুন যাত্রা শুরু হবে। এমনটিই ছিল তাদের প্রত্যাশা। স্বাধীনতার পর ফুটবল বেশ আশা সৃষ্টি হয়েছিল। দিনে দিনে ফুটবলের একটা সম্ভাবনা ও জনপ্রিয়তা সৃষ্টিও হয়েছিল। সেটা দৃশ্যত হারিয়ে গেছে। তবে এবার ফুটবলে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। ১৯৯৬ সালের পর রাজনৈতিক চাটুকারিতার খপ্পরে পড়ে ফুটবলে করুণ দশা চলে আসে। একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ফুটবল লিগ টানা দুই বছর বন্ধ রাখা হয় অদৃশ্য হাতের ইশারায়। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীনদের সবকিছুকে রাজনীতিকরণ করা থেকে রেহাই পায়নি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সম্ভাবনাময় খেলা ফুটবল। সেই যে ফুটবলের ধস নামে, তা আর কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। ঠিক এমনই সময় (১৯৯৭-৯৮ সাল) বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আইসিসি ট্রফির শিরোপা জিতে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এর ফলে ফুটবলের দর্শক কমে গিয়ে বেড়ে যায় ক্রিকেটের। তাতে করে আরেকটি ধাক্কা খায় ফুটবল। সবমিলে একেবারেই হারিয়ে যায় ফুটবল। সালাউদ্দিন

ফুটবল সমর্থকরা। তাবিথ আউয়াল বাবুফের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার কারণেই এমনটি আশার সঞ্চার হয়েছে। এখন ঢাকা স্টেডিয়ামের চেহারা দেখলে বড় কষ্ট হয়। কী ছিল স্বাধীনতার পর দুই দশকেরও বেশি সময়। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি ছিল দারুণ সম্ভাবনা। ১৯৭৩-৭৪ সালে থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে দেখা যেত, মোহামেডান বনাম আবাহনী ম্যাচে গ্যালারিতে ৫০-৬০ হাজার দর্শকের সমাগম হতো। আরও প্রায় ১০-১২ হাজার দর্শক টিকিট কেটেও গ্যালারিতে প্রবেশ করতে পারতো না। শুধু এই বিগ ম্যাচই নয়, মোহামেডান ও আবাহনীর সঙ্গে ওয়ারী, ফরাশগঞ্জ, ভিক্টোরিয়া, সাধারণ বিমা, অগ্রণী ব্যাংক, ওয়াডার্সের ম্যাচগুলোতেও ৪০ হাজারের মতো দর্শক হতো। এমনকি ছোট দলগুলোর মধ্যকার ম্যাচেও গ্যালারিতে কমপক্ষে ১০ হাজার দর্শক উপস্থিত থাকতো। অর্থাৎ ফুটবল ম্যাচ মানেই ছিল দর্শকের হুড়াহুড়ি। ১৯৯৫ সালে ঢাকা সফরকালে ফিফার ফুটবল বিশেষজ্ঞ জার্মানির হুগলার ওবারম্যান একবার মোহামেডান ও ওয়ারীর ম্যাচে প্রায় ৪০ হাজার দর্শক দেখে আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য

জিতেছে। আগা খান গোল্ডকাপ ফুটবলে মালয়েশিয়ার শক্তিশালী পেনাং দলের বিপক্ষে জিতেছিল ঢাকা আবাহনী। ভারতের অলইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশন দলকে (আইএফআইসি) হারিয়েছিল ঢাকা মোহামেডান। এমন অনেক ভালো ভালো ফলাফল আমরা উপভোগ করেছি। এখন এমন ফলাফল বাস্তবে তো দূরের কথা, স্বপ্নেও ভাবা যায় না। এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা সেটা হলো, নিয়মিত ফুটবল লিগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শুধু জাতীয় লিগ বায় ঢাকা প্রিমিয়ার লিগই নয়, সারা দেশে জেলা পর্যায়ে ফুটবল লিগ চালু করা দরকার। এরপর বিশ্বমানের কোচ এনে জাতীয় দলের দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। নারী ফুটবল দল সাফ শিরোপা জিতে প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সেরা। তাদেরকে প্রমোট করতে পারলে বাংলাদেশ নারী ফুটবলে এশিয়ান লেভেলে চলে যেতে পারবে। কিন্তু পুরুষ ফুটবল দল এখন সাফ ফুটবলের শিরোপা জিততে পারছে না। তাদের জন্য বিশেষ তদারকি দরকার। বাবুফের নতুন কমিটি এইসব দিকে লক্ষ্য রাখবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। সারা বিশ্বই ফুটবলে এগিয়ে যাচ্ছে, আর বাংলাদেশ পেছাচ্ছে। এটা চলতে দেওয়া যায় না।

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কত্ব

মো. জোবায়ের হোসেন



এমএ গফুর



শামীম খান মিসকিন

রাজধানী ঢাকার সুদূরে অবস্থান রংপুরের। উত্তরবঙ্গের এই জেলা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে উপহার দিয়েছে কিংবদন্তি অনেক ক্রীড়াবিদ। শহিদুর রহমান চৌধুরি সান্টু, কামরুন নাহার ডানা, কাজী আনোয়ারের মতো ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছে রংপুর। এখনও অনেক খেলায় জাতীয় দলে খেলছেন রংপুরের অনেকেই। এসব তারকার জন্ম ও জেলার খেলার আয়োজনের নেপথ্যে রয়েছেন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গ। যাদের নিরলস শ্রম ও মেধায় সচল জেলার ক্রীড়াঙ্গন।

রংপুর জেলার ক্রীড়াঙ্গনে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তির মধ্যে এমএ গফুর অন্যতম। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অনেক দিন। জেলার খেলাধুলা সচল রাখার কাজ করেছেন নিরলসভাবে। বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক শহিদুর রহমান চৌধুরী সান্টু রংপুর থেকেই বেড়ে উঠেছেন। খেলা ছাড়ার পর দীর্ঘদিন থেকে আমেরিকায় বসবাস করলেও রংপুরের প্রতি টান রয়েছে। রংপুরের ক্রীড়াঙ্গনে গফুরের অবদান সম্পর্কে বলেন, ‘তিনি আমাদের প্রায় সমসাময়িক। রংপুরের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে তাঁর নিবেদন অনেক। কয়েক বছর আগে তিনি মারা গেছেন। তিনি রংপুরের ক্রীড়াঙ্গনে অরণীয় থাকবেন।’ জেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়েও সংগঠক হিসেবে বেশ পরিচিতি ছিল গফুরের। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সহসভাপতি ছিলেন।



তৃণমূল থেকে উঠে এসে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করাদের মধ্যে গফুর ছিলেন অন্যতম। রংপুর থেকে এক সময় কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ এসেছে। এরপর মাঝে মাঝে অনেক খেলায় জাতীয় দলে খেলেও সেই অর্থে নামডাক করতে পারেননি। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় ফুটবল দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার ইসা ফয়সাল একটু পরিচিতি পেয়েছেন। পুলিশের এই ফুটবলারের উঠে আসা রংপুরের সান্তোস টু স্টার একাডেমি থেকে। ইসা ফয়সাল তাঁর উত্থানের পেছনে রংপুরের স্থানীয় কোচ শামীম খান মিসকিনকে অবদান দিলেন, ‘মিসকিন ভাইয়ের সান্তোস ক্লাব থেকেই আমার ফুটবলের পথচলা শুরু। সেখান থেকে পরবর্তীতে পুলিশে যোগদান করি। এরপর পুলিশের মাধ্যমে পেশাদার ফুটবল এবং জাতীয় দলে খেলা।’ রংপুরের সাবেক ফুটবলার মিসকিন। গত এক যুগে শুধু রংপুর নয় পুরো উত্তরবঙ্গের ফুটবল মানেই যেন মিসকিন। তাঁর হাতে গড়া সান্তোস টু স্টার। সেই ক্লাবে প্রতিদিন অনেক তরুণ ফুটবল অনুশীলন করে। এরা বাফুফের বিভিন্ন স্তরে ফুটবল খেলছে। সান্তোস নামকরণ প্রসঙ্গে মিসকিন বলেন, ‘আমি ব্রাজিলের ভক্ত। তাই ব্রাজিলের ক্লাবের নামেই রংপুরে আমার একাডেমির নাম দিয়েছি।’ এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের অধীনে বি লাইসেন্স কোচিং করেছেন মিসকিন। তাঁর সেই দীক্ষা দিয়েই রংপুরে ফুটবল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করছেন। অনেক কষ্ট হলেও এতেই তাঁর আনন্দ, ‘আমার

পরিবারের অনেক স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ করি না। সেটা না করে এই একাডেমির পেছনে সময় ও শ্রম দেই। যখন দেখি আমার এখানে ফুটবল শিখে একজন ছেলে তাঁর পরিবারের মুখে হাসি ফোটায় সেটাই আমার আনন্দ।’ সময় আর শ্রম নয় ফুটবল শেখাতে অর্থও ব্যয় করেন মিসকিন। তাঁর পেশা বলতে ফুটবল কোচিংই মূলত। নিজের একাডেমি ছাড়াও বিভিন্ন ক্লাব ও বিভাগীয় পর্যায়ে কোচিং করে অর্থ উপার্জন করেন। সেই উপার্জনের কিছু অংশ ব্যয় করেন নিজের একাডেমির পেছনে, ‘একাডেমি আমার ধ্যানজ্ঞান। মাঠে গিয়ে অনুশীলন না করলে মনে হয় দিন অপূর্ণ। অনেক ছেলে খেলায় খুব ভালো হলেও পরিবার চায় না আবার পরিবার চাইলেও আর্থিক সামর্থ্য থাকে না। এজন্য বুট-বলও কিনে দিতে হয় মাঝে মাঝে।’ মিসকিন একদিকে কোচ আবার আরেক দিকে সংগঠকও। রংপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটিতে ছিলেন। রংপুর জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতিও। অন্য সব জেলার মতো রংপুরের ক্রীড়াঙ্গনেও পৃষ্ঠপোষকতার সংকট ব্যাপক, ‘এখানে অনেক তরুণ খেলতে চায় কিন্তু খেলা আয়োজন সেভাবে হয় না। খেলা আয়োজন করতে অর্থ ও জনবল প্রয়োজন। স্পন্সর না থাকায় অনেক খেলা ও খেলোয়াড় হারিয়ে যাচ্ছে।’ রংপুর জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালকও ছিলেন কয়েক মেয়াদে। রাজনৈতিক প্রভাবে ক্রীড়া সংগঠক বনে গেলেও তাঁর সময়ে রংপুরের ক্রীড়াঙ্গন আলোকিত হয়নি। গত এক দশকে রংপুর থেকে জাতীয় তারকা উঠে না আসার কারণ সম্পর্কে মিসকিন বলেন, ‘খেলা না হলে খেলোয়াড় আসবে কোথা থেকে? সাবেক ফুটবলার হিসেবে ফুটবলের বেহাল অবস্থা দেখে নিজেই হাল ধরেছি। এজন্য এখন কয়েকজন ফুটবলার আসছে। নারী ফুটবল নিয়ে কাজ করছে আরেকজন। ফলে রংপুরে অন্য খেলার চেয়ে তুলনামূলক ফুটবল একটা অবস্থানে আছে।’

সত্তর-আশির দশকে অন্যতম তারকা ফুটবলার কাজী আনোয়ার। ফুটবলার হলেও তিনি ক্রিকেট কোচিং করিয়েছেন অনেক দিন। ফুটবল থেকে অভিমানে দূরে সরলেও সাম্প্রতিক সময়ে পাইওনিয়ার ফুটবল দল গড়েছিলেন। তিনি রংপুর ও উত্তরবঙ্গের তৃণমূল ফুটবলারদের এনে প্রশিক্ষণ করাচ্ছেন।



নাম	:	এসএসএম সিফাত উল্লাহ গালিব
পিতা	:	সৈয়দ সরোয়ার আলম
মাতা	:	কাজী সালেহা বেগম
জন্ম তারিখ	:	২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮
জন্মস্থান	:	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
উচ্চতা	:	পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি
ওজন	:	৬৪ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
ভাই/বোন	:	তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে ছোট
পরিচিতি	:	ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
ব্যাডমিন্টনে অনুপ্রেরণার উৎস	:	বড় ভাই সাজ্জাদ ও মেঝা ভাই সিবগাত (দু'জনেই বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন দলের সাবেক খেলোয়াড়)।
অতীতে কোন দলে খেলেছেন	:	চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা
জাতীয় প্রতিযোগিতা	:	সামার ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ সিনিয়রে সেমিফাইনালে অংশগ্রহণ। জাতীয় জুনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ এ অংশ নিয়ে প্রত্যেকটিতে দ্বৈতে ও এককে স্বর্ণপদক অর্জন।
জাতীয় দলে	:	২০২২ সাল হতে অদ্যাবধি
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ নেপালে অংশ নিয়ে দ্বৈতে স্বর্ণ ও এককে ব্রোঞ্জপদক অর্জন এবং ২০২৩ এ দ্বৈতে স্বর্ণ, এককে স্বর্ণ অর্জন।
অন্য খেলা	:	সাউথ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ নেপাল
প্রিয় খাবার	:	সি-ফিস
প্রিয় রং	:	সাদা
অবসর কাটে	:	গেমস খেলে
পছন্দ	:	খেলাধুলা
অপছন্দ	:	বেশি কথা বলা
অন্য প্রিয় খেলা	:	ফুটবল
প্রিয় ফুটবলার	:	নেইমার
প্রিয় কোচ	:	নিখিল (বর্তমানে জার্মান ন্যাশনাল টিমের কোচ)
খেলোয়াড়ি জীবনে আদর্শ	:	মেঝা ভাই (সিবগাত)
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	দক্ষ প্রশিক্ষক হওয়া।
স্বাক্ষর	:	GALIB

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

ফুটবলার জাকারিয়া পিন্টুর শ্রদ্ধাঞ্জলি



ফুটবলার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকারিয়া পিন্টুর মরদেহে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গান স্যালুট



যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী



বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন



বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন



মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব



সভাপতি তাবিথ আউয়ালের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন



মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিনের নেতৃত্বে
মোহামেডানের সাবেক ফুটবলাররা

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে নামাজে জানাজা



বছরের শেষ ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন

মো. সামীম সরদার

ফিফা র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা মালদ্বীপের বিপক্ষে বছরের শেষ ফিফা প্রীতি সিরিজ খেলার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের অবস্থান একটু হলেও ওপরের দিকে তোলা। বাংলাদেশের সে স্বপ্নপূরণ হয়নি। ঘরের মাঠেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির বিপক্ষে সিরিজ জিততে পারেনি লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। একটি হেরে একটি জিতে সিরিজ ড্র করেছে এই যা। গত ১৩ ও ১৬ নভেম্বর বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় হওয়া দুই ম্যাচের প্রথমটিতে বাংলাদেশ ১-০ গোলে হেরে, দ্বিতীয়টি জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। বছরের শেষ সিরিজ সমতা ১-১ এ।

জাতীয় দলের প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা ও বাফুফের লক্ষ্য ছিল র‍্যাংকিং বাড়িয়ে আগামী বছর মার্চে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের ড্রয়ে একটু সুবিধা পাওয়া। অর্থাৎ পট চার থেকে পট তিনে উঠলে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দলগুলোর গ্রুপে থাকত বাংলাদেশ। সিরিজ জিততে না পারায় সেই সম্ভাবনা নষ্ট লাল-সবুজ জার্সিধারীদের। বাংলাদেশ যখন মালদ্বীপের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি খেলে তখন দুই দলের র‍্যাংকিংয়ে ব্যবধান ছিল ২২। মালদ্বীপ ১৬৩, বাংলাদেশ ১৮৫। মালদ্বীপ এগিয়ে থাকার কারণে জিতলে বাংলাদেশের র‍্যাংকিং বাড়তো। তবে সেটা হয়নি। এখন প্রতিপক্ষ যারাই হোক বাংলাদেশকে সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে এশিয়ান কাপের তৃতীয় রাউন্ডের বাছাইয়ের জন্য।

কারা খেলবে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় পর্বে, সেটা জেনে নেওয়া যাক। বিশ্বকাপ ২০২৬ বাছাইয়ের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়া দলগুলোর মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে থাকা ভুটান, লাওস, মালদ্বীপ এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলা দলগুলোর মধ্যে গ্রুপে তৃতীয় ও চতুর্থ হওয়া আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, চাইনিজ তাইপে, হংকং, ভারত, লেবানন, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, থাইল্যান্ড, তুর্কমেনিস্তান, ভিয়েতনাম ও ইয়েমেনের সঙ্গে খেলবে প্লে-অফ জিতে আসা ক্রুনাই, পূর্ব তিমুর ও শ্রীলঙ্কা।



এই দলগুলো ৬ গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নেবে বাছাইয়ের তৃতীয় পর্বে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দল উঠে যাবে চূড়ান্ত পর্বে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় পর্বে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয়ে তৃতীয় পর্বে ওঠা ১৮ দল আগেই নিশ্চিত করেছে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট। সেই দেশগুলো হচ্ছে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ওমান, কিরগিজস্তান, ইরান, উজবেকিস্তান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, অস্ট্রেলিয়া ও ফিলিস্তিন। এই ২৪ দল নিয়ে ২০২৭ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি সৌদি আরবে বসবে এএফসি এশিয়ান কাপের ১৯তম আসর।

এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের দৌড় থেমে যায় বাছাই পর্বেই। এশিয়ার শীর্ষ ২৪ দলের মধ্যে থেকে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে হলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় পর্বে গ্রুপে দুইয়ের মধ্যে থাকতে হতো। বাংলাদেশের জন্য যা এখনো স্বপ্নের মতো। এবারও বাংলাদেশ গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে চার দলের মধ্যে চতুর্থ হয়ে। হোম অ্যাড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে বাংলাদেশ ৬ ম্যাচ খেলে একটি মাত্র ড্র করেছে। বাকি ৫ ম্যাচ হেরে বিদায় নিয়েছে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে। এখন মার্চের এশিয়ান বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের প্রস্তুতি নেবে বাংলাদেশ।

মালদ্বীপের বিপক্ষে দুই ম্যাচের সিরিজ খেলে ২০২৪ সাল শেষ করেছে হ্যাভিয়ের

ক্যাবরেরার দল। বছরটা নিশ্চয়ই ভালো কাটেনি এই স্প্যানিশের। তবে শেষ ম্যাচটা জয় তাঁকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। বছরের শেষ ম্যাচ জয় বলে কথা। তাতেও এই স্প্যানিশ কোচের ভাগ্যে কি আছে, তা এখনো জানা যায়নি। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাফুফের সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে। নবায়ন হবে নাকি বিদায় বলতে হবে, তা এখনো চূড়ান্ত নয়।

২০২২ সালের ৮ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচের দায়িত্বে আছেন ক্যাবরেরা। তিন বছরে তাঁর অধীনে বাংলাদেশ ম্যাচ খেলেছে ২৭টি। জিতেছে ৭টি, ড্রটিতে ড্র করে হেরেছে ১৪টি। জয়ের হার ২৫ ভাগের একটু বেশি। এটাকে ভালো পারফরম্যান্স বলা যাবে না। বাফুফেতে এখন নতুন কমিটি। ন্যাশনাল টিমস কমিটির দায়িত্ব বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের হাতে। ক্যাবরেরার ওপর কি আস্থা রাখবে বাফুফের নতুন কমিটি? নাকি নতুন কাউকে দেখা যাবে? সম্ভাবনাকে অনেকেই বলছেন ফিফটি ফিফটি।

প্রথম ম্যাচ : গোলের জন্য আফসোস

গত বছর ১৭ অক্টোবর ঢাকায় বিশ্বকাপ ২০২৬ বাছাইয়ের প্রথম পর্বের ফিরতি ম্যাচ খেলেছিল মালদ্বীপ। এরপর টানা এক বছর ম্যাচের বাইরে ছিল দ্বীপ দেশটি। এমন কি ঘরোয়া লিগ বা টুর্নামেন্টও খেলতে পারেননি দেশটির ফুটবলাররা। সেই মালদ্বীপ আবার মাঠে ফেরে ফিফা প্রীতি ম্যাচ দিয়ে। খেলার বাইরে থাকা এমন একটা দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতবে





দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল ভালো খেলতে থাকা বাংলাদেশ ম্যাচে ফিরবে। তবে তাদের সেই প্রত্যাশায় পানি ঢেলে দিয়েছে বাংলাদেশের ফরোয়ার্ডদের মিসগুলো। এভাবে মিস করলে ম্যাচ জেতা যায় না। জেতার জন্য একটি সুযোগই যে যথেষ্ট হতে পারে, সেটা প্রমাণ করেছে দ্বীপ দেশটি। বাংলাদেশ বারবার ভেঙেছে মালদ্বীপের রক্ষণ। কিন্তু সেই পুরোনো রোগই পেয়ে বসেছিল রাকিব-ফাহিমদের। তাই গোল আর করতে পারেনি।

দ্বিতীয় ম্যাচ : শেষ মুহূর্তে জয়ের আনন্দ

প্রথম ম্যাচ ভালো খেলে হারের পর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ফুটবলাররা। এত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পরও বাংলাদেশ কেন হেরে গেল আন্তর্জাতিক ম্যাচের বাইরে থাকা দল মালদ্বীপের কাছে। অক্টোবরে সাফ জেতা নারীদের কথা সামনে এনে অনেকেই পুরুষ ফুটবল দলের সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দেওয়ার দাবিও তুলেছিলেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এসব সমালোচনায় ফুটবলারদের মধ্যে একটা উপলব্ধি তৈরি হয়েছিল যে ভালো খেলে হারলে কেউ মনে

পেরেছেন। সমালোচনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জয় দিয়েই বছর শেষ করেছে হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরার শিষ্যরা। প্রথম ম্যাচ ১-০ গোলে হারা বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচ ২-১ গোলে জিতে সিরিজ সমতা করেছে ১-১ এ।

বাংলাদেশের জয়টি এসেছে শেষ মুহূর্তের গোলে। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে হারানো আলী ফাসির দ্বিতীয় ম্যাচেও মালদ্বীপকে লিড এনে দিয়েছিলেন ২৩ মিনিটে। তবে মজিবর রহমান জনির দুর্দান্ত গোলে বাংলাদেশ ম্যাচে ফিরেই বিরতিতে যায়। ইনজুরি সময়ের চতুর্থ মিনিটে বদলি পাপন সিং গোল করে উচ্ছ্বাসে ভাসান স্বাগতিক দর্শকদের। সোহেল রানার বদলি হিসেবে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেছিলেন আবাহনীর মিডফিল্ডার পাপন সিং। দর্শক যখন ধরেই নিয়েছিল ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হতে চলছে, ঠিক তখন পাপন গোল করে গ্যালারি মাতিয়ে দেন।

সিরিজের দুই ম্যাচেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচ হারে ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতায়। রাকিব, মোরসালিন, ফাহিমরা ভুরিভুরি সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি। যে গোলাটি

সেই প্রত্যাশা ছিল সবার। তবে হয়েছে তার উল্টো, প্রথম ম্যাচ জিতে নেয় সফরকারী দলটি।

প্রথম ম্যাচটি বাংলাদেশ হেরেছে একজন দক্ষ স্কোরারের অভাবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলেছে বাংলাদেশ। গোলের সুযোগও তৈরি করেছিল অনেক। সুযোগ আসলেই তো হবে না, সেই সুযোগ কাজে লাগানোর কেউ ছিলেন না দলে। তাই ভুরিভুরি গোলের সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হয়েছে ম্যাচ হেরে। পুরো ম্যাচে বলার মতো একটা সুযোগ পেয়েছিল মালদ্বীপ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই ঢাকার মাঠে জয় তুলে নেয় মালদ্বীপ। আগে কখনো বাংলাদেশে এসে ম্যাচ জিততে পারেনি দ্বীপ দেশটি। দীর্ঘদিনের আপেক্ষ দূর হয়েছে তাদের।

এ ম্যাচে বাংলাদেশ বড় ব্যবধানে জিতলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। জিতবে কি করে? গোল করবেন কে? এটাই কোটি টাকার প্রশ্ন। বাংলাদেশে যে নেই একজন দক্ষ ফরোয়ার্ড। শুরু থেকেই বাংলাদেশ প্রাধান্য বিস্তার করে খেলেছে। মাঝামাঝি থেকে প্রতিপক্ষের ডি বক্স-সব জায়গাই ছিল বাংলাদেশের রাজত্ব। তবে পোস্টে ঠিকঠাক শট নিতে না পারার এবং লক্ষ্য রাখতে না পারার খেসারত দিতে হয় ম্যাচ হেরে।

প্রথম ও একমাত্র সুযোগটি কাজে লাগিয়েই এগিয়ে যায় মালদ্বীপ। এগিয়ে যাওয়া গোলাটি ধরে রেখেই সফরকারীরা বিরতিতে যায়।



রাখে না। দিন শেষে ম্যাচের ফলই সব। এ কথাগুলো দ্বিতীয় ম্যাচের আগে গণমাধ্যমেও বলেছিলেন দলের সিনিয়র খেলোয়াড়রা। তাই তাদের মধ্যে জিদ তৈরি হয়েছিল যে দ্বিতীয় ম্যাচটি জিততেই হবে।

কেবল সিরিজে সমতা আনার জন্যই নয়, দ্বিতীয় ম্যাচটি ২০২৪ সালের শেষ ম্যাচ বলেও গুরুত্ব ছিল অনেক। অন্তত জয় দিয়ে বছর শেষ করার একটা তাগিদ কাজ করছিল খেলোয়াড়দের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত লাল-সবুজ জার্সিধারীরা

বাংলাদেশকে হারের চোখ রাঙিয়েছিল, সে গোলাটি হয়েছিল বাংলাদেশের তিন ডিফেন্ডার হৃদয়, তপু আর সাদ উদ্দিনের ব্যর্থতায়।

বিরতির পর বাংলাদেশ আক্রমণ বাড়িয়ে দিয়ে ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হলেও কাজক্ষিত গোল আসছিল না মোরসালিন, পিয়াস আহমেদ নোভারা সহজ সহজ সুযোগ মিস করায়। দর্শকের মাথায় হাত উঠেছে বারবার। শেষ পর্যন্ত সুপার সাব পাপন সিংয়ে মুখ রক্ষা হয় ক্যাবরেরার।

কিংসের আরেকটি ইতিহাস

মো. সামীম সরদার



বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে টানা পাঁচটি শিরোপা জিতে গত মৌসুমে ঘরোয়া ফুটবলে নতুন ইতিহাস গড়েছিল বসুন্ধরা কিংস।

এই কীর্তির সঙ্গে যোগ হয়েছিল ট্রবল জয়। ২০২৪-২৫ মৌসুমে নতুন যাত্রা করা চ্যালেঞ্জ কাপ জিতে নিজেদের ইতিহাসের পাতায় আরেকটি অধ্যায় যোগ করেছে ঘরোয়া ফুটবলে এ সময়ের অপ্রতিরোধ্য দলটি। গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এলোমেলো হয়েছিল ঘরোয়া ফুটবল। কয়েকটি ক্লাবে হামলা-ভাঙচুর, বেশ কয়েকটি ক্লাব কর্মকর্তা আত্মগোপনে চলে যাওয়ায় এবারের মৌসুম শুরু নিয়েই দেখা দিয়েছিল অনিশ্চয়তা। কয়েকটি ক্লাব তো নিজেদের নামই প্রত্যাহার করে নেয়। এমন অবস্থায় এই মৌসুম একটু সংক্ষিপ্ত করে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। বাদ দেওয়া হয় স্বাধীনতা কাপ।

নতুন একটি সংযোজনও হয়েছে ঘরোয়া ফুটবলে। এক ম্যাচের টুর্নামেন্ট। যার নাম চ্যালেঞ্জ কাপ। নতুন এই টুর্নামেন্টের পোশাকি নাম বাংলাদেশ ২.০ চ্যালেঞ্জ কাপ। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাতের মাধ্যমে নতুন এক বাংলাদেশ পায় দেশের মানুষ। গত ৫ আগস্ট উদিত হয়েছে স্বাধীনতার দ্বিতীয় সূর্য, জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ ২.০-এর। সেই নামেই মৌসুমের প্রথম এবং নতুন এই টুর্নামেন্টের

নামকরণ হয় ‘বাংলাদেশ ২.০ চ্যালেঞ্জ কাপ ২০২৪-২৫।’

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এক ম্যাচের এমন টুর্নামেন্ট দিয়ে মৌসুম শুরু হয়। যে টুর্নামেন্টে অংশ নেয় আগের মৌসুমের সেরা দুই দল। একেক দেশে একেক নামে হয় এই মৌসুমসূচক টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশের নতুন এই টুর্নামেন্টের নামেও আছে নতুনত্ব। আর নতুন এই টুর্নামেন্ট জিতে নিজেদের ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ করেছে বসুন্ধরা কিংস। চ্যালেঞ্জ কাপের প্রথম চ্যাম্পিয়ন কিংস-এই কীর্তি লেখা হয়ে গেছে কিংসের নামের পাশে। টুর্নামেন্ট আগামীতে হবে কি না হবে, হয়তো অন্য কোনো দল চ্যাম্পিয়নও হবে। বসুন্ধরা কিংসের কাছ থেকে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। যেমন পারবে না টানা পাঁচবার প্রিমিয়ার লিগ জেতার ইতিহাসও।

বাইলজে বাফুফের প্রফেশনাল লিগ কমিটি এক ম্যাচের টুর্নামেন্টের দল নির্ধারণ করেছে আগের মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়নকে। গত মৌসুমে তিনটি ট্রফি জিতেছে কিংস, তিনটিতেই রানার্সআপ মোহামেডান। তাই ফেডারেশন কাপ রানার্সআপ হিসেবে চ্যালেঞ্জ কাপে কিংসের প্রতিপক্ষ ছিল মোহামেডান। কোথায় খেলা হবে সেটাও নির্ধারিত। প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন দলের ভেন্যুতেই হবে এই ম্যাচ। তাই প্রথম আসরের ভেন্যু ছিল কিংস অ্যারেনা।

জুলাই-আগস্টের শহীদদের স্মরণে টুর্নামেন্ট বলে ভেন্যুকে সেভাবেই সাজিয়েছিল আয়োজক বসুন্ধরা কিংস। গ্যালারিতে ছিলো নানারকম গ্রাফিতি। যার মাধ্যমে বিপ্লবের প্রতিচ্ছবিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। আন্দোলনে প্রাণ হারানো কয়েকজনের ছবিও ছিল স্টেডিয়ামে।



নভেম্বর মাসেই ইন্তেকাল করেছেন দেশের ফুটবলের ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকা স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু। এই কিংবদন্তিকেও স্মরণ করা হয়েছে এই ম্যাচের আগে। ম্যাচ শুরুর আগে জাকারিয়া পিন্টু ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে পালন করা হয়েছিল এক মিনিট নীরবতা।

নতুন এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের কোচ, কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন ট্রফি ও প্রাইজমানির ২০ লাখ টাকার চেকের রিপেকা। রানার্সআপ মোহামেডান প্রাইজমানি পেয়েছে ৫ লাখ টাকা। বসুন্ধরা কিংসের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার তপু বর্মন হয়েছেন ম্যাচসেরা খেলোয়াড়। একসময় ঘরোয়া ফুটবলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মোহামেডান ও আবাহনী। বসুন্ধরা কিংসের আবির্ভাবের পর আবাহনী চলে গেছে ব্যাকফুটে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন দলটি আর ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে পারেনি কিংসের আগমনের পর। কিংসের আগমনের শুরুর দিকে তাদের প্রধান লড়াইটা হতো আবাহনীর সঙ্গেই। এখন কিংসের প্রধান প্রতিপক্ষ মোহামেডান। গত মৌসুমের দুটি টুর্নামেন্ট ফেডারেশন ও স্বাধীনতা কাপের ফাইনালে কিংসের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল মোহামেডান। প্রিমিয়ার লিগেও তারা হয়েছিল রানার্সআপ। সাদা-কালো সমর্থকরা প্রত্যাশা করেছিল এবার নতুন টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ জিতে মৌসুম শুরু করবে তাদের প্রিয় দল। শুরুতে সেই প্রত্যাশার সলতে ভালোভাবেই জালিয়েছিলেন আলফাজ আহমেদের শিষ্যরা। ম্যাচের সপ্তম মিনিটে কিংসের জালে বল পাঠিয়ে তারা স্ক্রক করে দিয়েছিল স্বাগতিক কিংসের সমর্থকদের। তবে শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার সেই সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি মোহামেডান। দ্বিতীয়ার্ধে ভোজবাজির মতো ম্যাচটি বদলে ফেলে কিংস। প্রত্যাবর্তনের দারুণ এক গল্প লিখে ইতিহাসের

পাতায় নিজেদের নাম খোদাই করে রাখে বসুন্ধরা কিংস।

শীর্ষ ফুটবলে নাম লেখানোর পর বসুন্ধরা কিংসের সব সাফল্যের থিঙ্কট্যাংক ছিলেন স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রাজন। গত মৌসুম শেষে তাকে বিদায় করে কিংস নিয়োগ দিয়েছে রোমানিয়ান কোচ ভ্যালেরিউ তিতাকে। তবে নতুন কোচের অধীনে কিংসের শুরুটা ভালো ছিল না। ভ্যালেরিউ তিতার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। ভুটানে হওয়া এই লিগের তিন ম্যাচেই হেরেছিল তিতার দল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সফলতা এনে দিতে পারছিলেন না বলেই আগের কোচ অস্কারকে বিদায় করেছিল কিংস। নতুন কোচ তিতারও একই অবস্থা।

তবে ঘরোয়া ফুটবলে কিংসের ডাগআউটে তিতার অভিষেকটা দুর্দান্তই হয়েছে। জয় ও ট্রফি-এক ঠিলে দুই পাখি শিকার হয়েছে এর আগেও এশিয়ার বিভিন্ন ক্লাবে কাজ করা এই কোচের। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ শুরু হয়েছে এরই মধ্যে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে যাচ্ছে ফেডারেশন কাপ। মর্যাদাপূর্ণ এই দুটি আসরের আগে চ্যালেঞ্জ কাপ জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে কিংসের। ২০২৪-২৫ মৌসুমের তিন ট্রফির প্রথমটি জিতে আরেকটি মিশন দুর্দান্তভাবেই শুরু করলো বসুন্ধরা কিংস। লিগ ও ফেডারেশন কাপ জিতলে পারলে পিঠাপিঠি ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়বে দলটি।

কোনো টুর্নামেন্টে কিংসের বিপক্ষে ফাইনালে জ্বলে উঠে নিভে যাওয়া যেন নিয়তি হয়ে গেছে মোহামেডানের। গত মৌসুমে এই দুই দল দুটি টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। দুটিতেই পিছিয়ে পরে প্রত্যাবর্তনের দারুণ গল্প লিগে ট্রফি নিয়ে ঘরে ফিরেছে কিংস। ফেডারেশন কাপের ফাইনালে কিংসের বিপক্ষে ৬৩ মিনিটে গোল করে লিড নিয়েছিল মোহামেডান। সেই ম্যাচ ২-১ গোলে বের করে নিয়েছিল কিংস। ফেডারেশন কাপ ফুটবলের ফাইনালে মোহামেডান এগিয়ে গিয়েছিল ৫১ মিনিটে। পরের মিনিটে সমতায় ফিরে ৮৬

মিনিটে জয়সূচক গোল করে চ্যাম্পিয়ন হয় কিংস। প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপেও হয়েছে তা-ই। টানা তিনটি ফাইনালে প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছে তপু বর্মন-জিকোরা।

কিংসের ঘরের মাঠে দুর্দান্ত শুরু হয়েছিল মোহামেডানের। মাত্র ৭ মিনিটেই স্বাগতিকদের গ্যালারি স্ক্রক করে দিয়েছিলেন মোহামেডানের অধিনায়ক সোলেমান দিয়াবাতো। মালির এই ফরোয়ার্ডের এনে দেওয়া লিড ধরে রাখতে পারেননি মোহামেডানের রক্ষণভাগ। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে অগ্রগামিতা ধরে রাখতে পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে বালুর বাঁধের মতো ভেঙ্গে চায় মোহামেডানের রক্ষণ দেওয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে তিন তিনটি গোল করে কিংস ইতিহাস গড়ে দেশের ঘরোয়া ফুটবলের নতুন টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ জিতে।

কিংসের ইতিহাস গড়া ম্যাচের নায়ক ছিলেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার দামাসেনো। ম্যাচ শেষে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তপু বর্মনের হাতে উঠলেও দর্শকদের চোখে সেরা ছিলেন মিডফিল্ডার। এই ব্রাজিলিয়ানের বলকেই ভোজবাজির মতো ম্যাচটি বদলে যায়। কিংসের ৩ গোলেই ছিলো মিডফিল্ডারের ছোঁয়া। দুই গোল করিয়েছেন তপু বর্মন ও ফাহিমকে দিয়ে। নিজেও করেছেন একটা। এক ম্যাচের নায়ক হতে আর কী লাগে?

ম্যাচটি ছিল নাটকে ভরা। দর্শক উচ্ছৃঙ্খলাও ছিল। গ্যালারি থেকে মাঠের মধ্যে স্মোক স্ফেয়ার নিক্ষেপ করায় তৈরি হয়েছিল অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি। ম্যাচ বন্ধ ছিল লম্বা সময়। যে কারণে ভুটানি রেফারি ১৮ মিনিট ইনজুরি সময় দিয়েছিলেন। স্মোক স্ফেয়ারের কারণে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে হারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ। সাবেক এই তারকা ফুটবলারের দাবি ম্যাচ বন্ধ হওয়ায় ছন্দপতন হয়েছিল তাঁর দলের। সেই সুযোগটা পুরোপুরি নিয়েছে বসুন্ধরা কিংস।

দুই অর্ধে দুই রকম খেলা হয়েছে। প্রথমার্ধে মোহামেডানের প্রাধান্য ছিল। লিডও নিয়েছিল সাদা-কালোরা। দ্বিতীয়ার্ধে ভালো খেলেছে কিংস। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ম্যাচ বন্ধ হওয়ার পর পুনরায় শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই সমতায় ফেরে কিংস। ৮ মিনিটের মধ্যে দুই গোল আদায় করে পেছনে ফেলে মোহামেডানকে। ইনজুরি সময়ের সপ্তম মিনিটে মিডফিল্ডার গোলের পরই উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু হয় কিংসের ডাগআউটে। বাকি সময় এগিয়ে থাকাটা ধরে রেখে ঘরোয়া ফুটবলের নতুন টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত করে গত মৌসুমের সবচেয়ে সফল দলটি। নতুন টুর্নামেন্ট, নতুন কোচ এবং নতুন ট্রফি জিতে নতুন মৌসুমে দারুণ সূচনা করেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে টানা ৫ শিরোপা জিতে রেকর্ড গড়া কিংস।





অনুষ্ঠানে সাত বিভাগ ও ঢাকাইয়া গানের সঙ্গে মোহনীয় নৃত্যে ফুটিয়ে তোলা হয় অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে



ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ তো সেই ২০১২ সাল থেকেই প্রায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রত্যেক বছর বিপিএল এলেই বিশেষত ক্রিকেটারদের মুখে ঘরোয়া

ক্রিকেটে আরও একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্য হাহাকার শোনা যায়। এই সংস্করণে যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেভাবে ভালো করতে পারছে না, এ জন্য ঘরোয়া টুর্নামেন্টে পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলতে না পারাকেই অন্যতম কারণ মনে করেন অনেকে। কিছুটা দেরিতে হলেও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে বিসিবি। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এবার জাতীয় ক্রিকেট লিগের চার দিনের প্রতিযোগিতার সঙ্গে আরও একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট যোগ করে ছোট সংস্করণের ক্রিকেটে পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলতে না পারার অভাব পূরণের চেষ্টা করছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

এই আসরকে বিপিএলের ‘মহড়া’ টুর্নামেন্টও বলা চলে; কারণ, ৩০ ডিসেম্বরেই শুরু হবে বিপিএলের একাদশ আসর।

ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রংপুর বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, সিলেট বিভাগ, খুলনা বিভাগ ও ঢাকা মহানগর- জাতীয় লিগের লঙ্গার ভাস্কর্যের ৮টি দলের অংশগ্রহণে আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট, যেটির ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৩ ডিসেম্বর। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দুই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে লিগ পর্বের ২৮ ম্যাচ। এরপর পরে প্লে-অফ পর্বের ৪ ম্যাচ ও ফাইনাল হবে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ৮ দলের ৩২ ম্যাচের টুর্নামেন্টে প্রথম পর্বে প্রতিটি দল একে অপরের সঙ্গে একটি করে খেলবে মোট ৭ ম্যাচ। পরে পয়েন্ট টেবিলের সেরা চার দলকে নিয়ে হবে প্লে-অফ পর্ব। সেরা দুই দল পাবে ফাইনালে ওঠার জন্য দুটি সুযোগ। আর তৃতীয় ও চতুর্থ দলকে নিয়ে হবে এলিমিনেটর ম্যাচ। ওই ম্যাচের জয়ী দলকে ফাইনালে উঠতে লড়তে হবে কোয়ালিফায়ার-১ ম্যাচে হেরে যাওয়া দলের সঙ্গে।

বিপিএলের ‘মহড়া’ টুর্নামেন্ট

মো. মুলতানুর রহমান

টুর্নামেন্টের অন্তত ১৮টি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে দেশের একমাত্র খেলাধুলার চ্যানেল টি স্পোর্টস। তবে সবগুলো ম্যাচই সরাসরি দেখা যাবে টি স্পোর্টস অ্যাপে। ভারতে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘ফ্যানকোড’ ও বিশ্বের বাকি অংশে ম্যাচগুলো দেখা যাবে টি স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেলে।

সম্প্রতি ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এক জমকালো আয়োজনে টুর্নামেন্টের লোগো উন্মোচন করা হয়। জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টির টাইটেল স্পনসর আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, পাওয়ার্ড বাই স্পনসর ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও সিলভার পার্টনার রিমার্ক-হারল্যান্ড গ্রুপ। উক্ত অনুষ্ঠানে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদসহ বিসিবি পরিচালক ফাহিম সিনহা, জাতীয় লিগের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য হাবিবুল বাশার সুমন, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফরমান আর চৌধুরী, ওয়ালটনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও চলচ্চিত্র তারকা আমিন খান, রিমার্ক-হারল্যান্ড গ্রুপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চলচ্চিত্র তারকা সিয়াম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এত দিন দেখা গেছে, কেবল দেশের একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিপিএল ঘিরেই এ ধরনের জমজমাট আয়োজন করতো বিসিবি। এবার জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি নিয়েও বিসিবির এমন বর্গিল উদ্যোগ সবার নজর কেড়েছে এবং অনেককেই চমকে দিয়েছে। অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্ট শুরুর অপেক্ষায় থাকা ক্রিকেটাররা ভিডিওবার্তায় শুভকামনা জানান। শেষে সাত বিভাগ ও ঢাকাইয়া গানের সঙ্গে মোহনীয় নৃত্যে ফুটিয়ে তোলা হয় অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে।

স্বাগত বক্তব্যে জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি প্রতিবছর আয়োজনের আশ্বাস দিয়ে বিসিবি সভাপতি ফারুক

আহমেদ বলেছেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য এটি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে জাতীয় লিগ আমাদের ক্রিকেটের মেরুদণ্ডও বটে। এর সঙ্গে আমরা এই বছর থেকে নিয়মিত জাতীয় ক্রিকেট লিগের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনে উদ্যোগী হয়েছি।’

এর আগে ২০১৯ ও ২০২১ সালে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে হয়েছে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। এর বাইরেও ২০১০ সালে জাতীয় লিগেই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। সেবার প্রতি দলে দুজন করে বিদেশি ক্রিকেটারও খেলেছেন। এরপর টুর্নামেন্টটি হারিয়ে যায়। এর বাইরেও ২০১৩ সালে বিজয় দিবস কাপ টি-টোয়েন্টি, ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ আয়োজন করে বিসিবি। ২০০৯ ও ২০১০ সালে চট্টগ্রামে পোর্ট সিটি ক্রিকেট লিগ নামেও একটি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হয়েছিল। তবে কোনোটিই ধারাবাহিক হয়নি। এক-দুই আসরে থেমে গেছে সব উদ্যোগ।

ফারুক আহমেদের আশা, এখন থেকে নিয়মিত এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে বিপিএল তো বটেই আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ভালো করার জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারবেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা, ‘এখন থেকে প্রতিবছর বিপিএলের আগে মাঠে গড়াবে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। যেখানে শুধু স্থানীয় ক্রিকেটাররা অংশ নেবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশি ক্রিকেটারদের সঙ্গে একই ড্রেসিংরুমে খেলার আগে তৈরি হওয়ার যে ব্যাপারটা, সেটি এই টুর্নামেন্ট থেকে ভালোভাবে সম্পন্ন হবে। আমাদের ক্রিকেটাররাও টি-টোয়েন্টির সঙ্গে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারবে।’

আট দলের অংশগ্রহণে এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে প্রতিটি ক্রিকেটার তাঁর নিজস্ব বিভাগের হয়ে খেলবেন। এরই মধ্যে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর



বিপিএলে দল না পাওয়া মুমিনুল হকের জন্য এই আসর টি-টোয়েন্টিতে নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ

পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টের জন্য ঠিক করা হয়েছে আট দলের ২০ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড। জাতীয় দলের নির্বাচকদের সঙ্গে আলোচনার পর চূড়ান্ত হবে ১৫ জনের দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান সিরিজের ফাঁকে ফ্রি থাকা জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা এনসিএল টি-টোয়েন্টি খেলতে পারেন। বিপিএলের আগে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে আলোচনা করে আকর্ষণীয় প্রাইজমানির ব্যবস্থা করেছে বিসিবি। এ ছাড়া আরও কিছু নতুনত্ব আনার চেষ্টাও করা হচ্ছে।

এনসিএল টি-টোয়েন্টির ৮ দলের প্রাথমিক স্কোয়াড...

- **খুলনা বিভাগ:** এনামুল হক বিজয় (উইকেটকিপার), ইমরুল কায়েস, হাসানুজ্জামান, অমিত মজুমদার, কাজী নুরুল হাসান সোহান (উইকেটকিপার), আফিফ হোসেন ফ্রব, মোহাম্মদ মিঠুন (উইকেটকিপার), শেখ মেহেদি হাসান, জিয়াউর রহমান, নাহিদুল ইসলাম, জাওয়াদ রোয়েন, পারভেজ রহমান

জীবন, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রবিউল ইসলাম রবি, টিপু সুলতান, জায়েদ উল্লাহ, আবদুল হালিম, আশিকুজ্জামান, মাসুম খান টুটুল, আল-আমিন হোসেন।

- **ঢাকা বিভাগ:** সাইফ হাসান, রনি তালুকদার, আশিকুর রহমান শিবলী (উইকেটকিপার), জিসান আলম, জয়রাজ শেখ, মাহিদুল ইসলাম অংকন (অধিনায়ক, উইকেটকিপার), মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, আরিফুল ইসলাম, শুভাগত হোম চৌধুরী, তাইবুর রহমান, আহরার আমিন পিয়ান, নাজমুল ইসলাম অপু, মেহেদী হাসান সোহাগ, রকিবুল আতিক, মাহফুজুর রহমান রাবি, সুমন খান, সালাউদ্দিন সাকিল, রিপন মণ্ডল, তৌফিক আহমেদ, আনামুল হক।
- **চট্টগ্রাম বিভাগ:** তামিম ইকবাল, মাহমুদুল হাসান জয়, সাকিব হোসেন সিকদার, সাদিকুর রহমান, শাহাদাত হোসেন দীপু, ইয়াসির আলী রাবি, ইরফান শুক্কুর (উইকেটকিপার), শামীম হোসেন পাটোয়ারী, সাদ্দাম হোসেন, সাজ্জাদুল হক রিপন, মুমিনুল হক সৌরভ, নাসিম হাসান, আশরাফুল হাসান রোহান, এনামুল হক আশিক, ইরফান হোসেন, ফাহাদ হোসেন, আহমেদ শরিফ, হাসান মাহমুদ, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, মোহাম্মদ শহীদ।
- **রংপুর বিভাগ:** মোহাম্মদ রিজওয়ান, মিম মোসাদ্দেক (উইকেটকিপার), খালেদ হাসান, মঈনুল ইসলাম দীপ, নাসিম ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মামুন, আকবর আলী (উইকেটকিপার), তানবীর হায়দার খান, জাকিরুল জেম, আরিফুল হক, আলাউদ্দিন বাবু, রবিউল হক, মাহমুদুল হাসান লিমন, আবু হাশেম, সোহরাওয়ার্দী শুভ, লিয়ন ইসলাম, এনামুল হক, মুকিদুল ইসলাম মুফ, আসাদুল্লাহ গালিব, আবদুল গাফফার সাকলাইন।
- **সিলেট বিভাগ:** জাকির হাসান (উইকেটকিপার), তৌফিক খান তুষার, মিজানুর রহমান, পিনাক ঘোষ, অমিত হাসান, আবদুল্লাহ আল গালিব, তৌহিদুল ইসলাম, রিহাদ হাসান, ইমতিয়াজ হোসেন তান্না, ওয়াসিফ আকবর, রাহাতুল

ফেরদৌস জাভেদ, তোফায়েল আহমেদ, নাবিল সামাদ, নাসিম আহমেদ, নাইম হোসেন সাকিব, ইবাদত হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, রেজাউর রহমান রাজা, আবু জায়েদ রাহি, আল ফাহাদ।

- **বরিশাল বিভাগ:** ইফতিখার হোসেন ইফতি, মইনুল ইসলাম, রাফসান আল মাহমুদ, আবদুল মজিদ, ফজলে মাহমুদ রাবি, মো. সালমান হোসেন, মো. নুরুজ্জামান, শামসুল ইসলাম অনিক, জাহিদুজ্জামান সাগর, সোহাগ গাজী, রবিউল ইসলাম রবি, মঈন খান, তানবীর ইসলাম, অভি আহমেদ নোবেল, জেহাদুল হক জেহাদ, কামরুল ইসলাম রাবি, রুয়েল মিয়া, মেহেদী হাসান রানা, মহিউদ্দিন তারেক, নুর মোহাম্মদ।
- **রাজশাহী বিভাগ:** নাজমুল হোসেন শান্ত, মুশফিকুর রহিম, মো. মিজানুর রহমান, সাকিব হোসেন, হাবিবুর রহমান, বিশাল চৌধুরী, রহমত আলী, সাকিব রহমান, মেহরাব হোসেন অহিন, প্রীতম কুমার, সাখির হোসেন শুভ, গোলাম কিবরিয়া শাকিল, ফরহাদ রেজা, মুক্তার আলী, সানজামুল ইসলাম, নিহাদউজ্জামান, ওয়াসি সিদ্দিকী, শফিউল ইসলাম, আসাদুজ্জামান পায়েল, শফিকুল ইসলাম, আলী মোহাম্মদ ওয়ালিদ, মোহর শেখ অন্তর।



টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম বিভাগের হয়ে খেলতে পারেন তামিম

এনসিএল টি-টোয়েন্টির লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ



- **ঢাকা মহানগর:** নাসিম শেখ, সাদমান ইসলাম অনিক, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, ইমরানউজ্জামান (উইকেটকিপার), মুনিম শাহরিয়ার, শামসুর রহমান শুভ, আইচ মোল্লা, মার্শাল আইয়ুব, আল-আমিন জুনিয়র, গাজী তাজিবুল ইসলাম (উইকেটকিপার), রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, আরাফাত সানি, আবু হায়দার রনি, শহিদুল ইসলাম, মারুফ মুখা, আনিসুল ইসলাম ইমন, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।



মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ সংসদ ভবন
এলাকায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শহীদ
ফারহান ফাইয়াজ খেলার মাঠ উদ্বোধন শেষে
মোনাজাতে অংশগ্রহণ করছেন যুব ও ক্রীড়া
উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ সংসদ ভবন
এলাকায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শহীদ
ফারহান ফাইয়াজ খেলার মাঠ উদ্বোধন শেষে
প্রতিবন্ধীদের খেলা দেখছেন যুব ও ক্রীড়া
উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।



অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের
১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে
সাংবাদিকদের ব্রিফ
করছেন যুব ও ক্রীড়া
উপদেষ্টা আসিফ
মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
উপস্থিত ছিলেন যুব ও
ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব
মো. রেজাউল মাকসুদ
জাহেদী।



মৌসুম সেরার স্বীকৃতি পেয়ে আরও উজ্জীবিত রাকিব

তোফায়েল আহমেদ

হতে পারাটা অনেক আনন্দের। এখানেই না থেমে রাকিব জানিয়ে দেন আরও ভালো করার প্রতিজ্ঞার কথা, ‘প্রতি বছরই চেষ্টা করি ভালো কিছু করার। বছর শেষে যদি এ রকম একটা পুরস্কার পাই, তাহলে সেটা অনেক বেশি আনন্দ দেয়। সামনের ভালো করতে আরও বেশি উজ্জ্বল করে। নতুন মৌসুমে আমি সেই চেষ্টাটাই করবো।’ ২০১৮ সালে রহমতগঞ্জের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে যাত্রা শুরু রাকিবের। এরপর চট্টগ্রাম আবাহনী, ঢাকা আবাহনী হয়ে ২০২২ সালে বসুন্ধরা কিংসে নাম লেখান। প্রিমিয়ার লিগে নিজের ৬ বছরের যাত্রায় এই প্রথম মৌসুম সেরা হলেন তিনি। আর সেই পুরস্কার পেয়ে আরও ভালো করার কথাও জানিয়ে দিলেন। তবে শুধু ঘরোয়া ফুটবল নয়, রাকিব ভালো করতে চান দেশের জার্সিতে আন্তর্জাতিক আড়িনাতেও। ‘ক্লাব হোক, জাতীয় দল হোক, লক্ষ্য থাকে সব জায়গায় ভালো করার। চেষ্টা করবো যে পুরস্কারটা এবার পেয়েছি, সেটা যেন ধরে রাখতে পারি। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে গত মৌসুমের চেয়ে যেন আরও ভালো খেলতে পারি।’ বলছিলেন রাকিব।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে লাল-সবুজের জার্সিতে অভিষেক হয় রাকিবের। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত ৩৪ ম্যাচে তার গোল ৪টি। ২০২১ সালে মালদ্বীপে ও ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সাফে শিরোপা জয় করাটাই রাকিবের কাছে এখন পরম আকাঙ্ক্ষা। সেই ২০০৩ সালে নিজেদের ইতিহাসে একমাত্র সাফ শিরোপা জয় করে বাংলাদেশ। এরপর আর কখনোই সাফ জিতে না পারাটা বাংলাদেশের সকল ফুটবল সমর্থকদের মনে প্রায়ই তোলপাড় ফেলে। এই ব্যর্থতা দূর করাকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মানছেন রাকিব, ‘মানুষ এখন আমাদের নিয়ে অনেক আশা করে। আমরা অন্তত সাফে শিরোপা

জিতবো, এটা সবাই চায়। আগামী বছর সাফ অনুষ্ঠিত হবে। সাফের ট্রফিটা এবার ঘরে তুলতে চাই।’

সম্প্রতি মালদ্বীপের বিপক্ষে ঘরের মাঠে দু’টি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে ১-০ তে হারে হাভিয়ার কাবেরেরা শিখ্যরা। যদিও ম্যাচটিতে গোলের অনেক সুযোগ তৈরি করেছিল স্বাগতিকরা, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। এরপর ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ম্যাচটা ২-১ ব্যবধানে জিতেছে বাংলাদেশ। তবে দুই ম্যাচের সার্বিক পারফরম্যান্স সমর্থকদের হতাশাই করেছে। বিশেষ করে ফরোয়ার্ড লাইনের ব্যর্থতা নিয়েই সমালোচনা হয়েছে বেশি। এ প্রসঙ্গে রাকিব বলেন, ‘এটা ভাবলে খুব খারাপ লাগে যে অনেক সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু কাজে লাগাতে পারিনি। অবশ্যই এখন থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। চেষ্টা করবো এই ভুলগুলো যেন সামনে না হয়।’

গোলের সুযোগ পেলে সেটাকে যেন কাজে লাগানো যায়, নিজের উন্নতির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টাইতে বেশি মন রাকিবের। তার কথায়, ‘ফাইনাল থার্ডে আরও উন্নতি করতে হবে আমার। আমি মনে করি ভালোর শেষ নেই। আমার যে ভুলগুলো আছে, সেগুলো নিয়ে কোচদের সঙ্গে কাজ করবো। চেষ্টা করবো কীভাবে আরও শেখা যায়।’

ক্যারিয়ারে দারুণ সময় পার করছেন রাকিব হোসেন। জাতীয় দলের আক্রমণভাগের প্রাণভোমোরা হয়ে আছেন বেশ কিছু দিন ধরে। ক্লাব ফুটবলে হাই-প্রোফাইল বিদেশিদের ভিড়েও বসুন্ধরা কিংসের আক্রমণভাগে নিয়মিত তিনি। শুধু নিয়মিত বললে ভুলই হবে। আসলে রাকিব কিংসের নির্ভরতার প্রতীকও। ২০২৩-২৪ মৌসুমে ট্রেবলজয়ীদের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে ১০ গোল করেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। যা তাকে সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রেখেছিল। তবে মাঠে রাকিবের প্রভাবটা ছিল আরও বেশি। নিজে গোল করার পাশাপাশি ১৮ ম্যাচে সতীর্থদের দিয়ে গোলও করিয়েছিলেন দু’টি। তাই মৌসুমের লিগসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারটা তার হাতেই উঠেছে। আর এই পুরস্কার হাতে পেয়ে আরও ভালো খেলতে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত ২৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। গত ২২ নভেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে শুরু হয়েছে ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুম (২০২৪-২৫)। এর ঠিক দুদিন আগে গত মৌসুমের লিগের বিভিন্ন ব্যক্তিগত পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বافুফে)। আর এদিনই জানা যায়, গত মৌসুমের লিগ সেরা ফুটবলারটির নাম রাকিব। যদিও নিজে উপস্থিত থেকে পুরস্কারটি নেওয়া হয়নি তাঁর। তবে যখন জানতে পেরেছেন স্বীকৃতিটি পেতে যাচ্ছেন, তখন থেকেই বেশ রোমাঞ্চ কাজ করছিল তাঁর মনে। একান্ত আলাপে অনুভূতির কথা জানতে চাইলে তরুণ এই তারকা বলেন, ‘খুব ভালো লাগছে। গত মৌসুমে অনেক পরিশ্রম করেছি। কোচরা যেভাবে বলেছে সেভাবে সব করার চেষ্টা করেছি। স্বীকৃতি পাওয়ায় অনেক বেশি আনন্দিত।’ যেদিন লিগ সেরার পুরস্কার দেওয়া হয়, ওই দিন অনুশীলন শেষে ফেরার পর রাকিব জানতে পারেন স্বীকৃতিটা তিনিই পাচ্ছেন। ওই মুহূর্তটায় তাঁর মধ্যে অন্য রকম ভালোলাগা ছেয়ে গিয়েছিল। জানতে চাইলে বলেন, ‘খুব আনন্দ লেগেছে তখন। কারণ লিগে বিদেশি খেলোয়াড় ছিল অনেক। জাতীয় দলেরও অনেক খেলোয়াড় ছিল। তাদের ভেতর থেকে সেরা খেলোয়াড়



এ ব্লক এ উইকেট

মো. মনির উদ্দিন

জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে রাজশাহী বিভাগের মোকাবিলা করতে নেমেছিল ঢাকা বিভাগ। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দুর্ধর্ষ বোলিং প্রদর্শনী দেখিয়ে চমকে দিয়েছেন সুমন খান। ঢাকার ২৪ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার ২৩ নভেম্বর ম্যাচ শুরু করার দিন প্রথম ইনিংসে রাজশাহীর ব্যাটসম্যানদের ওপর তাণ্ডব চালিয়ে একে একে শিকার করেন হ্যাটট্রিকসহ ৭ উইকেট। শেষ পর্যন্ত তাঁর বোলিং ফিগার ছিল, ৭.৫-২-১৮-৭! মূলত সুমনের আগুনঝরা বোলিংয়ের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে ২০.৫ ওভারে মাত্র ৪২ রানেই অলআউট হয়ে যায় রাজশাহী। দেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দলীয় সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে যাওয়ার লজ্জার রেকর্ড এটিই। এনসিএলের গত মৌসুমে খুলনার বিপক্ষে বরিশালের ৪৬ রান এত দিন ছিল সর্বনিম্ন দলীয় স্কোর। এ ছাড়া ২০১৪ সালে জাতীয় লিগের ম্যাচে রংপুরের বিপক্ষে ৪৮ রানে অলআউট হয়েছিল ঢাকা মহানগর যা সর্বনিম্ন স্কোরের তালিকায় এখন তৃতীয় স্থানে। বাংলাদেশের মাটিতে রেকর্ড হলেও বাংলাদেশের কোনো দলের রেকর্ডটা অবশ্য এখনো অক্ষতই আছে। ২০০৩-০৪ মৌসুমে পাকিস্তান সফরে করাচিতে পাকিস্তান কাস্টমসের বিপক্ষে ৩০ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ 'এ' দল। এবার রাজশাহীর ৪২ থাকছে এরপরই।

যেভাবে হলো
হ্যাটট্রিক

টস হেরে
ব্যাটিংয়ে নামা
রাজশাহী
বিভাগের



দিনের শুরুর ওভারে ২টিসহ দলীয় ১৭ রানের মধ্যে পতন হওয়া প্রথম ৪টি উইকেটই (যথাক্রমে তানজিদ হাসান তামিম, রহমত আলী, সাব্বির হোসেন ও প্রীতম কুমার) তুলে নিয়ে আতঙ্ক ছড়ান সুমন খান। এরপর মাঝের ৩ উইকেট ভাগাভাগি করে দখল করেন রিপন মণ্ডল, আনামুল হক ও রুবেল মিয়া। দলীয় ২১তম ও ব্যক্তিগত অষ্টম ওভার করতে এসে তৃতীয় বলে সানজামুল ইসলাম ও চতুর্থ বলে মোহর শেখকে প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠান সুমন। দুজনেই সুইংয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ক্যাচ তুলে দেন উইকেটকিপার আশিকুর রহমান শিবলির গ্লাভসে। তা দেখেই হয়তো, রাজশাহীর ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান আসাদুজ্জামান প্যায়েল সিদ্ধান্ত নেন আর যা-ই হোক বল কোনোভাবে ব্যাটেই লাগাবেন না! যেই ভাবা সেই কাজ, সুমনের পঞ্চম বলে ব্যাক লিফট স্ট্রোক নিয়ে ব্যাটটাকে আর নামালেনই না তিনি! ওদিকে মিডল স্ট্রাস্পে পিচ করা বলটা আসাদুজ্জামানের প্যাডে আঘাত করতই বোলার সুমনসহ ঢাকার ফিল্ডাররা সমন্বরে এলবিডব্লিউয়ের আবেদন করলে আম্পায়ার আঙুল তুলে দিতে দেরি করেননি। আউট! পরপর তিন বলে তিন উইকেট নেওয়ার সুবাদে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করা সুমন ভোঁ-দৌড় দিয়ে শুরু করেন উদ্‌যাপন। ৩৯ ম্যাচের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে এবারই প্রথম হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন এই পেসার। ৭/১৮, সুমনের ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। তাঁর পূর্ববর্তী সেরা ফিগার ছিল ৬/৫০, সেটাও এবারের এনসিএলের আগের রাউন্ডে মিরপুরে, খুলনা বিভাগের বিপক্ষে। ৩৯ ম্যাচে এই নিয়ে ষষ্ঠবার অন্তত ৫ উইকেট

নিলেন তিনি। এ ছাড়া জাতীয় ক্রিকেট লিগে ঢাকা বিভাগের কোনো বোলারের এটিই সেরা বোলিং। মানিকগঞ্জের ছেলে সুমন পেছনে ফেলেছেন শুভাগত হোমকে। ২০২১-২২ মৌসুমে বিকেএসপিতে খুলনার বিপক্ষে ৪৮ রান দিয়ে ৭ উইকেট দখল করেছিলেন অভিজ্ঞ স্পিনিং অলরাউন্ডার শুভাগত।

রেকর্ডের পাতা থেকে...

শুরুটা হয়েছিল চট্টগ্রাম বিভাগের হয়ে খেলা ডানহাতি পেসার ওয়াসকুরুনি আহমেদের হাত ধরে, ঢাকা বিভাগের বিপক্ষে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে, সেই ২০০৪-০৫ মৌসুমে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ইতিহাসে এবার ১৭তম হ্যাটট্রিকটি করলেন সুমন খান। এ ছাড়া বাংলাদেশের আরেকটি প্রথম শ্রেণির আসর বিসিএলে (বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ) হ্যাটট্রিক হয়েছে ২টি, করেছেন এমন দুজন যাদের মূল পরিচয় ব্যাটসম্যান- মোহাম্মদ আশরাফুল (২০১২-১৩) ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (২০১৩-১৪)। এর বাইরে টেস্টে হ্যাটট্রিক আছে বাংলাদেশের ২ বোলারের (২০০৩ সালের আগস্টে পেশোয়ারে পাকিস্তানের বিপক্ষে লেগ স্পিনার অলক কাপালির এবং ২০১৩ সালের অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চট্টগ্রামে সোহাগ গাজীর; একই ম্যাচে সেঞ্চুরি ও হ্যাটট্রিকের অনন্য বিশ্বরেকর্ডও গড়েছিলেন এই অফস্পিনার)। টেস্ট ক্রিকেটও যেহেতু প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্ত, তাই সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলাদেশের হ্যাটট্রিক সংখ্যা এখন পর্যন্ত ২১টি; অবশ্য সৌভাগ্যবান বোলার ১৮ জন। কারণ, বাঁহাতি স্পিনার ইলিয়াস সানি (দুটোই জাতীয় লিগে), অফস্পিনার সোহাগ গাজী (প্রথমটি জাতীয় লিগে, দ্বিতীয়টি টেস্টে) ও একেশনাল অফস্পিনার মোহাম্মদ আশরাফুল (প্রথমটি বিসিএলে, দ্বিতীয়টি এনসিএলে) লাল বল হাতে ২ বার করে হ্যাটট্রিক করে অন্যদের তুলনায় বিশেষ কীর্তি গড়েছেন।



এবারের এনসিএলে বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রাজশাহী বিভাগের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছেন ঢাকার পেসার সুমন খান

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২টি করে হ্যাটট্রিক করা বাংলাদেশের ৩ বোলার- ইলিয়াস সানি, সোহাগ গাজী ও মোহাম্মদ আশরাফুল

আশরাফুলের নতুন ইনিংস

মো. রেজাউল হক



মোহাম্মদ আশরাফুল।
বাংলাদেশের ক্রিকেটের
প্রথম সুপারস্টার বলা
হয় থাকে। আলোচিত,
সমালোচিত ও বিতর্কিত এই
ক্রিকেটার বিপিএলে ফিফথিংয়ের

দায়ে তিন বছরের নিষেধাজ্ঞাও কাটিয়েছেন।
পরে আবার ক্রিকেটে ফিরেছেন। অমিত
সম্ভাবনার পুরোটা ব্যাটিংয়ে অনুদিত করতে না
পারার অনন্ত এক আক্ষেপের নাম আশরাফুল
সেই ২০০১ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট
অভিষেক সর্বকণিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে
সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পর কখনোই
সেই অর্থে ধারাবাহিক হতে পারেননি। কিন্তু
মাঝেমধ্যে নিজের দিনে যেভাবে ব্যাট হাতে
বিশ্বসেরা বোলারদের শাষণ করতেন, যাঁরা
দেখেছেন তাঁদের চোখে এখনো সেসব স্মৃতি
ভেসে আছে। ২০০১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত
প্রায় এক যুগের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে
বাংলাদেশের জার্সি গায়ে তিন সংস্করণ মিলিয়ে
মোট ২৬১ (টেস্ট ৬১, ওয়ানডে ১৭৭, টি-
টোয়েন্টি ২৩) ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে
তাঁর, করেছেন অধিনায়কত্বও। টাইগারদের
হয়ে কখনো ‘আশার ফুল’ ফুটিয়েছেন তিনি,
কখনো বা হতাশ করেছেন।

তখন আইসিসির লেভেল-৩ কোচিং
সার্টিফিকেট হাতে ছবি সামাজিক যোগাযোগ
মাধ্যম ফেইসবুকে নিজের ভেরিফায়েড
পেজে প্রকাশ করে আশরাফুল লিখেছিলেন,
‘আলহামদুলিল্লাহ, পরম করুণাময় আল্লাহর
রহমতে আমি আনন্দিত যে আনুষ্ঠানিকভাবে
আইসিসি লেভেল-৩ কোচ হিসেবে যোগ্যতা
অর্জন করেছি। এই সাফল্য আমার ক্রিকেটের
প্রতি ভালোবাসা ও উন্নতি করে যাওয়ার
চেষ্টার ফল। আমি আমার দক্ষতা ভাগাভাগি
করে নেওয়ার জন্য এবং ক্রিকেটারদের
তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত
করতে মুখিয়ে আছি। ইনশাআল্লাহ, আমি
ক্রিকেটের উন্নয়ন ও বিকাশে অবদান রাখার
সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’

ক্রিকেট বিশ্লেষক ও ধারাবাহিকতার হিসেবে
কাজ করা আশরাফুল আম্পায়ারিংয়ের
ওপরেও কোর্স করছেন। মোট কথা ক্রিকেটের
সঙ্গে থাকার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা রয়েছে
তাঁর। লেভেল-৩ কোচিং সম্পন্ন করার পর
সংবাদমাধ্যমকে আশরাফুল বলেছিলেন, ‘এই
সার্টিফিকেট পাওয়ার মাধ্যমে আমার একটি
স্বপ্ন পূরণ হলো। এখন আরও ভালোভাবে

ক্রিকেটের সঙ্গে একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে
পারব। আমার দেশে কোনো দলের হয়ে
কাজের সুযোগ পেলে কাজ করব।’

নামটা যখন মোহাম্মদ আশরাফুল, সুযোগের
জন্য বেশিদিন অপেক্ষায় থাকার কথা নয়।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল
রংপুর রাইডার্স আগেই তাঁকে নিজেদের
কোচিং প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আগামী
বিপিএলে তিনি কাজ করবেন রংপুরের
সঙ্গে। অবশ্য আশরাফুলের ‘নতুন ইনিংস’
এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। গায়ানায় চলমান
গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি লিগে বাংলাদেশ থেকে
অংশগ্রহণ করছে রংপুর রাইডার্স। এই
টুর্নামেন্টে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান সহকারী
কোচের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে
আশরাফুলের হাতে। রংপুরের
প্রধান কোচ হিসেবে রয়েছেন
দক্ষিণ আফ্রিকার মিকি আর্থার।

আশরাফুলের তত্ত্বাবধানেই ঢাকায়
কয়েকদিন অনুশীলন করে গ্লোবাল টি-
টোয়েন্টি লিগ খেলতে গেছে রাইডার্সরা।
রংপুরের প্রধান সহকারী কোচ পদে নিয়োগ
পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় আশরাফুল বলছিলেন,
‘আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভাল লাগতেছে।
এমনি অ্যাডভাইজার রোলে থেকে কাজ করা
আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট
কোচ হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার ভেতরে আছে
বিস্তর ফারাক। এটা একটা পদবি নিয়ে
কাজ করা। তাই অন্যরকম
ভালোলাগা কাজ করছে
ভিতরে। আমার হেড
কোচ মিকি আর্থার।
উনি এখন ইংল্যান্ডে
অবস্থান করছেন।
আমাদের সাথে
মিট করবেন
পরে। তাঁর

অনুপস্থিতিতে আমরা চারদিন প্র্যাকটিস
করলাম। বলতে পারেন আমিই এই কোচিংটা
করিয়েছি।’ গ্লোবাল সুপার লিগকে বড় মঞ্চ
হিসেবেই দেখছেন আশরাফুল, ‘এটা একটা
বড় সুযোগ আমাদের ক্রিকেটারদের জন্য।
এই টুর্নামেন্টে পুরো বিশ্বের সবার চোখ
থাকবে।’ আর এদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের
চোখ থাকবে পেশাদার কোচ হিসেবে প্রথম
অ্যাসাইনমেন্টে কেমন করেন আশরাফুল,
সেটির দিকে। নিজের কোচিং ক্যারিয়ার নিয়ে
পরিকল্পনার কথাও শুনিয়েছেন আশরাফুল,
‘দুই যুগেরও বেশি সময় ক্রিকেট খেলেছি।
এখন কোচিং পেশায় এসেছি। এখানে অনেক
কিছু শেখার সুযোগ আছে। আগে শিখতে
চাই, তারপর বড় জায়গায় যেতে চাই। শেখার
প্রক্রিয়াটাকে উপভোগ করতে চাই। নিজের
দক্ষতা বাড়িয়ে বিসিবির কোচিংয়ের

রাডারে আসতে
চাই, তবে
এখনই
নয়।’



বিদায় 'নান দুর্গর' রাজা

মো. মুলতানুর রহমান

দেখলে ভালোই হয়েছে। এটা তো আমার শেষ ম্যাচ। ডেভিস কাপে আমার জীবনের প্রথম ম্যাচেও হেরেছিলাম, হারলাম শেষ ম্যাচেও। বৃত্তটা পুরো হলো!

'জীবনে সবকিছুরই শুরু এবং শেষ আছে'- গত অক্টোবরে প্রতিযোগিতামূলক টেনিস থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়ার সময় শাস্বত এই সত্যটা তুলে ধরেছিলেন রাফায়েল নাদাল। ক্যারিয়ারে ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা এই সাবেক নম্বর ওয়ান জানিয়েছিলেন, নভেম্বরে স্পেনের হয়ে ডেভিস কাপ খেলার পর প্রিয় টেনিসকে বিদায় জানাবেন। বয়স পেরিয়ে গেছে ৩৮-এর কোটা। কয়েক বছর ধরে পিঠ ও উরুর চোট প্রচণ্ড ভুগিয়েছে তাঁকে। সর্বশেষ দুই বছর তো কোর্টের চেয়ে চোটের পরিচর্যা করে কোর্টের বাইরেই বেশি কেটেছে। ইনজুরির কারণে লম্বা সময় কোর্টের বাইরে থাকার পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে ফিরেছিলেন। তবে পারফরম্যান্সে ছিল ভাটার টান। বাস্তবতা মেনেই সবকিছুর ইতি টেনে দিলেন তিনি। উরুর চোটে পড়ে ছিটকে যান অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে। ইউরোপিয়ান ক্লে কোর্টের চলতি মৌসুমে স্বেচ্ছা ওপেনসহ চারটি টুর্নামেন্ট খেলেন নাদাল। কিন্তু চোটজর্জর

র‍্যাকেট হাতে পেশাদার টেনিস কোর্টে আর দেখা যাবে
না রাফায়েল নাদালকে

ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন আগেই। বাকি ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা। কিন্তু বিদায়ী টুর্নামেন্টে র‍্যাকেট হাতে শেষটা রাঙাতে পারলেন না রাফায়েল নাদাল। তাঁর দল স্পেন ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নেয়। স্পেনের হয়ে প্রথম সিঙ্গেলসে নেদারল্যান্ডসের বটিচ ফন ডি জাডশুল্লের কাছে সরাসরি সেটে হেরে যান নাদাল। নাদালের সতীর্থ কার্লোস আলকারাজ আরেকটি সিঙ্গেলসে জয় পাওয়ায় আরও একটি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা ছিল ৩৮ বছর বয়সী এই তারকার। কিন্তু ফল নির্ধারণী ডাবলসে আলকারাজ ও মারসেল গ্রানোয়ার্স

নেদারল্যান্ডসের বটিচ ফন ডি জাডশুল্ল ও ওয়েসলি কুলহফের কাছে হেরে গেলে শেষ চার থেকেই বিদায়ঘন্টা বেজে যায় স্পেনের। একই সঙ্গে নিশ্চিত হয় নাদালের পেশাদার টেনিস থেকে বিদায়ও। ফলে হতাশায় সমাপ্তি ঘটল বর্ণাঢ্য এক ক্যারিয়ারের। এক অর্থে একটা চক্রপূর্ণও হলো! ডেভিস কাপের এককে ২০০৪ সালে নিজের প্রথম ম্যাচ হেরেছিলেন নাদাল। এরপর এখানে এককে তিনি জিতেন টানা ২৯ ম্যাচ। ২০ বছর পর সেই ধারায় ছেদ পড়ল, তা-ও ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচে এসে! একটু মজা করে নাদাল নিজে যেমন বলছিলেন, 'এক দিক দিয়ে

এক স্কেমে রাফায়েল নাদালের ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি
হাতে তোলার মুহূর্ত

রোলাঁ গারোর ক্লে কোর্টে বিশ্বরেকর্ড ১৪টি একক গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জিতেছেন নাদাল





নাদালের অবসরে টেনিস ইতিহাসের একটি সাফল্যময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল

ফেদেরার বলেছেন, ‘কী ক্যারিয়ার রাফা! আমি সব সময় চেয়ে এসেছি, এ দিনটা যেন কখনো না আসে। আমাদের ভালোবাসার খেলাটিতে তোমার অবিস্মরণীয় স্মৃতি আর অসাধারণ সব অর্জনের জন্য ধন্যবাদ।’

ইস্পাত দৃঢ় আর অদম্য মানসিকতার জন্য ক্যারিয়ারজুড়ে বিশেষ পরিচিতি ছিল নাদালের। অনেক অর্জন আর কীর্তি সঙ্গী করে অশ্রুসিক্ত নয়নে টেনিসকে বিদায় জানানো এই তারকার আশা, রেকর্ডের জন্য নয়, ‘একজন ভালো মানুষ’ হিসেবে তাঁকে সবাই মনে রাখবেন, মনে রাখবেন স্বপ্নবাজ এক মানুষ হিসেবেও।

নাদালের ২০টি গ্র্যান্ড স্লাম একক শিরোপা...

- ফ্রেঞ্চ ওপেন : ১৪টি (২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২২)
- ইউএস ওপেন : ৪টি (২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯)
- উইম্বলডন : ২টি (২০০৮, ২০১০)
- অস্ট্রেলিয়ান ওপেন : ২টি (২০০৯, ২০২২)

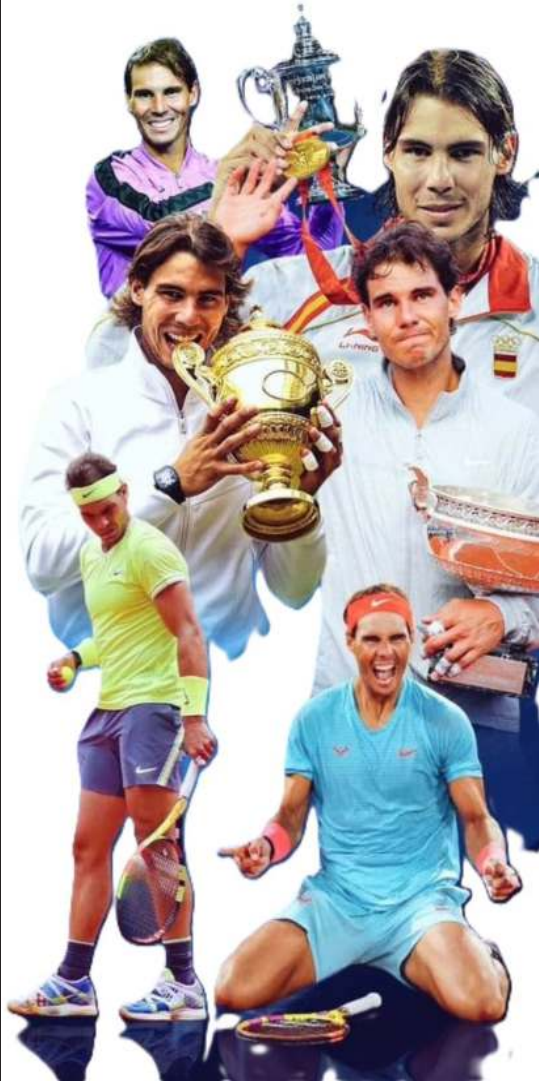
পুরুষদের টেনিসে সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্লাম একক জিতেছেন যারা (কমপক্ষে ১০টি পর্যন্ত)

নাম	দেশ	সময়কাল	শিরোপা
নোভাক জোকোভিচ	সার্বিয়া	২০০৮-২৪	২৪
রাফায়েল নাদাল	স্পেন	২০০৫-২৪	২২
রজার ফেদেরার	সুইজারল্যান্ড	২০০৩-১৮	২০
পিট সাম্প্রাস	যুক্তরাষ্ট্র	১৯৯০-০২	১৪
রয় এমারসন	অস্ট্রেলিয়া	১৯৬১-৬৭	১২
রড লেভার	অস্ট্রেলিয়া	১৯৬০-৬৯	১১
বিয়ন বর্গ	সুইডেন	১৯৭৪-৮১	১১
বিল টিলডেন	যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০-৩০	১০

তারকা ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে যান। এরপর মাত্র দুটি টুর্নামেন্টই খেলেছেন- রোল্লাঁ গারোতে বাস্তাদ ও অলিম্পিক গেমস। ২৩ বছরের ক্যারিয়ারে নাদাল জিতেছেন ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম এককের ট্রফি, যা পুরুষ টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২৪টি ট্রফি নিয়ে একেবারে চূড়ায় সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচ, যিনি এখনো খেলে চলেছেন।

নাদাল সবচেয়ে বেশি রেকর্ড ১৪টি শিরোপা জিতেছেন ফ্রেঞ্চ ওপেনের ক্লে কোর্টে। এ জন্য তাঁকে বলা হয় ‘লাল দুর্গের রাজা’। ২০০৫ থেকে ২০১৪-১০ বারের মধ্যে ৯ বারই রোল্লাঁ গারোয় ট্রফি উঁচিয়ে ধরেন তিনি। এরপর ২০১৭ থেকে ২০২২, ৬ বারের মধ্যে জেতেন আরও ৫ বার। এখানে ১১৬ ম্যাচ খেলে

১১২টিই জিতেছেন তিনি। কোনো একটি গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টের এককে তাঁর চেয়ে বেশি ট্রফি জিতে পারেননি আর কেউ। এছাড়া নাদাল ইউএস ওপেন জিতেছেন ৪ বার, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন ২ বার করে। অলিম্পিকের এককে ও দ্বৈতে সোনাও জিতেছেন। স্পেনকে চারবার ডেভিস কাপ জেতাতে রেখেছেন বড় অবদান। পেশাদার ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে নাদাল জিতেছেন ৯২টি শিরোপা। টেনিসের উন্মুক্ত যুগে মোটা পঞ্চম সর্বোচ্চ। লম্বা ক্যারিয়ারে সুইজারল্যান্ডের রজার ফেদেরার আর সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচের সঙ্গে যেসব ধ্রুপদী দ্বৈরথ উপহার দিয়েছেন, ইতিহাসের পাতায় সোনালি হরফে খোদাই করা থাকবে নাদালের নাম। একসময়ের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিদায়ের ঘোষণায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায়





রাজবাটীর মেয়ে রুমা স্বপ্ন অলিম্পিক

মোরসালিন আহমেদ

মডার্ন বডিবিল্ডিং ক্লাব দিয়ে আমার শুরু। এ পর্যায় এগিয়ে আনার পেছনে শাহীন স্যারের (শাহীন পারভেজ) অনেক অবদান রয়েছে। উনার হাতেই ভারোত্তোলনে হাতেখড়ি হয়। যখন ঢাকায় খেলতে আসি, তখন জাতীয় পর্যায় যাঁরা কোচ রয়েছেন, তাঁরাও আমাকে অনেক সহযোগিতা করেন, অনেক টিপস দেন।

এক প্রশ্নে রুমা বলেন, ‘আমি ২০২০ সালে ঢাকায় প্রথম খেলতে আসি। সেবার জাতীয় জুনিয়র ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্যপদক জয় করি। এরপর ২০২১ সালে জাতীয় জুনিয়র ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে আবারও রৌপ্য নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। তবে ওই বছর প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী চ্যাম্পিয়নশিপে তাম্রপদক জিতি। তবে ২০২৩ সালে এসে জাতীয় জুনিয়র ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদকের মুখ দেখি। সেই থেকে আত্মবিশ্বাসটা আরো বেড়ে যায়। এবার (২০২৪ সাল) অবশ্য জাতীয় সিনিয়র ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জয় লাভ করি। গেল দুটি আসরে সেরা ভারোত্তোলকের পুরস্কার পেয়েছি। এখন জাতীয় নারী চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার প্রিয় ইভেন্ট ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণি।’

অসাধারণ প্রতিভাময়ী ভারোত্তোলক রুমা অপর প্রশ্নে বলেন, ‘নিজেকে আগে জাতীয় পর্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তারপর দক্ষিণ এশীয় গেমসে নিজের সেরাটা মেলে এশিয়ান পর্যায় উঠে আসার চেষ্টা করব। তবে আমার স্বপ্ন অলিম্পিক গেমস। সে লক্ষ্যে পৌঁছতে এখন থেকেই কঠোর অনুশীলন করে যাচ্ছি। যদি উচ্চতর প্রশিক্ষণ পাই, নিয়মিত আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পাই, তাহলে আমার বিশ্বাস, দেশের হয়ে অলিম্পিকেও ভালো করতে পারব।’

এদিকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারোত্তোলক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোচ শাহরিয়া সুলতানা সুচি রুমা প্রসঙ্গে বলেন, ‘ও অনেক প্রতিভাময়ী একজন ভারোত্তোলক। ওর মধ্যে ভালো কিছু করার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে রুমার স্ল্যাচ, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ডেলিভারি এক কথায় চমৎকার। খেলার মধ্যে যথেষ্ট পাওয়ার আছে। ওর টেকনিক ও ট্যাকটিক্স ভালো। আমার বিশ্বাস, মেয়েটি নিয়মিত চর্চা করতে পারলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক আঙিনায় দেশকে সাফল্য এনে দেওয়ার মতো সক্ষমতা দেখাতে পারবে।’

একনজরে...

নাম	: রোকেয়া পারভীন
ডাক নাম	: রুমা
পিতা	: মো. রমজান আলী
মাতা	: মোসাম্মৎ জেসমিন
জন্ম তারিখ	: ২৬.০৫.২০০৩
জন্মস্থান	: রাজবাটী
জেলা	: দিনাজপুর
ভাই-বোন	: ২ বোন, ১ ভাই
নিজ অবস্থান	: মেজ
উচ্চতা	: ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি
ওজন	: ৫৪ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এইচএসসি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: দিনাজপুর মহিলা কলেজ
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: ভারোত্তোলক
ভারোত্তোলনে না এলে	: পড়াশোনায় অধিকতর মনোযোগী হতাম
প্রিয় ইভেন্ট	: ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণি
খেলা শুরু	: ২০২০
জাতীয় পর্যায়	: ২০২০
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: অভিষেক হয়নি
হাতেখড়ি	: শাহীন পারভেজ
প্রথম ক্লাব	: দিনাজপুর মডার্ন বডিবিল্ডিং ক্লাব
প্রিয় খেলোয়াড়	: মাঝিয়া আক্তার সীমান্ত, মো. জিয়ারুল ইসলাম
অন্য প্রিয় খেলা	: ক্রিকেট
প্রিয় খাবার	: নুডলস
প্রিয় রং	: কালো
প্রিয় শখ	: খেলাধুলা
পছন্দ	: সং পথে চলা
অপছন্দ	: মিথ্যা বলা
অবসরে	: গরুর খামার দেখাশোনা
আদর্শ	: হযরত মোহাম্মদ (সা.), মা-বাবা
জেলা পর্যায় সাফল্য	: নিয়মিত স্বর্ণপদক
জাতীয় পর্যায় সাফল্য	: ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ২টি তাম্রপদক
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	: অলিম্পিকে খেলা।



আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলনে তাঁর এখনো অভিষেক হয়নি। হয়তো অচিরেই অভিষেক হয়েও যেতে পারে! অথচ এরই মধ্যে সেই ২২ ছুঁইছুঁই এক তরুণী আলোচনায় উঠে এসেছেন। যিনি কিনা এ মুহূর্তে ক্লাব ভারোত্তোলন মাটিতে চলেছেন। এমনকি একটু-আধটু করে কাজিফত পদকও জয় করতে শুরু করেছেন। ধীরে ধীরে নিজের প্রিয় ইভেন্টেও জায়গাটা পাকাপাকি করে নিচ্ছেন। সবার ধারণা অল্প সময়ে এ মেয়ে অনেক দূরে যাবে। এতক্ষণ যাঁর কথা বলছিলাম, তিনি হলেন দিনাজপুরের রাজবাটীর মেয়ে রোকেয়া পারভীন। যাকে ক্রীড়াঙ্গনের সবাই রুমা নামে বেশি চেনেন।

রুমা বলেন, ‘আমার প্রিয় খেলা ক্রিকেট। একসময় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু আমি যেখানে বেড়ে উঠছিলাম, সেখানে ক্রিকেটে বেড়ে উঠার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একসময় ভারোত্তোলনও ভালো লেগে যায়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আঙিনায় (এসএ গেমস) মাঝিয়া আপু (মাঝিয়া আক্তার সীমান্ত) ও জিয়ারুল ভাইয়ের (মো. জিয়ারুল ইসলাম) স্বর্ণজয় আমাকে ভারোত্তোলনে আসতে উৎসাহী করে তুলে। মূলত তাঁদের দেখেই এ আঙিনায় আসা। ভালো কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে দিনাজপুর